NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ মহামেডানের হার, জয়ে ফিরল ভবানীপুর

শুক্রে বিহার সফরে প্রধানমন্ত্রী, একাধিক উদ্বোধন ও শিলান্যাস ৭

কলকাতা ১৮ জুলাই ২০২৫ ১ শ্রাবণ ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.07.2025, Vol.19, Issue No. 39, 8 Pages, Price 3.00

‘রোহিঙ্গা নিয়ে কুম্ভীরাশ্রু, শুধু মাথাব্যথা ভোট’

মুখ্যমন্ত্রীকে তির শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ও জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে তিনি অভিযোগ করেন, ২০১৭ সাল থেকেই মুখ্যমন্ত্রী পরিকল্পিতভাবে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারীদের জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন। ভুয়ো আধার, ভোটার কার্ড দিয়ে রাজ্যে তাঁদের বসবাসকে আইনি স্বীকৃতি দিয়েছেন; শুধু মাত্র নিজের ভোটব্যাঙ্ক পোক্ত করতে।

শুভেন্দুর মন্তব্য, ‘মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনি বহুদিন ধরে রোহিঙ্গাদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করে চলেছেন। ২০১৭ সালের আপনার সেই ট্যুইট থেকেই তার প্রমাণ মেলে;সেটাই ছিল এই লজ্জাজনক এজেন্ডার সূচনা।’ তিনি আরও লেখেন, ‘বছরের পর বছর ধরে আপনি বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের স্বাগত জানিয়ে এসেছেন, ভুয়ো আধার ও ভোটার কার্ড দিয়ে তাঁদের মাথায় তুলে বসিয়েছেন। এর মাধ্যমে আপনি শুধু বাংলাকেই রোহিঙ্গাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত করেননি, জাতীয় নিরাপত্তাকেও বিপন্ন করেছেন।’

পহেলগাঁওয়ে ভয়াবহ জঙ্গি হানার প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলেছেন শুভেন্দু। তাঁর প্রশ্ন, ‘তখন আপনি বলেছিলেন, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিষয়, রাজ্যের কিছু করার নেই। তাহলে রোহিঙ্গা ইস্যু, যা পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে পড়ে, তাতেও আপনি কেন হস্তক্ষেপ করছেন? একদিকে নিরাপত্তার দায় এড়িয়ে যান, আরেকদিকে বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে নোংরা রাজনীতি করেন। এটাই আপনার দ্বিচারিতা।’

শর্তে অনুমতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২১ জুলাই উত্তরকন্যা অভিযানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে। কসবা ল কলেজে গণধর্ষণ-কাণ্ডের প্রতিবাদে এই উত্তরকন্যা অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। বঙ্গের গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, এই মিছিল হওয়ার কথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে। বৃহস্পতিবার এই অভিযানে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছে আদালত। তবে এই মিছিল নিয়ে আরোপ করা হয়েছে বেশ কয়েকটি শর্ত। তিনবাত্তি মোড় থেকে চুনাভাটি মোড় ভিডিওকন গ্রাউন্ড পর্যন্ত মিছিল সেখানে করা যাবে। প্রতিটি গ্রুপে ১০০ জনের বেশি মিছিল করে যাওয়া যাবে না। তবে সভায় ১০,০০০ মানুষ উপস্থিত থাকতে পারবেন বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মমতার নিশানায় ফের কেন্দ্র-বঞ্চনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য আবাসনের স্বপ্ন এবার আরও কাছে এল। বৃহস্পতিবার নিউটাউনের বুকে রাজ্য সরকারের গৃহনির্মাণ প্রকল্পে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্বোধন করলেন দু’টি বহুতল আবাসন; ‘নিজন্ন’ ও ‘সুজন্ন’।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ইতিমধ্যেই ৪৫ লক্ষ বাড়ি তৈরি করেছি। কেন্দ্র এক পয়সাও দেয়নি। তবু রাজ্য থেমে নেই। সেই দৃঢ়তারই প্রতিফলন ‘নিজন্ন’ ও ‘সুজন্ন’।’ তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রের অসহযোগিতায় একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প থমকে রয়েছে। তবে রাজ্য সরকার নিজের চেষ্টায় পরিকাঠামো ও গৃহনির্মাণে এগিয়ে চলছে বলেই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর।

আবাসনের উদ্বোধনের মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, ‘বাড়ি তৈরির জন্য কোনও অর্থ দেয় না কেন্দ্র। বাংলার উন্নয়নের জন্য আমরা কারও মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি না। নিজেদের উদ্যোগেই এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছি।’ সাত একর জমির উপর গড়ে ওঠা এই প্রকল্প মূলত নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য। ফ্ল্যাটগুলি হবে সাশ্রয়ী মূল্যে, থাকবে আধুনিক পরিকাঠামো, সবুজ পরিবেশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, শিশুদের খেলার পার্ক ও বিনোদনের ব্যবস্থা।

‘নিজন্ন’ প্রকল্পে থাকছে ৪১০টি ওয়ানবিএইচকে ফ্ল্যাট (৩০০ বর্গফুট), আর ‘সুজন্ন’-তে থাকছে ৭৩০টি টুবিএইচকে ফ্ল্যাট (৬২০ থেকে ৭৩০ বর্গফুট)। সব মিলিয়ে মোট ফ্ল্যাটের সংখ্যা ১,২১০। ফ্ল্যাট বিক্রি হবে লটারির মাধ্যমে এবং বাজারদরের তুলনায় অনেক কম দামে। এই দুই প্রকল্প নির্মাণে খরচ হয়েছে ২৯০ কোটি টাকা। জমি বিনামূল্যে দিয়েছে রাজ্য সরকারই। এদিন মুখ্যমন্ত্রী উদ্বোধন করেন রাজারহাটে তৈরি আটতলা পার্কিং কমপ্লেক্স ‘সুসম্পন্ন’-এরও, যেখানে থাকবে ১, ৫০০ গাড়ি রাখার ব্যবস্থা এবং সর্বাধুনিক নিরাপত্তা। পাশাপাশি শিশুদের জন্য থাকছে ‘তরন্ন’ নামে বিনোদন পার্ক, মুক্তমঞ্চ, সবুজ উদ্যান, ক্যাফেটেরিয়া, ফুড কোর্ট ও হাঁটার জায়গা।

বৃহস্পতিবার রাজারহাটে নতুন দু’টি আবাসন প্রকল্প ‘সুজন্ন’ ও ‘নিজন্ন’-র উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোদীর আবাহনে সেজেছে দুর্গাপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ একদিনের সফরে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুপুরে তিনি পৌঁছবেন পশ্চিম বর্ধমানের অন্ডাল বিমানবন্দরে। সেখান থেকে সড়কপথে রওনা দেবেন দুর্গাপুরের নেহরু স্টেডিয়ামের উদ্দেশে। সেখানেই এক জনসভা থেকে তিনি রাজ্যের জন্য একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন।

এরপরে প্রধানমন্ত্রী বিজেপির এক জনসভাতে ও ভাষণ দেবেন। দুর্গাপুরে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক, দু’রকম কর্মসূচিই রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। জনসভার মঞ্চের পিছনেই প্রশাসনিক সভার মঞ্চ তৈরি হয়েছে। বৃষ্টির সম্ভাবনা মাথায় রেখে দুটি সভাতেই ছাউনির ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে বিজেপির নবনিযুক্ত রাজ্য সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য-সহ শীর্ষ নেতারা ইতিমধ্যেই দুর্গাপুরে পৌঁছেছেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন তিনি। প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। সূত্রের খবর, অন্ডাল বিমানবন্দর থেকে ১৫ কিলোমিটার সড়কপথে সভাস্থলে যাবেন মোদি। দুর্গাপুরের গান্ধি মোড় থেকে নেহরু স্টেডিয়াম পর্যন্ত মোট ৮ টি জায়গায় প্রধানমন্ত্রীকে ফুল ছড়িয়ে স্বাগত জানানো হবে। গোটা যাত্রা পথে প্রধানমন্ত্রীর বড় বড় কাট আউট, ওভারহেড গেট তৈরি করা হয়েছে। সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন সেরে সভা শুরু করবেন মোদী।

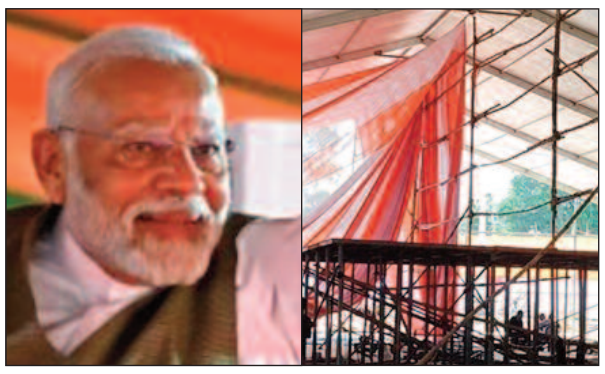

প্রথমে প্রধানমন্ত্রী সরকারি অনুষ্ঠানে যাবেন। সেখানে বেশ কয়েক হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন। এর মধ্যে ১,৯৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেড -এর সিটি গ্যাস বন্টন প্রকল্পের উদ্বোধন, দুর্গাপুর থেকে কলকাতা পর্যন্ত ১৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ দুর্গাপুর-হলদিয়া প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনটি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করার কর্মসূচি অন্যতম। প্রশাসনিক কর্মসূচি শেষ করে জনসভার মঞ্চে যাবেন তিনি। ওই জনসভার জন্য বিজেপির তরফে জোরদার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সফরকে ঘিরে দুর্গাপুরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী পুরো অঞ্চলজুড়ে নজরদারিতে রয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, প্রধানমন্ত্রীর জনসভা উপলক্ষে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগমের সম্ভাবনা থাকায় যাবতীয় প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

উত্তপ্ত বাংলাদেশ

■ ঢাকা, ১৭ জুলাই ফের উত্তপ্ত বাংলাদেশ। বুধবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের রাজনৈতিক দল জাতীয় নাগরিক পার্টি এবং আওয়ামি লিগ সমর্থকদের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। সেনার গুলিতেই তাঁদের মত্যু হয়েছে। এই ঘটনাকে ‘পরিকল্পিত গণহত্যা’ বলেছে আওয়ামি লিগ। অন্যদিকে প্রতিবাদে ইউনূসের বাসভবন পর্যন্ত ‘লং মার্চে’র ডাক দিয়েছেন শেখ হাসিনা। দিনভর দফায় দফায় সংঘর্ষ, ভাঙচুরের পর বুধবার রাত থেকেই কার্ফু চলছে।

চরবৃত্তিতে ধৃত

■ বারামুলা, ১৭ জুলাই দেশের গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন নথি পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগে ধরা পড়লেন ভারতীয় সেনার জওয়ান! চলতি সপ্তাহে জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার উরি থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পঞ্জাব পুলিশের স্টেট স্পেশ্যাল অপারেশন সেল। অভিযুক্ত যুবকের নাম দেবেন্দ্র সিং। সাঙ্গরুর জেলার নিহালগড় গ্রামের বাসিন্দা দেবেন্দ্র ভারতীয় সেনায় কর্মরত। অভিযোগ, আইএসআই- এর হাতে গোপন সামরিক তথ্য তুলে দিতেন দেবেন্দ্র।

‘রাস্তা বন্ধ করে কর্মসূচি কত দিন সহ্য করতে হবে?’

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিন দুয়েক বাদেই তৃণমূলের শহিদ দিবসের অনুষ্ঠান। প্রতি বছরের মতো এবার ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের কাছে সভা হওয়ার কথা। প্রস্তুতিও তুঙ্গে। এদিকে এই সভার দিন ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ কেমন হবে তা নিয়েও একাধিক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে কলকাতা পুলিশ। তবে বৃহস্পতিবার এই ২১ জুলাইয়ের সভা নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গেল আদালতকে। হাইকোর্টের নির্দেশ, কলকাতার রাস্তা বন্ধ করে, যানজট করে, বাস তুলে নিয়ে একুশে জুলাই করা যাবে না।

সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয়, এই অভিযোগ তুলে ২১ জুলাই নিয়ে একটি মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে ছিল সেই মামলার শুনানি। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ, কলকাতার রাস্তা বন্ধ করে, যানজট করে, বাস তুলে নিয়ে একুশে জুলাই করা যাবে না, নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। এমনকি ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনেও একুশে জুলাইয়ের সভা আর হবে কি না তা নিয়ে দীর্ঘ শুনানি করতে হবে বলে জানান বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের। এর পাশাপাশি বিচারপতি শাসকদল ও পুলিশকে যানজট না হওয়ার মুচলেকা দিতে হবে বলে নির্দেশ দেন।

একইসঙ্গে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এও বলেন, ‘আবেগ সব রাজনৈতিক দলের আছে। কতদিন ধরে সহ্য করতে হবে? বলেছি যে, রাস্তার এক তৃতীয়াংশ রাজনৈতিক দলেরা দখল করে নিয়েছে।’ বিচারপতি আরও বলেন, ‘সকাল ১১টার পর কলকাতায় এসব করতে বলুন।’ এরই প্রেক্ষিতে বিচারপতি বলেন, ‘ছুটি ঘোষণা করুন।’ একইসঙ্গে এও বলেন, ‘মানুষ কতদিন সহ্য করবেন?’ এরপই বিচারপতি বলেন, ‘একুশে জুলাই অফিস যেতে অসুবিধা হবে না এটা নিশ্চিত করা হোক।’ আরও বলেন, ‘এ বার শুধু সময়ের কারণে এই জায়গা বদল করতে বলতে পারছি না। তবে আগামী বছর এই জায়গা বদল করে অন্য কোনও জায়গায় সভা করবে, সেই লিখিত মুচলেকা এ বার দিতে হবে।’

আদালতের অগ্নিবাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে বেহাল রাস্তা নিয়ে এবার তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করতে দেখা গেল কলকাতা হাইকোর্টকে। আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে রাস্তা সারাই সংক্রান্ত পদক্ষেপের ডেডলাইন বেঁধে দিলেন বিচারপতি সৌমেন সেন। ওই সময়সীমার মধ্যে রাস্তা ঠিক করার উদ্যোগ নেওয়া না হলে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

একইসঙ্গে রাজ্যের উদ্দেশে বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, ‘রাস্তা সারাইয়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করুন। অনেক কিছুতে টাকা খরচ করছেন। সেখানে শুধু টাকা চলেই যাচ্ছে। সঠিক জায়গায় খরচ করুন।’

এই প্রসঙ্গেই বিচারপতি সেন এও বলেন, ‘জেলার রাস্তাগুলির হাল খুবই খারাপ। এমনকি প্রায়ই সংবাদমাধ্যমে দেখি জেলায় জেলায় রাস্তা খারাপ। সেই রাস্তা দিয়ে রোগী আনা যায় না।’ তার পরেই রাজ্যের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘রাস্তার জন্য অর্থ বরাদ্দ করুন। জেলা পরিষদগুলির কাছে এই বার্তা পোঁছে দিন।’

আদালত সূত্রে খবর, কলকাতার তারাতলা এলাকায় একটি রাস্তার বেহাল অবস্থা নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। বিচারপতি সৌমেন সেনের পর্যবেক্ষণ, ‘কলকাতার বিভিন্ন অংশ, তারাতলা থেকে বজবজের দিকের রাস্তাও খুব খারাপ। সমস্ত জেলা পরিষদ এবং পূর্তদপ্তর যদি কাজ না করে তাহলে আদালতকেই কিছু করতে হবে। বিভিন্ন জেলার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। রোগীরা অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ছেন। আমি দেখেছি কীভাবে রোগীদের এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যেতে হচ্ছে।’ বিচারপতির পরামর্শ, ‘জমা জল সরাতে খুব বেশি টাকা লাগবে না। পাম্প লাগান।’ আগামী ২ সপ্তাহের মধ্যে রাজ্য কী করে, সেটাই এখন দেখার।

‘অনেক কিছুতে খরচ করেন, অর্থ বরাদ্দ করুন পথে’

RP-Sanjiv Goenka Group
Growing Legacies

CESC LIMITED

এই বর্ষায় নিরাপদ থাকুন

বাড়ির বাইরে

- বৃষ্টির সময় বিদ্যুতের পোল এবং বিদ্যুতের পিলার বক্স/কিয়স্ক বা যদি কোনও ঝুলে থাকা তার থাকে, সেখান থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকুন।
- ঝড় বৃষ্টির সময়ে গাছ বা বিদ্যুৎ লাইন-এর নিচে দাঁড়াবেন না।
- বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশন এবং যদি কোনও আলগা বা খোলা তার থাকে সেখান থেকে-ও দূরে থাকুন।
- নিজের নিরাপত্তার জন্য, জল জমে আছে এমন এলাকা এড়িয়ে চলুন।
- বৃষ্টি এবং জমা জলে অবলম্বনের প্রয়োজনে কোনও ধাতব জিনিস স্পর্শ করবেন না।
- কাজের জায়গায়, এসি এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র যখন ব্যবহার হচ্ছে না, তখন সেগুলির সুইচ বন্ধ করতে ভুলবেন না।

বাড়িতে

- নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাড়ির ওয়্যারিং এবং সুইচ পরীক্ষা করাবেন এবং পুরনো, জোড়াতাপ্পি মারা তার বদলে ফেলবেন।
- আপনার বাড়ির অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ব্যবস্থায় ইন্সুলেশন এবং আর্থিং-এর বিষয়টি সঠিক ভাবে নিশ্চিত করুন। সুরক্ষার জন্য ‘আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকার্স’ ব্যবহার করুন।
- নিরাপত্তার জন্য বাড়িতে, অফিসে এবং অন্যত্র তারের ফিউজের বদলে ‘এমসিবি’ ব্যবহার করুন।
- ভিজে হাতে কোনও বৈদ্যুতিক সুইচ বা বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম ধরবেন না।
- চার্জে থাকার সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন না।
- পোড়া গন্ধ পাচ্ছেন অথবা বিদ্যুতের সুইচে বা কোনও সরঞ্জামে হাত দিলেই শক লাগছে, এমন কিছু বুঝলে, অবহেলা করবেন না। সঙ্গে সঙ্গে মেইন সুইচ বন্ধ করে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ইলেকট্রিশিয়ানকে ডাকুন।
- বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টির সময় বাড়ির বৈদ্যুতিন সরঞ্জামগুলির সুইচ বন্ধ করুন এবং প্লাগ খুলে রাখুন।
- ঝুলে রয়েছে এমন কোনও বিদ্যুতের তার ছোঁবেন না।
- ধাতব তারের উপর ভিজে জামা-কাপড় মেলবেন না।
- কোনও এক্সটেনশন তার লোহার গ্রিল/জানলার সঙ্গে লাগাবেন না।

সিইএসসি এলাকায় ইমার্জেন্সি খবর দিতে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করুন
74390 01912-তে, CESCAPPS-এ বা কল করুন 1912-তে

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৭/০৭/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬১১৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Suroj Saren S/o. Suklal Saren নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Suraj Saren S/o. Suklal Saren নামে পরিচিত হইয়াছি। Suraj Saren S/o. Suklal Saren & Suroj Saren S/o. Suklal Saren R/o. Khanyan, Near Shiv Mandir Football Ground, Pandua, Hooghly-712147, W.B. সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এফ.আর.এস (লন্ডন)
বংশানুক্রমে ও ৪৫ বছরের অভিজ্ঞতায় বিদ্যা, বিবাহ, ব্যাবসা, দাম্পত্য কলহ ইত্যাদি সমাধানের জন্য আজই আসুন ও জীবন শান্তিতে কাটান।
বিঃদ্রঃ- প্রতি ৬ মাসে জ্যোতিষ, তন্ত্র, হস্তরেখা, সংখ্যাতত্ত্ব, বাস্তুবিদ্যা শিখুন। ভর্তি চলিতেছে।
M-9830508955/ 8972034019

নাম-পদবী

গত ১৬/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০২৯৩ নং এফিডেভিট বলে Tapan Chakraborty S/o. Haridas Chakraborty ও Tapan Kr. Chakraborty S/o. H. Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০২৮৯ নং এফিডেভিট বলে Tanmay Jana S/o. Rabindra Nath Jana ও Tanmoy Jana S/o. R. N. Jana, Rabindranath Jana সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫১ নং এফিডেভিট বলে Nirmal Kar S/o. Gopal Chandra Kar M/o. Aloka Kar ও Nirmal Kar S/o. G. Kar M/o. Aloka kar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৭/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬০৯৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sipra Saha (old name) W/o. Goutam Saha, D/o. Late Shyam Sundar Saha R/o. Ramkrishna Oldage Home, Amarpur, Sugandhya, 17/18 Khanpur Road, Sugandhya, Polba, Hooghly-712102, W.B. নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shipra Saha (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sipra Saha & Shipra Saha W/o. Goutam Saha, D/o. Late Shyam Sundar Saha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/০৭/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৭৪১ নং এফিডেভিট বলে আমি Pronomita Basu Das D/o. Prabhas Ch. Basu R/o. 47, Nemai Tirtha Road, Baidyabati, Serampore, Hooghly-712222 নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Pronomita Basu নামে পরিচিত হইয়াছি। Pronomita Basu & Pronomita Basu Das D/o. Prabhas Ch. Basu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি ছবি রানী মোদক, স্বামী- দুঃখীরাম মোদক, সাং সুবর্নবিহার, পোঃ- আমঘাটা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, আমার নদীয়া জেলার কোতয়ালী থানার ৫৪ নং সুবর্নবিহার মৌজায় জমির রেকর্ডে আমার স্বামীর নাম জক্ষিরাম হইয়াছে। ১৬.১২.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ১৩৬৭২ নং এফিডেভিট বলে দুঃখীরাম মোদক ও জক্ষিরাম একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

নাম-পদবী

আমি আব্দুল হান্নান সেখ, পিতা- মৃত আবু হানিফ সেখ, গ্রাম- হাটগাছা, পোঃ- সুন্দিপুর, থানা- বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০২ গত ইং- ২৫/০৬/২০২৫ বহরমপুর Ld. J.M 1st Class এর Affidavit বলে Abdul Hannan Sk, S/o- Late Abu Hanif Sk এবং Mr. A. Hannan Seikh, S/o- Hanif Sk একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

আমি বাপি পাল, পিতা- দিনবন্ধু পাল, সাং ও পোঃ- আন্দুলবেড়িয়া, থানা- রেজিনগর, জেলা- মুর্শিদাবাদ। এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আমার ভোটার কার্ডে ভুলবশত আমার নাম দুর্যোধন পাল ছিল। ইং- ০৭/০৫/২০২৫ তারিখে বহরমপুর SDEM আদালতে এফিডেভিট বলে আমার নাম দুর্যোধন পাল -এর পরিবর্তে বাপি পাল হইল।

NAME CHANGE

I Debarati Majumder D/O Nirmal Chatterjee R/O of Col KP Gupta road Halisahar shall henceforth be known as Debarati Chatterjee affidavit no 3560 sworn before notary Tina Das dated 16/06/2025.

বিজ্ঞপ্তি

কালীনারায়ণপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি: এর বোর্ড নির্বাচনের জন্য [illegible] তারিখ ১৭.০৭.২০২৫ [illegible] ২৩.০৭.২০২৫ [illegible] ২৬.০৭.২০২৫ [illegible]

Manager
Kalinarayanpur S.K.U.S. Ltd

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি সুমিতা ঘোষ স্বামী- প্রসাদ ঘোষ সাং ও পোঃ- নবদ্বীপ, থানা- রানাঘাট জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১২৫৫ গত ইং ১২/০৪/২০২৩ তাং ADSR রানাঘাট- ১ এর ১ নং বহির ২৭৬৪/২৩ নং আমমোক্তার দলীল বলে এবং ২. পারুল ঘোষ স্বামী- মৃত সুবল ঘোষ, সাং- কবি নবীন চন্দ্র সেন সরণী, পোঃ ও থানা- রানাঘাট জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১২০১, ৩. সঞ্জয় ঘোষ পিতা- মৃত সুবল ঘোষ সাং- সিলভার জুবিলি রোড পোঃ ও থানা- রানাঘাট জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১২০১ উভয়ের পক্ষে বিগত ইং ২৬/০৬/২০২৩ তাং ADSR রানাঘাট- ১ এর ১ নং বহির ৪৭০৭/২৩ নং আমমোক্তার দলীল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত হন [illegible] উক্ত আমমোক্তার হইতে গত ইং ১৫/০৭/২০২৪ তাং I-5352/24 নং দলীল বলে ১৫৩ নং আনুলিয়া মৌজার খতিয়ান নং- R.S. 403, L.R. 2429 দাগ নং- R.S. 557 L.R. 723 এর মোট ০১.৬৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন [illegible] উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে যার কোন অভিযোগ থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে, রানাঘাট- 1 B.L & .L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

Smt Nibedita Mukherjee Mazumder

বিজ্ঞপ্তি

আমি দিলীপ রায় পিতা- নন্দদুলাল রায়, সাং- চন্দপুর, পোঃ- রামপুর, থানা- ভীমপুর, জেলা- নদীয়া, পিঃ বঃ- বিগত ২০/০৮/২০১৯ তারিখে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, কৃষ্ণনগর নদীয়া এর এফিডেভিট বলে দিলীপ রায় পিতা- নন্দদুলাল রায় এবং দিলীপ কুমার মন্ডল পিতা- নন্দদুলাল মন্ডল একই ব্যক্তিকে পরিচিত হলাম। দলিল নং- ২৩, ভলিউম নং-১, পেজ নং- ১০৮-১১২, এ.ডি.এস.আর (সদর) কৃষ্ণনগর তাং- ০২/০১/১৯৮৬।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমার ১. হারু কুমার বিশ্বাস ২. সুবোধ কুমার বিশ্বাস উভয়ের পিতা- মৃত সুরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ৩. শ্যামলী বিশ্বাস স্বামী হারু কুমার বিশ্বাস ওরফে হারু বিশ্বাস, সকলের সাং- নিয়ামতপুর পোষ্ট- শ্রীচৈতন্য, পিন- ৭৪১২৪৭ থানা-রানাঘাট জেলা- নদীয়া, সকলের পক্ষ হইতে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় ১২-১০-২০১৮ তাং ADSR রানাঘাট ৪ নং বহির ২১৯ নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে ১. যাদব চন্দ্র হালদার [illegible] মহাশয়গনকে, উক্ত আমমোক্তারগন হইতে গত ০৪/০৯/২০২৪ তাং I-6775/24 নং দলীল বলে ১৪৩ নং গিলাপোল মৌজার খতিয়ান নং- এল. আর. এস. ৩৫৮,৩৫৭,৪৫৭ দাগ নং R.S ও L.R. 47/186 এর মোট ০৪.১২৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন অভিজিত সিকদার পিতা- সুব্রত সিকদার সাং- লালপুর পশ্চিমাংশ, পোঃ ও থানা-চাকদহ, পিন- ৭৪১২২২ জেলা-নদীয়া, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে, যদি কারো কোন আপত্তি থাকে, তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট - ১ B.L. & .L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, মনিমোহন বিশ্বাস ও কল্পনা বিশ্বাস এ. ডি. এস. আর. রানাঘাট ১ নং অফিস হইতে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮৬৭২/২৩ নং আমমোক্তারনামা বলে যাদব চন্দ্র হালদার, বরুন কুমার দত্ত, সুজিত নাগ মহাশয়াদের আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে উক্ত আমমোক্তারনামা বলে উক্ত আমমোক্তারগন ঐ অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৩২৯২/২৪ নং দলিল বলে আমার মক্কেল অজয় পাল মহাশয় বরাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিবার পর তাহা রেকর্ড করিবার মর্মে আমার মক্কেল আবেদন করিলে একটি মিউটেশন কেস রুজু হয়। উক্ত মর্মে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অদ্য তারিখ হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড. এল. আর. ও. রানাঘাট ১ নং অফিসে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

সুদীপ বিশ্বাস
অ্যাডভোকেট,
রানাঘাট কোর্ট
M- 8918460069
Enr. No. F/1274/1113/2023.

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **সাহজাহান বিবি,** স্বামী - মুতুজা আলি আনসারী, সাকিম - বাউরিপাড়া চক বাঁশবেড়িয়া, পো:- বাঁশবেড়িয়া, থানা - মগরা, জেলা - হুগলী, পিন বিগত ইং 24-05-2022 তারিখে D.S.R- I Chinsurah অফিসে রেজিষ্টিকৃত I-6381/2022 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **আহমদ আলি**, পিতা - আজগর আলি, সাকিম - বড় পাড়া, থানা - মগরা, পো: বাঁশবেড়িয়া, জেলা- হুগলী, পিন - ৭১২৫০২ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং 19-02-2024 তারিখে A.D.S.R Chinsurah হুগলী অফিসে I - 1822/2022 নং দলিলমূলে **সাহাজাদি বিবি,** স্বামী - সেখ কাবের আলি, সাকিম - বাউরিপাড়া চক বাঁশবেড়িয়া, পো:- বাঁশবেড়িয়া, থানা - মগরা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৫০২ মহাশয়াকে বিক্রয় করেন এবং উনি নিজ নাম পত্তন না করিয়া A.D.S.R Chinsurah হুগলী অফিসে I - 6034/2024 দলিলমূলে **মেয়াজ আহমেদ,** পিতা – সিরাজউদ্দিন, সাকিম - বাউরিপাড়া চক বাঁশবেড়িয়া, পো:- বাঁশবেড়িয়া, থানা - মগরা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২৫০২ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা - হুগলী, থানা - মগরা, মৌজা - চক বাঁশবেড়িয়া, জে. এল. - - ৫২, হাল এল আর ৫০৬৪ খতিয়ানে আর এস ৬২৭ ও এল আর ৬২৭ দাগে শুনা জমি ১কাঠা ৮ ছটাক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে, এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত খরিদা জমি **মেয়াজ আহমেদ**, পিতা- সিরাজউদ্দিন নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল অ্যান্ড এল আর ও মগরা চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে ।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ ই জুলাই, শুক্র বার। ১লা শ্রাবন। অষ্টমী তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র ও বিংশোত্তরী কেতু র মহাদশা কাল। মৃতে কোন দোষ নেই।

মেষ রাশি : পরিবারে তর্ক বিতর্ক। ধৈর্য্য ধরলে বাণিজ্যে অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পথ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আইসক্রিম বা ঠান্ডা পানিয় র ব্যবসা, তাদের ব্যবসা বৃদ্ধি সম্ভাবনা। বিবাহ বিষয় যে কথা বন্ধ ছিল সেই কথা আবার হবে। বাড়িতে কপূর আরতি করুন অতীব শুভ হবে।

বৃষ রাশি : প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। বাণিজ্যে অর্থ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য অতীব শুভ। যারা লেখালেখি করেন মাস-কমুউনিকেসনে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মে চঞ্চলতা বৃদ্ধি না হলে, সম্মান প্রাপ্তির যোগ। যে কথাটা আপনি প্রিয়জনকে বলতে পারেননি আজকে বলুন শুভ হবে। সম্পত্তি বিষয়কে কেন্দ্র করে যে গোলযোগ চলছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। শ্রীদেব নারায়ণের চরণে তুলসী প্রদান করুন শুভ হবে।

মিথুন রাশি : যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রেমের ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তি। তৃতীয় ব্যক্তি যিনি সংসারে অশান্তির কারণ ছিলেন, তিনি সরে যাবেন। বিবাহের বিষয়ে কথা পাকা হতে পারে। গৃহবধূদের অর্থ লাভ নিশ্চিত। বিদ্যার্থীরা যারা দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করছো তাদের কাছে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি হবে। দেব-দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র দিলে অতীব শুভ যোগ।

কর্কট রাশি : কথা বলার আগে গুছিয়ে নিতে হবে শব্দকে। বিবাদ বিতর্কে প্রবল সম্ভাবনা। বাড়িতে সকালে অশান্তির কালো মেঘ থাকবে। পরিবারে একজন সদস্যকে নিয়ে অশান্তির বাতাবরণ। প্রেমে অশুভ। বিদ্যার্থীদের মানসিক চাপ বৃদ্ধি হবে। গাণেশ দেবতার চরণে দূর্বা প্রদানে সুখ।

সিংহ রাশি : আজ শুভ দিন। সম্পত্তি কেনা বা বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন বড় সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যারা এন জি ও তে জড়িত আছেন তাদের কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। যারা ঋণ বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে আবেদন করেছেন তাদের কাজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। গৃহবধূদের সুখ বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। সতর্ক থাকতে হবে গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের। শ্রী গণেশ দেবতার চরণে, দুর্বা দিলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : মানষিক শান্তি। নতুন সুযোগের দ্বারা ব্যবসা বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা। অর্থবৃদ্ধির সময়। বাড়ি জমি বাস্তু কৃষি জমি বিষয়ে অর্থ লাভ নিশ্চিত। ভ্রমন শুভ। গোপন চুক্তির দ্বারা বাণিজ্যে অর্থ লাভ। শরীর একপ্রকার থাকবে। তবে লিভারের পীড়া কষ্ট দিতে পারে। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্ব পত্র প্রদান করলে শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। স্বজন আত্মীয় বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কোন অতিথির আগমনে পরিবারে সুখ বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম ক্রয় আনন্দবৃদ্ধি, প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের ব্যাংক এবং ইন্সুরেন্স এর দিক থেকে লাভ বৃদ্ধ। বিবাহের বিষয় কথা পাকা হতে পারে। যারা ক্রীড়া বা খেলাধুলা করে থাকেন, তাদের উন্নতি নিশ্চিত। মহাকালী চরণে রক্ত জবা প্রদানে সুপ্রীতি।

বৃশ্চিক রাশি : কোন ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য ক্ষতির সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল ওয়ারিং থেকে কোন বিপদ আসার সম্ভাবনা। সতর্কতা অবলম্বন ভালো। হঠাৎ ক্রোধ এবং রাগের মাথায় কোন গৃহ সরঞ্জাম ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। এক সন্তানের কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। সতর্ক থাকা শুভ। ধৈর্য ধরে থাকা শুভ। মহাকালী চরণে রক্ত জবা দেওয়া শুভ।

ধনু রাশি : আজ পরিবারের শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, এক গুপ্ত শত্রুর চক্রান্তে দুশ্চিন্তার রেখা মুখে ফুটে উঠবে। স্ত্রীর বুদ্ধিতে যে সমস্যার সমাধান হওয়ার কথা ছিল, বুদ্ধি না শোনার জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অতীব শুভ দিন। অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা গৃহবধূদের ক্ষেত্রে শুভ দিন। যারা লেখালেখি করেন তাদের জন্য সম্মান বৃদ্ধি। দেব দেব মহাদেবের চরণে বিশ্বপত্র প্রদান করুন।

মকর রাশি : শুভ দিন সন্তান এবং বৌমা সম্পর্কের দ্বারা লাভ বৃদ্ধি শ্বশুরবাড়ি র কোন বৃদ্ধ মানুষের সহযোগিতা লাভ। প্রতিবেশীর দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। স্ত্রীর বুদ্ধির দ্বারা সমস্যা মুক্তির পথ। শরীরে পীড়াব্যাধি মুক্তি। গাড়ির যন্ত্রাংশ, গাড়ি বেচাকেনা যারা করেন, তাদের শুভ দিন। প্রতিদিন বাড়িতে কপূর আরতি করুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা মোটর মেকানিক এবং এন জি ওর সাথে জড়িত, তাদের শুভত্ত বৃদ্ধি। আজ সম্মান বৃদ্ধি যোগ। সমাজে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। সন্ধ্যে বেলার পর কোন নতুন যোগাযোগের দ্বারা কর্মে লাভ প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধির যোগ। ভগবান শিবের পাশে লৌহ ত্রিশূল রাখুন শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ সতর্ক থাকা শুভ। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত থাকবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিষ নজর থাকবে। যারা জল তরল পদার্থের ব্যবসা করেন, ব্যবসা বৃদ্ধির যে নতুন পথের কথা ছিল, আজ তা আটকে গেছে। দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি দাম্পত্য কলহের কালো মেঘ আজ। মন্দিরে প্রদীপ দান করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

**(মন্বন্তরা স্নান। গাত্রহরিদ্রা।
সাধক ব্রাম্ভচারি বামাক্ষ্যাপা র তিরোধান দিবস।)**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগণ A) ঋষভ ড্রোলিয়া, পিতা- প্রমোদ ড্রোলিয়া, B) রশ্মি ড্রোলিয়া, স্বামী-শুভম ড্রোলিয়া, উভয়ের সাকিম কুচকুচিয়া রোড, বাঁকুড়া। গত ১২/১২/২০২২ তারিখে KOLKATA A.R.A II OFFICE এর ১৪৯৪৮ নং কোবালা দলিল মূলে ১। বিদ্যাসুন্দর হালদার, ২। চিরসুন্দর হালদার, উভয়ের পিতা রবীন্দ্রনাথ হালদার, উভয়ের সাকিম সারেশকোল, নেতুরপুর, সারেঙ্গা, বাঁকুড়া, ৩। অভিজিৎ চ্যাটার্জ্জী, পিতা আনন্দ কুমার চ্যাটার্জী, ৪। শ্রীমতী কবিতা চ্যাটার্জ্জী, স্বামী অভিজিৎ চ্যাটার্জ্জী, উভয়ের সাকিম যুগীপাড়া, বাঁকুড়া, ৫। কার্ত্তিক কুম্ভকার, পিতা বিজয় কুম্ভকার, সাকিম ও পোঃ- জুনবেদিয়া, থানা ও জেলা বাঁকুড়া। উক্ত ১ নাগাদ ৪ নং দাতা-দাত্রীগন পক্ষে গত ইংরাজী ০৬/১২/২০২২ তারিখে বাঁকুড়ার D.S.R অফিসের ৭০১১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও উক্ত ৫ নং দাতা পক্ষে গত ইংরাজী ০৯/১২/২০২২ তারিখে বাঁকুড়ার A.D.S.R অফিসের ৬৫১৩ নং রেজিষ্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ও নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী সোমনাথ কাপড়ী, পিতা শ্রী জিতেন্দ্রনাথ কাপড়ী, সাকিম জগন্নাথবাটী, কেশিয়াকোল, বাঁকুড়া, উক্ত দুই আমোক্তারদ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জুনবেদিয়া মৌজায় (জে.এল-২২৯) ২৩১২, ২৬৭৬, ২৬৭৭, ২৮৩০, ২৮৩৬, নং খতিয়ানভুক্ত হাল ৬৮৭, ৬৯৭ নং দাগে মোট ২৭.৮০ শতক জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-2 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Abhishek Chaudhuri
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.-F/423/652/2017

NOTICE

IN THE COURT OF TH LD. ADDITIONAL DISTRICT JUDGE AT NABADWIP.
MISC APPEAL NO. 13/2023

Appellant/Plaintiff: Smt. Anjali Ghosh, W/o. Biswanath Ghosh at Nidaya, P.O. Nidaya, P.S. Nabadwip, Dist.Nadia.

-VS-

Respondant/Defendant: 1. Ajit Sk, S/o. Suk Chand Sk **2. Suk Chand Sk**, S/o. Malek Sk **3. Akbar Sk,** S/o. Pakhi Sk **4. Bahar Sk**, S/o. Alek Sk all are resident of Vill. Nidaya, (Purba Muslim Para), P.O. Nidaya, P.S. Nabdwip, Dist. Nadia. **5. Kadambini Saha** W/o. Durga Charan Saha. **6. Sumita Bala Sarkar** W/o. Prannath Sarkar. All are Rudra Para, P.O.Nidaya, P.S. Nabadwip, Dist. Nadia. **7. The Block Land & Land Reform Officer of Maheshganj,** P.S. Nabadwip, Dist. Nadia.

It is hereby informed that one **Anjali Ghosh** filed a **Misc Appeal being No. 13/23** against the above named Respondant but summon can not be served upon Respondant No. 5 & 6 mentioned above. As such if they are interested to contest the above numbered suit then they have to appear before the Court within 30 days from the date of publication of this notice otherwise appeal will be heard expartee against them.

By order of Court
Pratim Chowdhury (Sheristader)
Additional District Judge
Nabadwip Court, Nadia. 01/07/2025

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)মহম্মদ সাইয়ুম** পিতা মহম্মদ হানিফ সাকিম ঝাউ বাগান, উর্দিবাজার, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, **২)মহম্মদ হাইয়ুম** পিতা হানিফ মহম্মদ সাকিম ৩ ঝাউ বাগান নর্থ, উর্দিবাজার, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, **৩)মহম্মদ কাইয়ুম** পিতা মহম্মদ হানিফ, ঝাউ বাগান নর্থ, উর্দিবাজার, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয়গণ বিগত ইং ২৯/০৯/২০২৩ তারিখে সম্পাদিত ও ০৫/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9518/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **মীর সাজিদ হোসেন** পিতা মীর আবিদ হোসেন সাকিম জোতকামাল, উত্তর বাবনান, বাবনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৭/০৫/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5539/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী সরজিৎ মন্ডল** পিতা স্বপন কুমার মন্ডল, সাকিম উত্তরায়ণ, সিমলা(সিটি), চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, **২)শ্রী অশোক পান্ডে** পিতা প্রকাশ পান্ডে, সাকিম সিমলা(সিটি), বিদ্যাভবন পল্লী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, **৩)শ্রী তীর্থ দাস বিশ্বাস** পিতা পুলিন বিহারী দাস বিশ্বাস, সাকিম চুঁচুড়া স্টেশান রোড, রামমন্দির সিমলা(সিটি), চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, নিস্তারিণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড ডেভোলপার এর পক্ষে মহাশয়গণকে কমবেশী ৫৪ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা গোটু, ৬৩ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. তথা এল.আর. ৩৪৯৬ নং দাগে, ১)এল.আর. ৩১৭৬ নং খতিয়ানে ২৬ শতক, ২)এল.আর. ৩১৭৭ নং খতিয়ানে ১৪ শতক, ৩)এল.আর. ৩১৭৮ নং খতিয়ানে ১৪ শতক, একুনে একটি দাগে, তিনটি খতিয়ানে ৭৬ শতকের মধ্যে কমবেশী ৫৪ শতক শালি জমি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী সরজিৎ মন্ডল** পিতা স্বপন কুমার মন্ডল, **২)শ্রী অশোক পান্ডে** পিতা প্রকাশ পান্ডে, **৩)শ্রী তীর্থ দাস বিশ্বাস** পিতা পুলিন বিহারী দাস বিশ্বাস, নিস্তারিণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড ডেভোলপার এর পক্ষে মহাশয়গণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)মহম্মদ হাইয়ুম** পিতা হানিফ মহম্মদ সাকিম ৩ ঝাউ বাগান নর্থ, উর্দিবাজার, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, **২)মহম্মদ কাইয়ুম** পিতা মহম্মদ হানিফ, ঝাউ বাগান নর্থ, উর্দিবাজার, চন্দননগর, হুগলী-৭১২১৩৬, মহাশয়গণ বিগত ইং ২৯/০৯/২০২৩ তারিখে সম্পাদিত ও ০৫/১০/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-9518/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **মীর সাজিদ হোসেন** পিতা মীর আবিদ হোসেন সাকিম জোতকামাল, উত্তর বাবনান, বাবনান, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১০/০৬/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6039/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী সরজিৎ মন্ডল** পিতা স্বপন কুমার মন্ডল, সাকিম উত্তরায়ণ, সিমলা(সিটি), চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, **২)শ্রী অশোক পান্ডে** পিতা প্রকাশ পান্ডে, সাকিম সিমলা(সিটি), বিদ্যাভবন পল্লী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, **৩)শ্রী তীর্থ দাস বিশ্বাস** পিতা পুলিন বিহারী দাস বিশ্বাস, সাকিম চুঁচুড়া স্টেশান রোড, রামমন্দির সিমলা(সিটি), চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, নিস্তারিণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড ডেভোলপার এর পক্ষে মহাশয়গণকে কমবেশী ২২ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা পোলবা, মৌজা গোটু, ৬৩ নং জে.এল ভুক্ত, আর.এস. তথা এল.আর. ৩৪৯৬ নং দাগে, ১)এল.আর. ৩১৭৭ নং খতিয়ানে ১১ শতক, ২)এল.আর. ৩১৭৮ নং খতিয়ানে ১১ শতক, একুনে একটি দাগে, দুইটি খতিয়ানে কমবেশী ২২ শতক শালি জমি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী সরজিৎ মন্ডল** পিতা স্বপন কুমার মন্ডল, **২)শ্রী অশোক পান্ডে** পিতা প্রকাশ পান্ডে, **৩)শ্রী তীর্থ দাস বিশ্বাস** পিতা পুলিন বিহারী দাস বিশ্বাস, নিস্তারিণী ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল্যান্ড ডেভোলপার এর পক্ষে মহাশয়গণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও পোলবা-দাদপুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

।। আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।।

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী বেবী ধর ওরফে বেবী ঘোষ** স্বামী শ্রী প্রদীপ ধর, পিতা ৺দীপক ঘোষ, সাকিম ১বি, গোরাভ হাউস, এয়ারফোর্স রোড, রতনারা, জোধপুর, রাজস্থান-৩৪২০০১, **২)শ্রীমতী শিল্পী ঘোষাল** স্বামী শ্রী অমল কান্তি ঘোষাল, পিতা ৺দীপক ঘোষ, সাকিম ফ্ল্যাট নং-এ, গ্রাউন্ড ফ্লোর, জি.বি. রেসিডেন্সি, রাম মন্দির, চুঁচুড়া আর.এস., চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০২, **৩)শ্রীমতী লিপিকা রায়,** স্বামী শ্রী বিশ্বজিৎ রায়, পিত ৺দীপক ঘোষ, সাকিম ২নং কাপাসডাঙ্গা, আকাশন দীঘির ধার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৭/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1607/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী বুধান সিং** পিতা ৺জয়রাম সিং, সাকিম ঝাঁপপুকুর মনসাতলা, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৭/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7694/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী বেবী নাথ** স্বামী প্রিয়তোষ নাথ, সাকিম ২ নং নেতাজী পার্ক, বান্ডেল, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়াকে কমবেশী ০.০৩৩ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন ।**তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ০৭ নং জে.এল ভুক্ত, ১)এল.আর. ১১০৪৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৫১৫ তথা এল.আর. ৪৭২৫ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ০.০৯৮ একর মধ্যে ০.০৮৩৪ অংশে কমবেশী ০.০০৮ একর, ২)এল.আর. ১১০৪৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৫১৪ তথা এল.আর. ৪৭২৪ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ০.০৩৫ একর মধ্যে ০.০৮৩৩ অংশে কমবেশী ০.০০৩ একর, ৩)এল.আর. ১১০৫১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৫১৪ তথা এল.আর. ৪৭২৪ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ০.০৩৫ একর মধ্যে ০.০৮৩৩ অংশে কমবেশী ০.০০৩ একর, ৪)এল.আর. ১১০৫১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৫১৫ তথা এল.আর. ৪৭২৫ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ০.০৯৮ একর মধ্যে ০.০৮৩৩ অংশে কমবেশী ০.০০৮ একর, ৫)এল.আর. ১১০৫০ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৫১৫ তথা এল.আর. ৪৭২৫ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ০.০৯৮ একর মধ্যে ০.০৮৩৩ অংশে কমবেশী ০.০০৮ একর, ৬)এল.আর. ১১০৫০ নং খতিয়ানে, আর.এস. ২৫১৪ তথা এল.আর. ৪৭২৪ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ০.০৩৫ একর মধ্যে ০.০৮৩৩ অংশে কমবেশী ০.০০৩ একর, একুনে দুইটি দাগে ও তিনটি খতিয়ানে মোট ০.০৩৩ একর অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী বেবী নাথ** স্বামী প্রিয়তোষ নাথ, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল **শ্রী লালতেন্দু নায়ক** পিতা- মৃত দৈতারী নায়ক, এবং শ্রীমতী গীতাঞ্জলী নায়ক, স্বামী- শ্রী লালতেন্দু নায়ক ইংরেজী ৩০/০৫/২০১১ তারিখে ৯৮/২০১১ নং আমমোক্তার নামা দলিল মুলে এ.ডি.এস.আর চন্দননগর অফিসে, জে. এল. ১২ নং, ভদ্রেশ্বর মৌজায়, আর. এস. ১১৬ নং দাগে, আর. এস ৩৩১ নং খতিয়ান ভুক্ত, মোট ০.০৩৩ শতক শালি জমি সম্পত্তি, উভয়ে ০.০১৬ শতক করে জমি সম্পত্তি বিগত ইংরেজী ০১/০৬/২০১১ তারিখে এ. ডি. এস. আর. চন্দননগর অফিসে ০১৪০৯ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মুলে **শ্রীমতী শেফালী ঘোষ**, স্বামী - শ্রী শশাঙ্ক শেখর ঘোষ সাকিম- ধিতাড়া পোস্ট- সারদাপল্লী, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৪ পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার **শ্রী শান্তি বাগ**, পিতা- মৃত শ্যামাপদ বাগ, সাকিম- কৃষ্ণপট্টী বাগপাড়া, পোস্ট- তেলিনীপাড়া থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৫, নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে এবং বি. এল. এল. আর. ও. চন্দননগর অফিসে রেকর্ড করিবার জন্য আমরা আবেদন করিয়াছে, যাহার মিউটেশন কেস নং এম এল/২০২৫/০৬১৯/৩৪৫৫ এবং এম এল/২০২৫/০৬১৯/৩৪৫৬ উক্ত আমমোক্তার নামা বা অত্র দাগে মিউটেশনর বিষয় অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার এক মাসের মধ্যে চন্দননগর বি. এল. এল. আর. ও অফিসে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে |

অমিত কুমার বেহারা (এ্যাডভোকেট)
চন্দননগর কোর্ট ও চুঁচুড়া জাজেস কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে **শ্রী তরুন কান্তি ঘোষ ও শ্রীমতী অঞ্জু সাহু,** পিতা ৺ভোলানাথ ঘোষ ও স্বামী - বরুন কুমার সাহু, সাকিম - ১) মালীপাড়া, পো:- তালান্ডু, থানা পোলবা, জেলা - হুগলী, পিন - ৭১২১৪৮ ও ২) ১০ কালীপুকুর বৈদ্যবাটী, পো:- শেওড়াফুলি, থানা শ্রীরামপুর, জেলা হুগলী, পিন – ৭১২২২৩, বিগত ইং 22-09-2020 তারিখে D.S.R - I Chinsurah অফিসে রেজিষ্টিকৃত IV-144/2020 নং আমমোক্তার দলিল মূলে আমার মক্কেল **১) সোমেন ঘোষ,** পিতা - প্রফুল্ল কুমার ঘোষ সাকিম - মগরা জয়পুর, পো:- মগরা, থানা মগরা, জেলা হুগলী, পিন - ৭১২১৪৮ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা দলিল বলে আমার মক্কেল ইং 23-06-2025 তারিখে A.D.S.R Chinsurah হুগলী অফিসে I - 8055/2025 **শ্রী অজয় কুমার সেন,** পিতা – ৺পঙ্কজ কুমার সেন সাকিম ১১৬/৫ নং স্কিম নিকট, পলতা রেলওয়ে স্টেশন, পো:- নোয়াপাড়া, থানা - নোয়াপাড়া, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩১২২ মহাশয়কে বিক্রয় করেন। **তপশীল** - জেলা - হুগলী, থানা - মগরা, মৌজা - তালান্ডু, জে. এল. -০৩, হাল এল আর ৭১৮, ৮৩২ খতিয়ানে আর এস তথা এল আর ৫১০ দাগে শালি জমি (০২.৯০ শতক) বিক্রয়কৃত সম্পতি হইতেছে, এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে উক্ত খরিদা জমি **শ্রী অজয় কুমার সেন,** পিতা - পঙ্কজ কুমার সেন নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি এল অ্যান্ড এল আর ও মগরা চুঁচুড়া অফিসে আবেদন করিতেছেন ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)ডাঃ সন্ধ্যা মন্ডল ধাড়া** স্বামী শ্রী কাঞ্চন কুমার ধাড়া, সাকিম রবীন্দ্রনগর, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১০১, মহাশয়া বিগত ইং ২২/০৮/২০১৬ তারিখে এ.ডি.এস.আর., পশ্চিম মেদিনীপুর অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-104/2016 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে –এবং **২)শ্রীমতী মহুয়া মন্ডল** স্বামী শ্রী প্রজ্জল প্রামানিক, সাকিম লেকটাউন, উঃ ২৪পরগণা-৭০০০৮৯, মহাশয়া বিগত ইং ২০/১২/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-363/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে, একুনে দুইটি পৃথক আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রীমত্যা শঙ্করী মন্ডল** স্বামী ৺গোপাল চন্দ্র মন্ডল, সাকিম হুগলী স্টেশন রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল, অপর শরিক **শ্রীমতী প্রতিমা দাস** স্বামী শ্রী অনুপ্রিয়া দাস মহাশয়ার সহিত যৌথ ভাবে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৪/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-5891/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী বিশাল সাউ** পিতা মহেশ সাউ সাকিম দেবানন্দপুর, উত্তরপাড়া, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭২১১২৩ মহাশয়কে ০২ কাঠা ১২ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা দেবানন্দপুর, ৩ নং জে.এল ভুক্ত, এল.আর. ১৫২ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা এল.আর. ১০ নং দাগে ভিটি/শুনা জমি ষোল আনায় ৫৫ শতকের মধ্যে ০২ কাঠা ১২ ছটাক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী বিশাল সাউ** পিতা মহেশ সাউ, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী আশীষ কুমার নাগ** পিতা ৺ডাঃ সুবোধ চন্দ্র নাগ, সাকিম মিডল্যান্ড নার্সিংহোম, পিপুলপাতি, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, হাল সাকিম ডেভিড ম্যানর এ্যাপার্টমেন্ট, আখনবাজার, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয় বিগত ইং ২৮/১১/২০২৪ তারিখে সম্পাদিত ও ২৯/১১/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-13718/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী সুমন সাউ** পিতা শ্রী ওম প্রকাশ সাউ, সাকিম ঝাঁপপুকুর ষষ্ঠীতলা, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৪/০২/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2438/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী সুগান্তী দেবী** স্বামী পুনদেও আহির, সাকিম ডানলপ এস্টেট, কোয়ার্টার নং এন/জি ১০, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ মহাশয়াকে ০.০৮৭ একর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ৭ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ৭৫৭, ৭৮২ ও ৭৮৩ তথা হাল এল.আর. ৩০১৮/১ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১১৫৮ তথা হাল এল.আর. ৩৭৪৬ নং দাগে বাগান জমি ১/২ অংশে কমবেশী ০.০৮৭ একর অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী সুগান্তী দেবী** স্বামী পুনদেও আহির, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা অবগতির জন্য জানানো যায় যে আমার মক্কেলগন A) সুপ্রিয় আঠা, পিতা- সচিদানন্দ আঠা, B) সুরজিৎ চ্যাটার্জ্জী, পিতা-দেবদাস চ্যাটার্জ্জী উভয়ের সাকিম গোড়াবাড়ী, জগদল্লা, বাঁকুড়া। বাঁকুড়ার A.D.S.R OFFICE এর ৩৭০০/২৪ ও বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE এর ২৮৯৯/২৪ নং কোবালা দলিল মূলে ১) শিবানী চ্যাটার্জী, স্বামী তরুন চ্যাটার্জী, ২) অরিজিৎ চ্যাটার্জী, পিতা স্বর্গীয় তরুন চ্যাটার্জী, উভয়ের সাকিম গোড়াবাড়ী, জগদল্লা, বাঁকুড়া ৩) তনুশ্রী দেঘরিয়া, স্বামী গৌতম দেঘরিয়া, সাকিম কেশিয়াড়া, গঙ্গাজলঘাটী, বাঁকুড়া। ৪) বেবী চ্যাটার্জ্জী (মুখার্জী), স্বামী অভিজিৎ মুখার্জী, সাকিম কাটানধার দুয়ারীপাড়া, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। উক্ত দাতাগনের পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী গৌতম চৌধুরী, পিতা স্বর্গীয় নিতাই চৌধুরী সাকিম সাকিম গোড়াবাড়ী, জগদল্লা, বাঁকুড়া। এর দ্বারা দলিল মূলে বাঁকুড়ার D.S.R OFFICE 4342/2023 নং আমমোক্তার দ্বারা থানা ও জেলা বাঁকুড়া, জগদল্লা মৌজায় (জে.এল-১৯৬) ২২০ খতিয়ানভুক্ত হাল ২৯৬ নং দাগে মোট ০.০৪৯৫ একর জমিন ক্রয় করিয়াছেন উক্ত জমিনে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকলে উপযুক্ত তথ্য প্রমান লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে বাঁকুড়া B.L & L.R.O-1 অফিসে অভিযোগ জানাবেন অন্যথায় আমার মক্কেলগণ তাহার নিজ নামে উক্ত দলিল বলে নাম পত্তন করাইবেন।

Abhishek Chaudhuri
Advocate
Judge Court, Bankura
Enrol. No.-F/423/652/2017

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী তনুশ্রী মুখাৰ্জ্জী** স্বামী শ্রী রাজেন মুখার্জ্জী, সাকিম কুম্ভকারপাড়া (পানপাড়া), দাবড়া, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৫২ ও **২)শ্রীমতী বৈশাখী মুখাৰ্জ্জী** স্বামী শ্রী গোপাল মুখাৰ্জ্জী সাকিম ভাগিরথী লেন বাগদি গলি, বুড়োশিবতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৫ মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৩/০৯/২০২৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-11259/2024 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেলগণ **১)শ্রী রঞ্জন মন্ডল** পিতা সুশীল মন্ডল সাকিম ২নং কাপাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, **২)শ্রী সুমন দে** পিতা শ্রী ঝন্টু দে সাকিম ২/৫৮৩ কাপাসডাঙ্গা কলোনী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, **৩)শ্রী পান্নালাল সাধুখাঁ** পিতা ৺ভোলানাথ সাধুখাঁ সাকিম ২৪৭ খাগড়াজোল রামকৃষ্ণ রোড, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয়গণকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেলগণ নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ১৮/০৬/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-7809/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী টুম্পা সরকার** পিতা ৺সুরজ সিং সাকিম আখনবাজার (বয়েজ ক্লাব মাঠ), চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয়াকে ১ কাঠা ০২ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা হুগলী, ১৯ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৬৬৫৪ ও ৬৬৬৫ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৫১৬২ তথা হাল এল.আর. ৪৮৭৮ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ০.২০৭ একরের মধ্যে ০.০৬৩ একর বা ৩ কাঠা ১২ ছটাক ১০ বর্গফুট তন্মধ্যে ১ কাঠা ০৫ ছটাক ১৬ বর্গফুট, ইহার মধ্যে ১ কাঠা ০২ ছটাক বা ০.০১৮৫ একর অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী টুম্পা সরকার** পিতা ৺সুরজ সিং, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু), চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-
adconnexon@gmail.com

সত্যমেব জয়তে
Government of India

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দর্শন

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
সম্মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

৫,৪০০ কোটি টাকা মূল্যের উন্নয়নমূলক প্রকল্পের আবরণ উন্মোচন

উদ্বোধন/জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ

জেএইচবিডিপিএল প্রকল্পের দুর্গাপুর-কলকাতা অংশ

প্রাপ্ত সুবিধা

- গৃহস্থ, ব্যবসায়ী এবং শিল্পোদ্যোগী গ্রাহকদের জন্য পরিচ্ছন্ন, পরিবেশবান্ধব এবং সাশ্রয়ী জ্বালানী সরবরাহ
- ২৯ লাখ গৃহস্থ পরিবার এবং ৩৬৫টি সিএনজি স্টেশন এর সুবিধা পাবে
- ৩ লাখ কর্মদিবস সৃজনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে

নির্মাণ

পশ্চিম বর্ধমানে তপসী এবং পাণ্ডবেশ্বরে আরওবি

প্রাপ্ত সুবিধা

- সম্ভাব্য সংঘর্ষের স্থানগুলি অপসারণ করে সড়ক নিরাপত্তার নিশ্চিতি আনয়ন
- যান চলাচলের বিলম্ব কমিয়ে গতি বৃদ্ধি
- সড়ক যোগাযোগ নির্ঝঞ্ঝাট হতে সহায়ক হবে
- জ্বালানীর ব্যবহার ও নির্গমন হ্রাস

ফ্লু-গ্যাস সালফারমুক্ত করা হবে যেখানে

দুর্গাপুর ইস্পাত তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

প্রাপ্ত সুবিধা

- সালফারডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড-এর মতো এবং সূক্ষ্ম ক্ষতিকর কণার নির্গমন হ্রাস
- স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি হ্রাস

রঘুনাথপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র

- জাতীয় নির্গমন নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণতা লাভ
- পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ সংবহন

পুরুলিয়া-কোটশিলা (৩৬ কিমি) রেল লাইনে ২য় লাইন সংযুক্তি

প্রাপ্ত সুবিধা

- জামশেদপুর, বোকারো, ধানবাদের শিল্পোদ্যোগগুলির সঙ্গে রাঁচি ও কলকাতার রেল যোগাযোগের উন্নয়ন
- মালগাড়ির দক্ষ চলাচলের নিশ্চিতি
- শিল্পোদ্যোগগুলির মধ্যে যাতায়াতের সময় বাঁচবে এবং রসদ পরিবহনের কাজে উন্নয়ন ঘটবে

ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

পুরুলিয়া এবং বাঁকুড়া জেলায় সিজিডি প্রকল্প

প্রাপ্ত সুবিধা

- ৫.৫ লাখ গৃহস্থ পরিবার পিএনজি সংযোগ পাবে
- সিএনজি স্টেশনের মাধ্যমে পরিবহন ক্ষেত্র পরিচ্ছন্ন জ্বালানী পাবে
- ১৫ লাখ কর্মদিবস সৃজনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে

করবেন

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
সম্মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

জুলাই ১৮, ২০২৫ বিকাল ৩টেয় নেহরু স্টেডিয়াম, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ

গৌরবময় উপস্থিতি

ড. সি ভি আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

শ্রী হরদীপ সিং পুরী
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রক

শ্রী শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, জাহাজ এবং জলপথ দপ্তর

ডঃ সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা এবং উত্তরপূর্বাঞ্চল উন্নয়ন দপ্তর

শ্রী শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

শ্রী জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো
সাংসদ

শ্রী অরূপ চক্রবর্তী
সাংসদ

ডঃ শর্মিলা সরকার
সাংসদ

শ্রী কল্যাণ ব্যানার্জী
সাংসদ

শ্রীমতী রচনা ব্যানার্জী
সাংসদ

শ্রীমতী মালা রায়
সাংসদ

শ্রী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাংসদ

শ্রী কীর্তি আজাদ
সাংসদ

শ্রী জগন্নাথ সরকার
সাংসদ

শ্রীমতী মহুয়া মৈত্র
সাংসদ

শ্রী শমীক ভট্টাচার্য
সাংসদ

DD NEWS ডিডি নিউজে সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখুন

সম্পাদকীয়

সর্ষের মধ্যেই ভূত! একাধিক আর্থিক অনিয়মে অভিযুক্ত এবার চিটফান্ডে প্রতারিতদের টাকা ফেরানোর কমিটি

এ বোধহয় কেবল এ রাজ্যেই সম্ভব। চিটফান্ডের মতো আর্থিক দুর্নীতিতে যাঁরা প্রতারিত হয়েছেন, তাঁদের ন্যায্য টাকা ফেরাতে কমিটি গড়েছিল আদালত।এবার তাদের বিরুদ্ধেই উঠল আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ। কমিটিকে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করল আদালত। তাই এবার রোজভ্যালির আমানতকারীদের টাকা ফেরাতে গঠিত বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটির কাজকর্ম নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি বসানোর ইঙ্গিত দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতে নির্দেশে সম্প্রতি রোজভ্যালি র ওই কমিটি তাদের কাজকর্ম, আর্থিক হিসাব সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট পেশ করে। সেখানেই উঠে গুরুতর অনিয়ম। তথ্য বলছে, গত ১০ বছরের আর্থিক হিসাবের কোনও অডিটই নাকি হয়নি। এরপরই কমিটিকে তীব্র ভর্ৎসনা করে আদালত। উঠে একাধিক প্রশ্ন। একই সঙ্গে আদালতের নজরে বিচারপতি দিলীপ শেঠ কমিটির অফিস বাবদ খরচ। দেখা যাচ্ছে, ২০১৫ সাল থেকে এত দিনে মাত্র ১০ লক্ষ টাকা অফিস চালাতে খরচ হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। কমিটির চেয়ারম্যানের বেতন দিয়েছে চকোলেট গ্রুপ নামে এক বেসরকারি সংস্থা। কমিটি এই সংস্থাকেই নাকি রোজভ্যালির হোটেল-সহ একাধিক সম্পত্তি ভাড়া দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য। কিন্তু কথা মত এই সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে বিক্রি করার কথা ছিল। সেই টাকা দিয়ে আমানতকারীদের পাওনা মেটানোর কথা। কিন্তু কোথায় কী? কি ভাবে এসব চলছে? এ নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। কমিটির আইনজীবীর বক্তব্য শুনে কার্যত হতবাক ও বিরক্ত বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ ও বিচারপতি অপূর্ব সিনহা রায়। বেঞ্চ প্রশ্ন তুলেছে, হাইকোর্টের কোন নির্দেশে ওই কমিটি চকোলেট গ্রুপকে এর মধ্যে ঢুকিয়েছে? যার কোনও অস্তিত্বই নেই। কমিটির কাজকর্ম নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি করতে হবে।বিচারপতির আরও প্রশ্ন, হাইকোর্ট নিযুক্ত বিচারপতির কমিটি কীভাবে আন অডিটেড রিপোর্ট আদালতে পেশ করতে পারে? কেন অডিট করা হয়নি দশ বছর? সবমিলিয়ে এটা স্পষ্ট, আমানতকারীদের টাকা ফেরানোর নামে আরও এক ঘুঘুর বাসা তৈরি হয়েছে। প্রতারিতরা এদের থেকে আর কী আশা করবেন?

শব্দবাণ-৩৩২

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. পরিত্যাগ, বর্জন ২. চিহ্নিত ৫. সাঁওতালদের কুঁড়েঘর ৮. হামাগুড়ি ৯. মাখামাখি, বিশ্রী।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বালক ৩. দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি ৪. মহামারী ৬. আল দিয়ে রোপিত ক্ষেত্র ৭. বাধা,প্রতিবন্ধক।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৩১

পাশাপাশি: ১. ছিন্নমস্তক ৪. টিয়া ৫. পেশগি ৭. সহজ ৯. খ্যাত ১১. লক্ষ্মণভোগ।

উপর-নীচ: ১. ছিপছিপে ২. মস্ত ৩. কটিবাস ৬. গিরিতল ৮. জনাতিগ ১০. বাণ।

জন্মদিন

আজকের দিন

কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়

১৮৬১ বিশিষ্ট চিকিৎসক কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মদিন।
১৯৮২ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার জন্মদিন।
১৯৯৮ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় ঈশান কিষানের জন্মদিন।

বিজেপির সঙ্গে বঙ্গবাসীর ঐক্যস্বর

এবারে চাই ডাবল ইঞ্জিন সরকার

প্রদীপ মারিক

আজ দুর্গাপুরে বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদীর ঐতিহাসিক সভা

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন যত কাছে আসছে ততই বঙ্গের আঞ্চলিক শাসক দলের চারফুটের নেতারা উন্মুক্ত উন্মাদ হয়ে উঠেছে। কসবা ল'কলেজের আঞ্চলিক শাসক দলের উন্মাদ'রা ছাত্রীদের ও ছাড়ছে না। এ কোন রাজ্যে আমরা বাস করছি ! বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন, বঙ্গবাসীরা চাইছেন মোদির নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। ইতিমধ্যেই তার প্রচার শুরু করে দিয়েছে বিজেপি। মে মাসের শেষে আলিপুরদুয়ারের সভা করেছিলেন মোদি। সেখান থেকে আক্রমণ শানিয়েছিলেন তৃণমূলকে। তাঁর ভাষণে উঠে এসেছিল মেদিনীপুর এবং মুর্শিদাবাদের অশান্তির কথা। এ বার তিনি ফের আসছেন বঙ্গ সফরে। আজ দুর্গাপুরে হবে সেই সভা। বঙ্গের শাসক তৃণমূল এর সঙ্গে বিজেপির মাতৃশক্তি ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে সম্মুখ সমরে আসার জন্য প্রস্তুত। শুধু তারা প্রস্তুত ই নয় তারা যে বঙ্গের বর্তমান শাসক দলকে পর্যুদস্ত করবে এটা একবারে নিশ্চিত। ভারতীয় জনতা পার্টির কাছে প্রত্যেকটা নির্বাচন গণতান্ত্রিক মর্যাদা দেওয়ার অধিকার। ভারতীয় জনতা পার্টি কোন নির্বাচনকেই সেমিফাইনাল কিংবা ফাইনাল ভাবে না। যে কোন পরিস্তিতিতে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার দিতে চায় মোদির নেতৃত্বে বিজেপি সরকার। জম্মু কাশ্মীর এবং হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, ছত্রিশগড় নির্বাচন দেখিয়ে দিল মোদি সরকার গনতন্ত্রের মর্যাদা দিতে জানে। এত গুলো রাজ্যে বিধানসভা ভোট হল, প্রায় চল্লিশ কোটি মানুষ ভোট দিলেন কিন্তু একটাও প্রাণহানি ঘটনা ঘটলো না। প্রত্যেক ভারতবাসী তো এটাই চান যেন কোন কারণে একটা মায়ের কোল ও না খালি হয়। সুষ্ঠ নির্বাচন করা নির্বাচন কমিশনের কাছে চ্যালেঞ্জ। মুখ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্যের নির্বাচন আধিকারিক দের নিশ্চই নির্দেশ দেবেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করে ভোট শান্তিতে করার জন্য। রাজনীতি বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে সব দল তাদের শক্তি পরখ করতে চাইবে। বঙ্গের শাসক দল চাপে আছে কারণ ভোটে তারা কারচুপি করতে পারবে না। এমনিতেই ইডি, সিবিআই কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে বঙ্গের শাসক দলের একটার পর একটা দুর্নীতি সামনে নিয়ে আনছে। ২০২৬ নির্বাচন তাই বিজেপির কাছে আবার বঙ্গ রাজনীতিতে ফিরে আসার লড়াই। ২০২৬ হয়ে উঠুক ভারতীয় জনতা পার্টির মাতৃশক্তির জয়গানের নির্বাচন। নরেন্দ্র মোদি মনে করেন ভারতের বিকাশের জন্য চাই নারীশক্তির বিকাশ। মহিলাদের সম্মান এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু করেছেন। সন্ত্রাসবাদ, কেবল ব্যাধি নয় এটা মানবতার শত্রু। এই মানবতার শত্রুকে উৎপাটিত করতে গেলে সমগ্র বিশ্বকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভাবতে হবে। মোদির নেতৃত্বে 'অপারেশন সিঁদুর' তার জ্বলন্ত নিদর্শন। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যের পরে এই বঙ্গে এলেন বিশ্বনেতা নরেন্দ্র মোদি। দেশ যখন আজ বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, তখন বাংলার অংশীদারিত্ব প্রত্যাশিত ও অপরিহার্য যে কতটা গুরুত্বপূর্ন হয়ে উঠেছে সেটাই বুঝেছেন নরেন্দ্র মোদি। এই লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার এখানে অবিরাম পরিকাঠামো, উদ্ভাবন ও বিনিয়োগে নতুন গতি সঞ্চার করছে। বাংলার উন্নয়ন ভারতের ভবিষ্যতের ভিত্তিপ্রস্তর। মোদি আলিপুরদুয়ারে গ্যাস প্রকল্প উদ্বোধন করে বলেন, 'আজ দেশের সেই ভিতে আরও একটি মজবুত ইঁট যুক্ত হল, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে সিটি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশান প্রকল্পের শুভ সূচনা হল, এই প্রকল্পের সাহায্যে ২.৫ লক্ষেরও বেশি বাড়িতে স্বচ্ছ, নিরাপদ ও সস্তায় পাইপলাইন মারফৎ গ্যাস সরবরাহ হবে। এর ফলে, কেবলমাত্র রান্নাঘরের জন্য সিলিন্ডার কেনার চিন্তা দূর হবে তাই নয়, পরিবারগুলিতে সুরক্ষিত গ্যাস সরবরাহও করা হবে। আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে বাংলার তৃণমূল সরকারকে বিঁধেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেছেন, 'মুর্শিদাবাদ, মালদায় যা হয়েছে, তা এই সরকারের নির্মমতার উদাহরণ।' অন্যদিকে, বঙ্গ বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আরও একধাপ এগিয়ে বলেছিলেন, 'বাংলার বিজেপি কর্মীরা অপারেশন পশ্চিমবঙ্গ করে তৃণমূলকে উৎখাত করবে। ২৬-এর নির্বাচনে বাংলার মসনদ দখল। মুর্শিদাবাদ, মালদায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘটনা, নিয়োগ দুর্নীতি এবং নারী নিরাপত্তার অভাবের অভিযোগ তুলে, সেই অস্ত্রেই শান দিতে চাইছে বিজেপি। আলিপুরদুয়ারের সভা থেকে বিজেপি কর্মী, সমর্থকদের সেই পথই দেখিয়ে গেলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বক্তব্যের মাঝেই মোদি উল্লেখ করেন, রাজ্যের মানুষের 'আস্থা নেই' বর্তমান সরকারের উপর। এর জন্য মোট পাঁচটি কারণ রয়েছে। এক, দুই করে গুনে গুনে বলতে থাকেন নরেন্দ্র মোদি। যা রাজ্যের আঞ্চলিক শাসক দলের কাছে শক্তি সেলের মত বিদ্ধ হতে থাকে। 'বাংলার চিৎকার, চাই না এই নির্মম সরকার' এই স্লোগান বেঁধে দিয়ে মোদি বলেন, 'মানুষের অনাস্থা তৈরি হয়েছে সরকারের উপর কারণ, এক, বাংলায় সীমাহীন দুর্নীতি, দুই, মা-বোনদের নিরাপত্তা নেই, তিন, যুব সম্প্রদায় অসহায়, তাঁদের জন্য কোনও কর্মসংস্থান নেই। চার, বাংলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। পাঁচ, বাংলায় একটি স্বার্থপর রাজনৈতিক দল রয়েছে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মোদি বললেন, 'কেন্দ্রের অনেক বড় বড় প্রকল্প এ রাজ্যে কার্যকর করা হয় না। আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প এখানে চালু হতে দেওয়া হয়নি। এখানকার লোকেরা বাইরে গেলে ওই প্রকল্পের সুবিধা পান না। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার আওতায় পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ বাড়ি পেতে পারতেন। কিন্তু এখানে তা হতে দেওয়া হল না। তৃণমূল নেতাদের দুর্নীতির জন্য এখানকার বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এঁরা নিজেদের ভুল মানতেই চাইছেন না। উল্টে আদালতকে আক্রমণ করে তৃণমূল সরকার অভিযুক্তদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে, বিজেপি এটা হতে দেবে না।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জনসভায় বলেন, 'আগামী নির্বাচনে তৃণমূল সরকারকে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে চাই বিজেপির সরকার। নরেন্দ্র মোদীর সরকার। আজ দেশের জন্য বাংলাকে বাঁচাতে হবে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর ভাইপোর সরকারকে উপড়ে ফেলতে হবে। এটাই এই সভার সংকল্প হওয়া উচিত। এই বাংলার তিন জনকে পহেলগাঁওয়ে খুন করা হয়েছে ধর্ম দেখে। নরেন্দ্র মোদি তার বদলা নিয়েছেন।' মোদির নেতৃত্বই দেশের গৌরব এবং সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাব্বিশে এই বঙ্গে বঙ্গবাসীদের জন্য প্রয়োজন ডাবল ইঞ্জিন সরকার। তাহলেই আগামী পাঁচ বছর প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়ন এবং বৈশ্বিক মঞ্চে একটি গতিশীল ও প্রগতিশীল পশ্চিমবঙ্গ হিসেবে রাজ্যের নাম খুবই গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে উঠবে। বিশ্ব দরবারে ভারতবাসীর নাম রাখলেন মোদি। ব্রিকস সম্মেলনে দাঁড়িয়ে মোদি বলেছেন ভারতবাসীর উন্নয়নের জন্য তার সরকার কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জিডিপি বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ভারতের নাগরিকদের উপকার করে এমন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখা হয়েছে। ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে অনুষ্ঠিত ১৭তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রাবোও সুবিয়ান্তোকে ব্রিকস গ্রুপিংয়ে পূর্ণ সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানান। মোদি বলেছেন, ভারত ব্রিকস সভাপতিত্বের অধীনে, ভারতই ব্রিকসকে নতুন আকারে সংজ্ঞায়িত করবে। ব্রিকসের অর্থ হবে 'স্থিতিস্থাপকতা এবং সহযোগিতা ও টেকসইতার জন্য উদ্ভাবন'। রিও ঘোষণার কেন্দ্রবিন্দুতে একটি স্পষ্ট এবং ধারাবাহিক বার্তা রয়েছে যা সমসাময়িক বহুমেরুত্ব প্রতিফলিত করার জন্য যুদ্ধোত্তর বিশ্ব শাসনব্যবস্থার স্থাপত্য সংস্কার করতে হবে। ব্রিকস নেতারা উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্ব এবং প্রকৃত কণ্ঠস্বর নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘ থেকে ব্রেটন উডস যমজ (আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংক) পর্যন্ত - আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনর্গঠনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। জলবায়ু কর্মসূচি গঠনে দেশটির ক্রমবর্ধমান কূটনৈতিক মূলধনকে প্রতিফলিত করে। কার্বন অ্যাকাউন্টিং নীতিমালা এবং জলবায়ু গবেষণা প্ল্যাটফর্মের ব্রিকস অনুমোদন বাকপটুতার বাইরেও একটি পরিপক্ক জলবায়ুশাসন উচ্চাকাঙ্ক্ষার ইঙ্গিত দেয়। ভারত সব সময় আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো খনিজ সমৃদ্ধ অংশীদারদের সাথে দীর্ঘমেয়াদী দ্বিপাক্ষিক চুক্তি নিশ্চিত করে অনুসন্ধান, উত্তোলন এবং প্রক্রিয়াকরণের জন্য স্থানীয় ক্ষমতা বিকাশ করতে চায়। অভ্যন্তরীণ ফ্রন্টে, এর অর্থ হল ঐতিহাসিকভাবে বিরল মৃত্তিকা খনির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে থাকা নিয়ন্ত্রক বাধাগুলি উন্মোচন করা। প্রধানমন্ত্রী মোদি আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিলের সাথে সম্পর্ক গভীর করার সাথে সাথে, ভারত তার বিরল খনিজ ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে - শিল্প নীতির সাথে খনিজ কূটনীতির সমন্বয়, এবং চীনের উপর তার কৌশলগত নির্ভরতা কমাতে সেমিকন্ডাক্টর প্লেবুক থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেই ভারত এগিয়ে চলবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ব্যবস্থায়, জাতীয় শক্তি ক্রমবর্ধমানভাবে ভবিষ্যতের প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের অ্যাক্সেসের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে - ব্যাটারির জন্য লিথিয়াম, বৈদ্যুতিক মোটর এবং নির্দেশিত ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য বিরল পৃথিবীর উপাদান, পুনর্নবীকরণযোগ্য গ্রিড এবং স্মার্ট ডিভাইসের জন্য কোবাল্ট এবং গ্রাফাইট। কেবল খনিজ পদার্থ নয় এগুলো ভূ-রাজনৈতিক শক্তি। মোদির জন্যই বিশ্ব দরবারে ভারত তৃতীয় অর্থনৈতিক দেশ। বাংলায় আজ চাই বিশ্বনেতা মোদির নেতৃত্বে ডাবল ইঞ্জিন সরকার। আগামী ১৮ জুলাই দুর্গাপুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভায় আমন্ত্রণ পেলেন একসময়ের দাপুটে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। দুর্গাপুরের সভাতে দিলীপের থাকার আভাস আগেই দিয়েছিলেন রাজ্য বিজেপির নয়া সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বঙ্গের আঞ্চলিক দলের সরকার আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প বঙ্গবাসীদের কাছে পৌঁছে দিতে চাইছে না। বঙ্গের শাসক দল একটার পর একটা স্বৈরাচারী শাসন করে চলছে যুক্তরাষ্ট্রীয় রীতি না মেনে। আজ বঙ্গে নারী সুরাক্ষা বিঘ্নিত। শাসক দলের নেতারা কলেজের ছাত্রীর প্রতি অন্যায় অত্যাচার করছে। রাজ্যের প্রধান বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে অর্জুন সিং, অগ্নিমিত্রা পল, মহুয়া উপাধ্যায় পাল, রেখা পত্ররা একজোট হয়ে ২০২৬ এ এই বঙ্গে পরিবর্তন চাইছেন। ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন রাজ্য সরকারের মদতে যারা কলেজ, হাসপাতাল এবং থানাকে পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলেছে সেই সব বিষ দাঁত কে উপরে ফেলতে হবে। তার প্রশ্ন পুলিশ প্রশাসকরা মাথায় অশোক স্তম্ভের মুকুট পরে কেন রাজ্যের শাসক দলের হয়ে কাজ করছেন ? ভারতীয় সংবিধানের এত বড় অপমান তারা করতে পারছেন! তিন দশক ধরে বিতর্কের পর, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে ভারতীয় সংসদ অবশেষে একটি বিল পাস করে যা লোকসভা (জাতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ) এবং রাজ্য আইনসভায় মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসনের নিশ্চয়তা দেয়। এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, শুধু এই কারণে নয় যে বিলটি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে নারীদের বৃহত্তর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের পথ প্রশস্ত করেছে, বরং এটি ব্যাপকভাবে নারীর ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতি ধারণ করে। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচন থেকেই বঙ্গ বিজেপি মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ দিতে শুরু করুক । কারণ বঙ্গে মহিলাদের ওপর এই অত্যাচারের কথা সমস্ত বঙ্গ নারীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারে একমাত্র বঙ্গ বিজেপির মাতৃ শক্তিরাই। বিজেপির বর্তমান সদস্য অভিযান সেই প্রমান দিচ্ছে। আজ বঙ্গের মাতৃশক্তি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। মোদির নেতৃত্বে বঙ্গে চাই ডাবল ইঞ্জিন সরকার।

একদিন আমার বাংলা

রেলের উচ্ছেদ নোটিস ঘিরে আতঙ্ক কদম্বগাছি রেল কলোনিতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: একসময় রেলের থেকেই পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল। তৎকালীন বাম সরকারের থেকে কলোনি হিসেবে স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছিল। এবার সেখানেই উচ্ছেদের নোটিস দেওয়া হল রেলের তরফে। রেলের এহেন আচরণে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন কদম্বগাছি রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকার কয়েক হাজার বাসিন্দারা। এবার বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন সংযোজন রেলকে দিয়ে বাঙালি উচ্ছেদের মতো ঘৃণ্যতম রাজনৈতিক কৌশল। রেলের এহেন ঘৃণ্য আচরণে নিন্দার ঝড় উঠে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের কদম্বগাছি এলাকার হেমন্ত বসু নগর-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় দু'হাজার মানুষের বসবাস। আর সেখানেই উচ্ছেদের নোটিসে আতঙ্কে স্থানীয় বাসিন্দারা। রাজ্য সরকারের অনুমতিতে 'কলোনি' হিসেবে স্বীকৃত এই হেমন্ত বসু কলোনি এক ও দুই। স্থানীয় মানুষদের বক্তব্য, ১৯৮৭ সালে বারাসাত রেলের কার্ডসেড হওয়ার কারণে তাঁদেরকে রেলের থেকেই পুনর্বাসন দিয়ে সেখানে বসবাসের অনুমতি দিয়েছিল রেল কর্তৃপক্ষ। আর সেই পুনর্বাসনের জায়গায় উচ্ছেদের নোটিস ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। স্থানীয় মানুষদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে তারা এখানে বসবাস করে আসছে। এখান থেকে উচ্ছেদ করলে তাঁরা কোথায় যাবে সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত রেল কর্তৃপক্ষ কোনও রকম আলোচনাই করেনি। সেখানে দাঁড়িয়েও ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের। বারাসাত এক নম্বর ব্লকের বিডিও রাজীব দত্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, তাঁরা পুরো বিষয়টা ঘুরে দেখ ছেন এবং যথা জায়গায় তাঁদের এই রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন বৈঠক না হলেও রেলের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে কথা হয়েছে বলে জানান তিনি। যদিও এই উচ্ছেদ নোটিসকে 'রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডা' হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল। তাঁদের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে রাজ্য সরকারকে চাপে রেখে এই মানুষগুলোকে উচ্ছেদ করা। যদি এই নোটিস প্রত্যাহার না করা হয় আগামীদিনে আন্দোলনের পথে হাঁটবেন এলাকার বাসিন্দারা ও শাসক দল বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। যদিও এই উচ্ছেদের নোটিসের পিছনে শাসকদলকেই দায়ী করছেন সিপিএম নেতৃত্ব। তাঁদের বক্তব্য, 'সঠিক তথ্য রেলের কাছে পৌঁছতে পারেনি রাজ্যের শাসক দল। তাদের কারণেই আজকে এই উচ্ছেদের নোটিস পেতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। রাজ্য সরকারের অনুমোদিত কলোনি তার তথ্য প্রমাণ নিয়ে ইতিমধ্যেই রেল দপ্তর থেকে শুরু করে বিভিন্ন দপ্তরে তার নথিপত্র জমা দিয়েছে বাম নেতৃত্ব।' বিজেপি নেতৃত্বে দাবি, 'এটি কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নয়, রেলের জায়গা কেউ যদি বেআইনিভাবে দখল করে থাকলে, সে বিষয়ে রেল বুঝবে। তাঁদেরকে ক্ষতিপূরণও দেওয়া হতে পারে রেলের পক্ষ থেকে। হাসনাবাদ শাখায় রেলের কাজ হওয়ার কারণে রেলের জায়গার প্রয়োজন ফলে সে ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এই নোটিস দিতে পারে।'

বনমহোৎসব উপলক্ষে ১ লক্ষ গাছের চারা বিলি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ও জেলা বনদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বুধবার দুপুরে বনমহোৎসব ২০২৫ উৎসব পালিত হল। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এদিন এক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী, সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আবদুল্লা, কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজি, জাহানারা বিবি, অজিত সাহা, বারাসাতের মহকুমাশাসক সোমা দাস, ডিএফও অভিজিৎ কর, এডিএফও আশিস মণ্ডল-সহ বন

দপ্তরের বিভিন্ন আধিকারিকেরা। নারায়ণ গোস্বামী গাছের গুরুত্ব ব্যাক্ষা করে বলেন, 'রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বনাঞ্চল বাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছেন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রচুর পরিমানে বৃক্ষরোপণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই লক্ষ্যেই বিনামূল্যে মানুষের মধ্যে গাছ বিতরণ করা হচ্ছে। বন দপ্তরের কাছে আবেদন করলে গাছ পাওয়া যাবে।' বন ও ভূমির কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আবদুল্লা জানান, 'জেলা জুড়ে বৃক্ষরোপণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সুন্দরবন এলাকায় সাধারণ গাছের সঙ্গে ম্যানগ্রোভ গাছ লাগানো হচ্ছে।' ডিএফও অভিজিৎ কর জানান, 'এবছর বনমহোৎসব উপলক্ষ্যে ১ লক্ষ ২০ হাজার গাছ বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে গ্রামাঞ্চলে। প্রত্যেক ব্যক্তি ৫টি করে ও শহরাঞ্চলের প্রত্যেকে ২টি করে গাছের চারা দেওয়া হবে। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব বা সংগঠনকে ১০০ করে ও কেন্দ্রীয় সরকারের সংগঠনকে ৫০০ করে গাছের চারা দেওয়া হবে।'

ফের মতুয়াদের নাগরিকত্বের জন্য আবেদনের আহ্বান শান্তনু ঠাকুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আবারও সিএ-এর জন্য আবেদন কারার সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। বিজেপি শাসিত রাজ্যের বাঙালিদের হেনস্থা করা হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন মন্তব্য নিয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'উনি নিজের রাজ্যে কী করছেন মতুয়া হিন্দু রাজবংশীদের সঙ্গে? এদের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড কেন কাটছেন তার উত্তর আগে দিন। রাজবংশী মতুয়াদের ভোট বিজেপির ঝুলিতে পরে বলে তাঁদের ভোট কাটছে তৃণমূল। অথচ বাংলাদেশের সংখ্যাগুরুদের, রোহিঙ্গাদের ভোট কাটা হচ্ছে না কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার উত্তর আগে দিক। বাইরের রাজ্যে মাঝে মাঝে দুই একটা যা সমস্যা হচ্ছে তার সমাধান করে দেওয়া হচ্ছে।' হিন্দুদের নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি, এই প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'আমরা হিন্দু কি বা কোন ধর্মের মানুষ সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রমাণ করে দিতে হবে না। অধুনা বাংলাদেশে হিন্দু ধর্ম বাঁচিয়ে রেখেছেন মতুয়ারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজেপির ভোট কমানোর ধান্দা? এই ধান্দায় কাজ হবে না। আমরাও এটা নিয়ে নামছি।' শ্রমিক ভট্টাচার্য বলেছেন, হিন্দুদের সি-তে আবেদন করতে হবে না। এই প্রসঙ্গে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'কে কি বলছে আমি কোনও টিপ্পনী করব না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সিএ-এর জন্য আবেদন করতে বলেছেন। আমি সেটাই বলব।' বৃহস্পতিবার বনগাঁ ঐক্য সম্মেলন ক্লাবের খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। অনুষ্ঠানের পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু ঠাকুর এই দাবি করেছেন।

পাণ্ডবেশ্বরে সুফল বাংলা স্টলের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পাণ্ডবেশ্বর ব্লকে সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে উদ্বোধন করা হল 'সুফল বাংলা স্টল'। এবার বাড়িতে বাড়িতে কাঁচা শাকসবজি ন্যায্য মূল্যে পৌঁছে যাবে এই গাড়ির মাধ্যমে। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার কৃষি সমবায় সমিতি দ্বারা এই গাড়িটি পরিচালিত হবে। সরকারি মূল্যে বিভিন্ন স্কুল এবং সাধারণ মানুষের বাড়িতে নিত্য প্রয়োজনীয় শাকসবজি পৌঁছে যাবে এবার হাতের মুঠোয়। বৃহস্পতিবার গাড়িটির উদ্বোধন করে পাণ্ডবেশ্বর বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন,

' আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কোনও ঠাণ্ডা ঘরে বসে কথা বলেন না, প্রান্তিক মানুষের কথা চিন্তা করেন। তাই এবার পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের প্রতিটি বাড়িতে সরকারি ন্যায্য মূল্যে শাকসবজি পৌঁছে যাবে।'

বৃদ্ধাশ্রমে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: রাজনৈতিক গণ্ডি ছাড়িয়ে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার বিধায়ক তথা পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উদ্যোগে বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের জন্য শুরু করলেন বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা। রানিগঞ্জ বিধানসভার খান্দরায় অবস্থিত উর্বতন ওয়েলফেয়ার স্যোসাইটি নামক বৃদ্ধাশ্রমে বিধায়কের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হল এই পরিষেবা। চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যে থাকছে হৃদয় রোগ, চক্ষু রোগের চিকিৎসা। এছাড়াও ইসিজি, রক্ত পরীক্ষা পরিষেবাগুলি ওই বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকরা বিনামূল্যে পাবেন।

এ প্রসঙ্গে বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'আমি পিতৃমাতৃ হারা। আমার কাছে সকল বাবা-মা সমান, তাই এই মা-বাবাদের প্রতি আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। কোন রাজনীতি নয় সম্পূর্ণ, মানবিক ইচ্ছা শক্তি থেকে আমার এই কাজ।'

আমতা-২ ব্লকে স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: ডিভিসির ছাড়া জলে প্লাবিত হয় হাওড়ার উদয়নারায়ণপুর ও আমতা দুই ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা। হাওড়া জেলার দামোদর উপত্যকার এই দুই ব্লকের মানুষ বর্ষা এলেই প্রহর গোনা শুরু করেন বন্যার। ডিভিসির ছাড়া জলে এই দুই ব্লকের কৃষি খেত ফি-বছরও প্লাবিত হয়। উল্লেখ্য, ডিভিসির ছাড়া জলের ফলে আমতা দুই ব্লকের ঝিকিরা, অমরাগোড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দু'টি মুণ্ডেশ্বরী নদীর জলে প্লাবিত হয়। এছাড়া দামোদর নদের জলে উদয়নারায়ণপুর ব্লক প্রথমে প্লাবিত হয়। পরে কানুপাট, মনসুখা, বালি, থলিয়া পয়েন্ট থেকে জল গড়িয়ে আমতা দুই নং ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় ঢোকে। আমতা দুই ব্লকের ভূমির প্রকৃতি সরার মতো। তাই এই ব্লকে জল ঢুকলে বের হতে তিন মাস সময় লাগে বলে জানা গিয়েছে। আব এবার সেই ইস্যুকেই সামনে রেখে বিধানসভা নির্বাচনের আগে এখানে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করতে চায় কংগ্রেস। এই আন্দোলনের কনভেনর হয়েছেন কংগ্রেস নেতা রমিজুল হক। তিনি জানান, 'দামোদর নদের পাড় স্থায়ীভাবে উঁচু করে বাঁধানোর দাবি, পলি ড্রেজিং-সহ আমতা দুই ব্লকের স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের দাবি জানানো হবে। পাশাপাশি পোস্টারিং করে বিষয়টি মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে।পরে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।'

SBI

আরএসিপিসি বিধাননগর (১৫৩৪২)
আঞ্চলিক কার্যালয় ভবন (৪র্থ ফ্লোর),
১/১৬, ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা- ৭০০ ০৫৪

পাবলিক নোটিশ

শ্রী মিলন রায়ের নামে ২০০৬ সালের ৬৯৪১ নং মূল দলিল হারানোর বিষয়ে নিম্নস্বাক্ষরকারী আপনাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন যে, **২০০৮ সালের ৬৯৪১ নং উল্লিখিত দলিল, শ্রী মিলন রায়,** ঠিকানা- অনুপম হাউজিং এস্টেট, ৫, ইটালগাছা রোড, বিএল-সি, ফ্ল্যাট-এ, ২য় ফ্লোর, এল.পি. ১১৮/১১, কলকাতা - ৭০০ ০২৮-এর নামে যথাযথভাবে সম্পাদিত এবং এআরএ-১ কলকাতা-তে নিবন্ধিত হয়েছিল, যা ২০১৬ সালের ২৯শে আগস্ট থেকে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি দক্ষিণ কলকাতা-এর হেফাজত থেকে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
উক্ত দলিলের হারানো/ভুল স্থানে রাখা মানিকতলা থানায় **জি.ডি.ই নং ৩১৩৫, তারিখ ৩০.০৮.২০১৬** হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। যদি কারো এই সম্পত্তি/দলিলের উপর কোনো দাবি, অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকে, তবে এই তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের কাছে দাবি জানাতে হবে, অন্যথায় এমন কোনো দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না।

তারিখ : ১৮.০৭.২০২৫, স্থান: কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই আরএসিপিসি বিধাননগর**

BORGRAM BILSARA SKUS LTD.
(Regd.No.72 HG Dated 15-02-1961)
Vill-Bilsara, P.O.- Bilsara, P.S.- Pandua, DIST: Hooghly, WB.

Date: 18th July, 2025

NOTICE for Draft Voter List

It is notified to all the members of Borgram Bilsara skus ltd People's. that, in accordance with the Provisions of the WBCS Act 2006, WBCS Rules 2011(With up-to-date amendments made there under) and in terms of The West Bengal Co-operative Election Commission Regulation 2012 vide Notification No 15/ CEC dated 13th April 2012, for the forth coming election of Delegates of the above said society a Draft Voter List will be published as on 18st July, 2025. For the preparation of Final Voter List of the society the following schedule is presented there under:

S.N.	Particulars	Date	Time	Place
1.	Publication of the Draft List of voters who can caste the vote	18-07-2025	11am.	On the Notice Board of the Registered Office of the society
2	Submission of Objection/ Correction/Complaints, if any, in writing addressed to the A.R.O. regarding the Draft Voter List	Up to 06-08-2025 excluding Govt Holidays	11 am. to 12 pm.	At the Registered Office of the society
3.	Date of hearing regarding objection/correction/complaints (if any) against Draft List of voters.	08-08-2025	12 Noon	At the Registered Office of the society
4.	Publication of Final List of voters eligible to cast votes	08-08-2025	After completion of hearing	On the Notice Board of the Registered Office of the society

Sd/- PRABIR PANDEY
Assistant Returning Officer, Borgram Bilsara SKUS Ltd.

ডাব্লিউপিআইএল লিমিটেড
CIN L36900WB1952PLC020274
নিবন্ধিত কার্যালয়: ট্রিনিটি প্লাজা, ৩য় তলা,
৮৪/১এ, তোপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা - ৭০০ ০৪৬

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ২৩ মে, ২০২৫ তারিখের নোটিশে বর্ণিত কোম্পানির সদস্যদের একাত্তরতম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আহ্বান সংক্রান্ত বিষয়গুলি ইলেকট্রনিক ভোটিংয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। উক্ত নোটিশ ২০২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ ১৫ জুলাই, মঙ্গলবার, ২০২৫ তারিখে প্রেরণ সম্পন্ন হয়েছে। ই-ভোটিং সময়কাল মঙ্গলবার, ৫ আগস্ট, ২০২৫ সকাল ৯.০০টা থেকে শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট, ২০২৫ বিকাল ৫.০০টায় শেষ হবে। এরপর ভোট দেওয়ার জন্য এনএসডিএল দ্বারা ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। ১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে কাট-অফ তারিখ অনুযায়ী শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন, অথবা বিকল্পভাবে এজিএম চলাকালীন ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন। সদস্যরা এজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড **evoting@nsdl.co.in** থেকে অথবা আরটিএ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। একজন সদস্য রিমোট ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে তার ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার পরেও ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে মিটিংয়ে পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না। উপরোক্ত নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **https://www.wpil.co.in/investor-services.php**, বিএসই লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট http://www.bseindia.cm এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com -এ উপলব্ধ আছে। ই-ভোটিং সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০ নম্বরে এনএসডিএল-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা পল্লবী মাহত্রে, সিনিয়র ম্যানেজারকে **evoting@nsdl.co.in** -এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

ডাব্লিউপিআইএল লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
ইউ. চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
১৭ জুলাই, ২০২৫

ফর্ম আই.এন.সি.-২৬
[কোম্পানিস (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর ৩০(৫)(ক) বিধি অনুযায়ী]
রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর বিধান অনুযায়ী অন্তর্ভুক্ত এবং যার রেজিস্টার্ড অফিস মার্টিন বার্ন বিল্ডিং রুম নং ৫৩, ১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০৭, পশ্চিমবঙ্গ -তে অবস্থিত, সেই **মেসার্স অ্যালাইন ইনফো সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদ,** শেয়ারহোল্ডারদের বিশেষ প্রস্তাবের মাধ্যমে অনুমোদন এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের রিজিওনাল ডিরেক্টরের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে, **কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে উত্তর প্রদেশ রাজ্যে স্থানান্তরের** সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ -এর সেকশন ১৩(৪) -এর সাথে কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪ এর রুল ৩০ অনুসারে, প্রস্তাবিত স্থানান্তরের দ্বারা যার স্বার্থ প্রভাবিত হতে পারে এমন যেকোনো ব্যক্তিকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, তারা তাদের আপত্তিগুলি লিখিতভাবে, তাদের পরিচয় ও ঠিকানার প্রমাণপত্র (যদি থাকে) এবং কারণ সহ, **রিজিওনাল ডিরেক্টর, কলকাতা,** কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক, **নিজাম প্যালেস, ২য় এম.এস.ও. বিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ২৩৪/৪, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০** -তে পাঠাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ থেকে **১৪ দিনের মধ্যে** সেইসঙ্গে উপরে উল্লিখিত কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়েও একটি অনুলিপি পাঠাতে হবে।

উক্ত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রাপ্ত কোনো আপত্তি বিবেচনা করা হবে না।

অ্যালাইন ইনফো সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড -এর
পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে ও জন্যে
সমীর গর্গ (ডিরেক্টর)

তারিখ: ১৮ জুলাই, ২০২৫ **DIN: 00787251**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

রনবাগপুর দুলালবাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজিঃ নং- ২৩ এইচ.জি. তারিখ- ২৬.০৪.১৯৬২
গ্রাম-ঘরগোহাল, পোষ্ট-ঘরগোহাল, ব্লক-পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী

খসড়া ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম নিবন্ধক ও সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচক বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার, হুগলী রেঞ্জ এর আদেশ নং-৮৫৬, তারিখ- ২৯.০৭.২০২৪ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে আমি কৃষ্ণদাস ঘোষ, সমবায় পরিদর্শক এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসার, রনবাগপুর দুলালবাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ- এর সমস্ত সদস্য/ সদস্যাগনকে জানাচ্ছি যে, উক্ত সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলী নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা সমিতির অফিস সহ স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসগুলিতে ১৮.০৭.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হল। সমিতির সকল সদস্যদের উক্ত ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন, বিয়োজন, সংশোধন (যদি থাকে) এর জন্য সমিতির অফিসে লিখিত অনুরোধ করা হচ্ছে ১৮.০৭.২০২৫ থেকে ২৮.০৭.২০২৫ তারিখের মধ্যে যেকোন কাজের দিন বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৩টার মধ্যে। উক্ত আবেদন সমূহের শুনানি হবে আগামী ২৯.০৭.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৩টা পর্যন্ত সমিতির অফিসগৃহে। ব্যক্তিগতভাবে ঐদিন অভিযোগকারীকে উপস্থিত থাকতে বলা হচ্ছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ০১.০৮.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টায়।

সহকারী রিটার্নিং অফিসার
রনবাগপুর দুলালবাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
Indian Bank
জোনাল অফিস কলকাতা সেন্ট্রাল
নং ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ২য় এবং ৩য় ফ্লোর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৬(২) ও ৮(৬) -এর বন্দোবস্তের অধীন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদার(গণ)কে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে নিচে বর্ণিত বন্ধকীকৃত/ চার্জকৃত স্থাবর সম্পত্তি যার প্রতিকী /বাস্তবিক দখল নিয়েছেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, যা বিক্রি হবে "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", এবং "সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে", আগামী **১৮.০৮.২০২৫** তারিখে **সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা** নিম্নে বর্ণিত প্রতিটি অ্যাকাউন্ট এর সাপেক্ষে উল্লিখিত বকেয়া অর্থ পুনরুদ্ধারের জন্য, যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর পাওনা আছে ।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঋণগ্রহীতার নাম অ্যাকাউন্ট নং এবং শাখা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমান
১. **মেসার্স পাল টেক্সটাইল (স্বত্বাধিকারী- শ্রীমতি ব্রততী পাল, স্বামী- শ্রী কুন্তল পাল),** ঠিকানা- ৬৪, শিবপদ পল্লী, বেলঘোরিয়া, ওয়ার্ড নং ১১, কলকাতা - ৭০০০৫৭ ২. **মেসার্স পাল টেক্সটাইল (স্বত্বাধিকারী - শ্রীমতি ব্রততী পাল, স্বামী শ্রী কুন্তল পাল),** ঠিকানা- গ্রাউন্ড ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ৫, মহাজাতি নগর, ওয়ার্ড নং ০৯, কলকাতা - ৭০০১০৯ ৩. **শ্রীমতি ব্রততী পাল (স্বত্বাধিকারী- মেসার্স পাল টেক্সটাইল),** ঠিকানা- ৬৪, শিবপদ পল্লী, বেলঘোরিয়া, ওয়ার্ড নং ১১, কলকাতা - ৭০০০৫৭ **এছাড়াও:** গ্রাউন্ড ফ্লোর, প্রেমিসেস নং ৫, মহাজাতি নগর, ওয়ার্ড নং ০৯, কলকাতা - ৭০০১০৯ **অ্যাকাউন্ট নং :** ৫০৪২৭৪০০৭৫২ **শাখা:** পাইকপাড়া	**বন্ধককৃত পরিসম্পদ - সম্পত্তির বিশদ/ বিবরণ** **সম্পত্তি নং ০১:** মৌজা আড়িয়াদহ-কামারহাটি, জে.এল. নং ১, আর.এস. নং ১২, উত্তর ২৪ পরগনার কালেক্টরের তৌজি নং ১৭৩ এর অন্তর্গত সাবেক খতিয়ান নং ১১৯৫, আর.এস. খতিয়ান নং ৩০২৮, আর.এস. দাগ নং ৩৩৭৪ এ অবস্থিত ১৮৯০ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমি, যার উপর তিনতলা পাকা বাড়ি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এবং যা ওয়ার্ড নং ১১, হোল্ডিং নং ১০৪৯, শিবপদপল্লীর প্রেমিসেস নং ৬৪ এর অধীন, থানা - বেলঘড়িয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি: উত্তর-** শ্রীমতি স্বপ্না দাসের বাড়ি, **দক্ষিণ-** শ্রী শ্যামল দত্তের বাড়ি, **পূর্ব-** কোয়ার্টার্স রোড, **পশ্চিম-** ১২ ফুট চওড়া পৌর রাস্তা ।	ক) বাস্তবিক খ) অজানা গ) ৫৫,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) ৫,৫০,০০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB50427400752A ছ) ৯৮,৪৯,৪৫৯.৮৬ টাকা তদুপরি ১২-০৬-২০২৫ থেকে কার্য্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ
	বন্ধককৃত পরিসম্পদ-সম্পত্তির বিশদ/ বিবরণ আবাসিক বাণিজ্যিক গুদাম, গ্রাউন্ডফ্লোরে অবস্থিত, যার আচ্ছাদিত এলাকা ৩২০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪০০ বর্গফুট, যা ওয়ার্ড নং ৯, হোল্ডিং নং ৩৪, প্রেমিসেস নং ৫, মহাজাতি নগর-এ অবস্থিত। এটি এ.ডি.এস.আর.ও সোদপুর-এর আওতাধীন, থানা - খড়দহ, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি: উত্তর-** পি. বিশ্বাস-এর সম্পত্তি, **দক্ষিণ-** করুণা দে -এর সম্পত্তি, **পূর্ব-** ১২ ফুট চওড়া রাস্তা, **পশ্চিম-** এস. চট্টোপাধ্যায় -এর সম্পত্তি।	ক) বাস্তবিক খ) অজানা গ) ১১,১৪,০০০.০০ টাকা ঘ)১,১১,৪০০.০০ টাকা ঙ) ১০,০০০/- টাকা চ) IDIB50427400752B ছ) ২,৩৯,৯৩,৫৭৭.০০ টাকা তদুপরি ১২-০৬-২০২৫ থেকে কার্য্যকর সুদ, খরচ এবং চার্জ

পরিদর্শনের তারিখ: ১৮.০৭.০২৫ থেকে ১৭.০৮.২০২৫; সময়: সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০ টা।
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ: ১৮.০৮.২০২৫, সময়: সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা।
ই-অকশনপরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর ওয়েবসাইট (**https://baanknet.com**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০, ইমেল আইডি- support.BAANKNET@psballiance.com এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড -এর সাথে নিবন্ধনের স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে support.BAANKNET@psballiance.com -এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিবরণ এবং ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://baanknet.com** -এ যান এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত **সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

যোগাযোগের ব্যক্তি : ৭০০৩৩১৫২২৩

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ: **১২.০৬.২০২৫**, স্থান: **কলকাতা** — স্বা/- **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড
CIN L65993WB1989PLC047002
নিবন্ধিত কার্যালয়: আজিমগঞ্জ হাউস, ২য় তলা, ৭ অবনিন্দ্র নাথ ঠাকুর সরণি
(পূর্বে ক্যামাক স্ট্রিট), কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন: (০৩৩) ২২৮২ ৯৩৩০
ইমেইল: inestors@sastasundar.com ওয়েবসাইট: www.sastasundarventures.com

সদস্যদের জন্য পোস্টাল ব্যালট ও ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানিস অ্যাক্ট, ২০১৩ ("কোম্পানিস অ্যাক্ট") -এর ধারা ১১০ -এর সাথে ধারা ১০৮ এবং প্রযোজ্য অন্যান্য বিধান (যদি থাকে), কোম্পানিস (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ এর বিধি ২০ এবং ২২ (সংশোধিত) ("বিধিমালা") এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এবং সময়ে সময়ে জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (যৌথভাবে "এমসিএ সার্কুলার" হিসাবে উল্লিখিত), সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFDP0D-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৪৪, দি ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা জেনারেল মিটিং সংক্রান্ত সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (এসএস-২) (এর বর্তমান বলবৎকৃত যে কোনো সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে) এবং প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধিমালা (যদি থাকে) অনুসারে, সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড ("কোম্পানি") -এর শেয়ারহোল্ডারদের সম্মতি গ্রহণের প্রস্তাব করা হচ্ছে। এই সম্মতি পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লিখিত প্রস্তাবের বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং ("ই-ভোটিং") -এর মাধ্যমে চাওয়া হচ্ছে।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ১১.০৭.২০২৫ তারিখের পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ বৃহস্পতিবার, ১৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে পাঠিয়েছে, যারা শুক্রবার, ১১ জুলাই, ২০২৫ অর্থাৎ কাট-অফ তারিখ পর্যন্ত রেজিস্ট্রার বা ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেছেন। পোস্টাল ব্যালট নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.sastasundarventures.com; স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এর ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং www.nseindia.com -এ এবং এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) ("লিংক ইনটাইম") -এর ওয়েবসাইট https// instavote.linkintime.co.in -এও উপলব্ধ আছে।

এমসিএ সার্কুলারের বিধান অনুযায়ী, শেয়ারহোল্ডাররা শুধুমাত্র রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন, এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ভৌত কপি এবং প্রিপেইড বিজনেস রিপ্লাই খাম পাঠানো হচ্ছে না। শুক্রবার, ১১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে সদস্য রেজিস্টার/সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় যাদের নাম রয়েছে, তাদের ই-ভোটিং এর উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা হবে এবং একজন সদস্য/সুবিধাভোগী মালিকের ভোটিং অধিকার (ইলেকট্রনিক শেয়ারহোল্ডিং এর ক্ষেত্রে) কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তার শেয়ারহোল্ডিং এর অনুপাতে হবে।

শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে, ই-ভোটিং রবিবার, ২০ জুলাই, ২০২৫ সকাল ৯:০০টায় (ভারতীয় মান সময়) শুরু হবে এবং সোমবার, ১৮ আগস্ট, ২০২৫ বিকাল ৫:০০টায় (ভারতীয় মান সময়) শেষ হবে। যে সকল সদস্য তাদের ভোট প্রয়োগ করতে ইচ্ছুক, তাদের এই সময়ের মধ্যে ভোট দিতে হবে, বিবেচিত হওয়ার জন্য যোগ্য হতে। ১৮ আগস্ট, ২০২৫ বিকাল ৫:০০টার পরে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ই-ভোটিং এর অনুমতি দেওয়া হবে না।

যে সকল সদস্য তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট(দের) মাধ্যমে ডিপোজিটরি-এর কাছে ইলেকট্রনিক ফর্মে ধারণ করা শেয়ারের জন্য তা নিবন্ধন করুন।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রী রাজ কুমার বাঁথিয়া, কোম্পানি সেক্রেটারি ইন প্র্যাকটিস (সদস্যতা নং এসিএস ১৭১৯০ এবং সিপি নং ১৮৪২৮), মেসার্স এমকেবি অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ-এর পার্টনারকে, ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পোস্টাল ব্যালট সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনা করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করেছে।

স্ক্রুটিনাইজার তার প্রতিবেদন কোম্পানির চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে জমা দেবেন। ফলাফল রিমোট ই-ভোটিং শেষ হওয়ার দুই কার্যদিবসের মধ্যে (অর্থাৎ, বুধবার, ২০ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে বা তার আগে) ঘোষণা করা হবে এবং বিএসই লিমিটেড ("বিএসই"), এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড ("এনএসই"), এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বে লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড), রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের কাছে জানানো হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে।

যদি শেয়ারহোল্ডারদের ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তবে অনুগ্রহ করে https://instavote.linkintime.co.in -এর হেল্প সেকশনে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ("FAQs") এবং ইন্সটাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়াল পড়ুন অথবা কোম্পানির ইমেইল investors@sastasundar.com -এ অথবা এমইউএফজি ইনটাইম-এর ইমেইল enotices@in.mpms.mufg.com -এ লিখুন অথবা ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে কল করুন।

বোর্ডের আদেশক্রমে
সস্তাসুন্দর ভেঞ্চারস লিমিটেড এর পক্ষে
প্রতাপ সিং
কোম্পানি সেক্রেটারি
সদস্যতা নং - এসিএস ২৪০৮১

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৭.০৭.২০২৫

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
শাখা: ধর্মতলা স্ট্রিট
৫ সিআর অ্যাভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০৭২

পরিশিষ্ট - ৪ {রুল ৮(১)}
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **২৩.০৪.২০২৫** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, ঋণগ্রহীতা- ১. মেসার্স হ্যাভওয়ে কনস্ট্রাকশন কোম্পানি (স্বত্বাধিকারী- শ্রী বিমান কুমার নাগ, পিতা- স্বর্গীয় জিতেন্দ্র নাথ নাগ, ঠিকানা- ৭৫/এইচ/১৬, বেলেঘাটা মেইন রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ (মালিকানা ফার্ম এবং ঋণগ্রহীতা), ২. শ্রী বিমান কুমার নাগ, পিতা-স্বর্গীয় জিতেন্দ্র নাথ নাগ, (স্বত্বাধিকারী, ঋণগ্রহীতা, জামিনদার, বন্ধকদাতা), ৮/১৫, নিউ সিআইটি বিল্ডিং, বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ, ৩. মেসার্স মোমিতা নাগ (জামিনদার), স্ত্রী- শ্রী বিমান কুমার নাগ, ৮/১৫, নিউ সিআইটি বিল্ডিং, বেলেঘাটা, কলকাতা - ৭০০০১০, পশ্চিমবঙ্গ ৪. শ্রী দেবাশীষ ঘোষ (জামিনদার), ঠিকানা- কস্তুরী অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩০২, ৪, জেবি এলএন, কলকাতা (এম কর্প), কলকাতা - ৭০০০৪২, **আমাদের ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক ধর্মতলা স্ট্রিট শাখায় লোন অ্যাকাউন্ট রয়েছে,** -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৮৯,০৯,৬২০/- (আটানব্বই লক্ষ নয় হাজার ছয়শত কুড়ি টাকা মাত্র) ২২.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৬০** দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হাওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি দখল নিয়েছেন **১৫ জুলাই, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৮৯,০৯,৬২০/- (আটানব্বই লক্ষ নয় হাজার ছয়শত কুড়ি টাকা মাত্র) ২২.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ক্র. নং	রেজিস্ট্রেশনের বিবরণ	সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সীমানা
	খতিয়ান নং, হাউস নং, সাইট নং	জমি/বিল্ডিংয়ের পরিমাপ	
১.	আবাসিক বাস্তু জমি, যার মোট পরিমাপ প্রায় ৫২ ডেসিমেলের মধ্যে কমবেশি ২৬ ডেসিমেল, মৌজা - ধানিচা, জে.এল. নং ১১, তৌজি নং ১২, আর.এস.খতিয়ান নং ২০২, ১৮০, ৪০/১ এল.আর. খতিয়ান নং ১০০/৬, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং ৫৭৫ এবং ৫৯২ এর অধীনে, গ্রাম পঞ্চায়েত - তালতা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত, গ্রাম ধানিচা, পো. ও থানা - চাকদহ, জেলা - নদিয়া, এডিএসআর - চাকদহ এবং ডিএসআর কৃষ্ণনগরের অধীনে অবস্থিত।	এলাকা: আবাসিক বাস্তু জমির পরিমাপ প্রায় ৫২ ডেসিমেলের মধ্যে কমবেশি ২৬ ডেসিমেল। ঠিকানা: আর.এস. দাগ নং ৫৯২ ও ৫৭৫, জে.এল. নং ১১, খতিয়ান নং ১০০/৬, হোল্ডিং নং ৪৬৭৭/১৩০১১২৭, গ্রাম - ধানিচা, তালুক তালতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা- নদীয়া, পিন ৭৪১২২২, পশ্চিমবঙ্গ।	**বিক্রয় দলিল অনুযায়ী** **পূর্ব:** মিলন প্রভা নাগের সম্পত্তি, **পশ্চিম:** হরিপদ পাল-এর সম্পত্তি এবং ৮ ফুট সাধারণ রাস্তা, **উত্তর:** দাগ নং ৫৭৫ অসীম কুমার নাগ ও অন্যান্যদের, **দক্ষিণ:** সাধারণ রাস্তা **ইউনিট পরিদর্শনের ভিত্তিতে** **পূর্ব:** কানাই লাল দাস ও মিলন প্রভা নাগের জমি, **পশ্চিম:** হরিপদ পাল ও ৮' ফুট ০" ইঞ্চি চওড়া রাস্তা, **উত্তর:** প্রদীপ কুমার বিশ্বাস -এর জমি, **দক্ষিণ:** নিত্যানন্দ পাল ও সুবোধ কুমার পাল-এর জমি

তারিখ: ১৫.০৭.২০২৫,
স্থান: কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ফরম নং ৩
[রেগুলেশন-১৫ (১) (এ) দেখুন]

ইন দ্য ডেটস্ রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল অ্যাট কলকাতা
৯ ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ৭ম ফ্লোর, কলকাতা ৭০০০০১

মিস অ্যাপিল ডায়েরি নং ৫৬৬/২০২৫ ডিআরটি-৩, কলকাতা-এর এস.এ. ১৭৩/২০২৩ থেকে উদ্ভূত
তপন মজুমদার .....**আপিলকারীগণ**
বনাম
অনুমোদিত অফিসার,
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা
.... **প্রতিবাদীগণ**

প্রতি
১. শ্রীমতী ছন্দা হাজরা, সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা
২. শ্রীমতী সুলগ্না হাজরা, স্বামী শ্রী প্রদীপ কুমার হাজরা, যিনি এখন মৃত ৩. অঙ্কিত হাজরা, পুত্র শ্রী প্রদীপ কুমার হাজরা, যিনি এখন মৃত।
৪. অনন্যা হাজরা, কন্যা শ্রী প্রদীপ কুমার হাজরা, যিনি এখন মৃত।
সকলেই ৩১/২ জগৎ রায় চৌধুরী রোড, প্রথম ফ্লোর, পো.- সখের বাজার, বেহালা, কলকাতা-৭০০০০৮-এ বসবাস করেন।

সমন

যেহেতু, ওএ/২৫৫/২০২২ মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসারের রেজিস্ট্রারের কাছে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল ১৪/১১/২০২২ তারিখে।
এখানে উল্লিখিত বাক্যগুলির বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো।
১. যেহেতু আপিলকারী সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৭(৬) এর অধীনে, মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরএটি, কলকাতা দ্বারা প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্য প্রতিকারের জন্য একটি আপিল দায়ের করেছেন। আপনাকে এতদ্বারা সমন করা হচ্ছে যে, এই ট্রাইব্যুনালের সামনে **২২.০৭.২০২৫** তারিখে সকাল **১০.৩০টায়** অথবা ট্রাইব্যুনালের সুবিধানুযায়ী অবিলম্বে এর পরে যে কোনো সময় উপস্থিত হয়ে দাবির জবাব দেওয়ার জন্য লিখিত বিবৃতি দাখিল করুন।
২. যদি আপনি কোনো নথি দাখিল করতে চান, তবে আপনি লিখিত বিবৃতির সাথে একটি তালিকা সহ তা দাখিল করতে পারেন।
৩. আপনি যখন এই ট্রাইব্যুনালের সামনে ব্যক্তিগতভাবে বা একজন নিযুক্ত প্লিডার/আইনজীবীর মাধ্যমে উপস্থিত হবেন, তখন আপনাকে আপনার নিবন্ধিত ঠিকানা এবং উপস্থিতির একটি মেমো দাখিল করতে হবে।
৪. খেয়াল করুন যে, উপরে উল্লিখিত দিনে আপনার অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে, আপনার অনুপস্থিতিতে এই কার্যক্রম শোনা হবে এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
আমার হাতে এই ট্রাইব্যুনালের সীলমোহর সহ, এই ১৫ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে প্রদত্ত হলো।

স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেটস্ রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কলকাতা

লা ওপালা আর.জি. লিমিটেড
CIN L26101WB1987PLC042512
নিবন্ধিত কার্যালয়: ইকো সেন্টার, ৮ম ফ্লোর, ইএম - ৪, সেক্টর - ৫, কলকাতা - ৭০০৯১
ফোন নং +৯১ ৭৬০৪০ ৮৮৮১৪/৫/৬/৭, ইমেইল: info@laopala.in, www.laopala.in

বিজ্ঞপ্তি
(ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণার্থে)

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, লা ওপালা আর.জি. লিমিটেড ('কোম্পানি') -এর **৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') বৃহস্পতিবার, ১৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.৩০টায়** (আইএসটি) **ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস (ভিসি/ওএভিএম)** মোডের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') দ্বারা সরবরাহকৃত প্ল্যাটফর্মে কোম্পানির অ্যাক্ট, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালা এবং সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস') এর প্রযোজ্য বিধানাবলী মেনে অনুষ্ঠিত হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক (এমসিএ) দ্বারা জারি করা জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক জেনারেল সার্কুলার (এরপর থেকে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লিখিত) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি') দ্বারা জারি করা সার্কুলার তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার (সেবি সার্কুলার) এর সাথে পঠিত, ৩০ মে, ২০২৫ তারিখের এজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসাগুলি সম্পন্ন করার জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উপরিউক্ত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার অনুযায়ী এজিএম নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা বাতিল করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, এজিএম নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি / রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টস (ডিপি) -এর কাছে নিবন্ধিত আছে। উপরন্তু, সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস এর ৩৬(১)(খ) রেগুলেশন অনুযায়ী, কোম্পানি সেই সদস্যদের কাছে একটি চিঠিও পাঠাবে যাদের ইমেইল ঠিকানা কোম্পানি/ আরটিএ/ ডিপি-এর কাছে নিবন্ধিত নেই, যেখানে এমন একটি ওয়েবলিংক থাকবে যেখান থেকে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন অ্যাক্সেস করা যাবে। এজিএম নোটিশ, ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.laopala.in** -এ আপলোড করা হবে এবং এনএসডিএল-এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত আছে যেমন **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** -এও উপলব্ধ থাকবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএমে অংশ নিতে পারবেন। এজিএমে যোগদানের বিস্তারিত নির্দেশনা এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পদ্ধতি এজিএম নোটিশে দেওয়া আছে। কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ অনুযায়ী কোরামের উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম-এর মাধ্যমে সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।

লভ্যাংশ ও রেকর্ড তারিখ:

বোর্ড তার ৩০ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতিটি ২/- টাকা অভিহিত মূল্যের ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি ৭.৫০/- টাকা (অর্থাৎ, ৩৭৫%) লভ্যাংশ সুপারিশ করেছে।

কোম্পানি বৃহস্পতিবার, **৭ আগস্ট, ২০২৫** তারিখকে "কাট-অফ তারিখ রেকর্ড তারিখ" হিসাবে নির্ধারণ করেছে, ৩৮তম এজিএম-এ ভোট দিতে এবং উপস্থিত থাকার জন্য যোগ্য সদস্যদের নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এবং এজিএম-এ সদস্যদের অনুমোদন সাপেক্ষে ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরের জন্য লভ্যাংশ পরিশোধের জন্য সদস্যদের অধিকার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে। সেই অনুযায়ী, যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করছেন এবং যাদের নাম বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ব্যবসার সময় শেষে সদস্য রেজিস্টারে রয়েছে এবং যারা ইলেকট্রনিক ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন এবং যাদের নাম একই তারিখে ব্যবসার সময় শেষে সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি যেমন এনএসডিএল এবং সিডিএসএল দ্বারা সরবরাহকৃত সুবিধাভোগী ধারকদের তালিকায় রয়েছে, তারা কোম্পানির ৩৮তম এজিএমে ঘোষিত লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য হবেন।

লভ্যাংশ পরিশোধ প্রযোজ্য হারে উৎসে কর (টিডিএস) কর্তন সাপেক্ষে হবে। আরও বিস্তারিত জানতে, ৩৮তম এজিএম নোটিশের নোটগুলি দেখুন।

ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন:

যে সকল সদস্য ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করছেন এবং তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট/নিবন্ধিত করেননি, তাদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে, তারা কোম্পানির আরটিএ, মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় একটি যথাযথভাবে পূরণ করা ও স্বাক্ষরিত ফর্ম আই.এস.আর.-১, প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং ঠিকানার প্রমাণস্বরূপ যেকোনো নথির (যেমন: আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ভোটার পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট) স্ব-প্রত্যয়িত কপি সহ জমা দিয়ে তাদের ই-মেইল ঠিকানা আপডেট করুন, যাতে তারা বার্ষিক প্রতিবেদন, নোটিশ এবং কোম্পানি দ্বারা সময়ে সময়ে প্রেরিত অন্যান্য সমস্ত যোগাযোগ ইলেকট্রনিকভাবে পেতে পারেন।

যে সকল সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন, তাদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের প্রাসঙ্গিক ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (ডিপি) -এর কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন/আপডেট করুন।

লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য ব্যাংক বিবরণী সহ কেওয়াইসি নিবন্ধনের পদ্ধতি:

সেবি তার ৭ মে, ২০২৪ তারিখের মাস্টার সার্কুলারের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করেছে যে, ১ এপ্রিল, ২০২৪ থেকে কার্যকরভাবে, যে সকল সিকিউরিটি হোল্ডার ভৌত আকারে সিকিউরিটি ধারণ করছেন, তাদের লভ্যাংশ শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মোডে পরিশোধ করা হবে। এই ধরনের পরিশোধ শুধুমাত্র তখনই করা হবে যখন শেয়ারহোল্ডাররা তাদের প্যান, যোগাযোগের বিবরণ (পিন সহ ডাক ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর), ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর (কেওয়াইসি) এবং নমিনেশনের পছন্দ জমা দেবেন। উপরন্তু, ১০ জুন, ২০২৪ তারিখের সেবি সার্কুলার অনুযায়ী, নমিনেশনের পছন্দ জমা দেওয়া আর বাধ্যতামূলক নয়, এবং সদস্যরা ফর্ম আই.এস.আর.-৩ -তে উপযুক্ত ঘোষণা জমা দিয়ে অপ্ট আউট করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সেই অনুযায়ী, যে সকল সদস্য ভৌত আকারে সিকিউরিটি ধারণ করছেন, তারা মনে রাখবেন যে তাদের শেয়ারহোল্ডিং এর বিপরীতে ভবিষ্যতে যে কোনো লভ্যাংশ প্রদেয় হবে তা আটকে রাখা হবে যদি তাদের কেওয়াইসি বিবরণ আরটিএ-এর কাছে আপডেট না থাকে।

যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করছেন, তাদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের প্যান, কেওয়াইসি এবং নমিনেশন বিবরণী যথাযথভাবে পূরণ করা ও স্বাক্ষরিত ফর্ম যেমন আই.এস.আর.-১, আই.এস.আর.-২, আই.এস.আর.-৩ বা এস.এইচ.-১৩, যেমনটি প্রযোজ্য, মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০০০১ ঠিকানায় অথবা তাদের নিবন্ধিত ইমেইল আইডি থেকে **mdpidc@yahoo.com** -এ ইমেইল করে জমা দিন।

যে সকল সদস্য ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন, তাদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা সরাসরি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট-এর কাছে তাদের সম্পূর্ণ ব্যাংক বিবরণী আপডেট করুন।

লভ্যাংশ প্রাপ্তিতে বিলম্ব এড়াতে, সদস্যদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে যদি শেয়ারগুলি ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে ধারণ করা হয় তবে তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে এবং যদি শেয়ারগুলি ভৌত মোডে ধারণ করা হয় তবে মেসার্স মাহেশ্বরী ডাটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর কাছে তাদের ব্যাংক বিবরণী আপডেট করুন।

ই-ভোটিং তথ্য:

কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের এনএসডিএল দ্বারা আয়োজিত ইলেকট্রনিক ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। উপরন্তু, এজিএম-এ অংশগ্রহণকারী শেয়ারহোল্ডারদের জন্যও ইলেকট্রনিক ভোটিং উপলব্ধ থাকবে যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি। এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এজিএম নোটিশে প্রদান করা হবে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.laopala.in** -এও উপলব্ধ থাকবে।

এই বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির সকল সদস্যের তথ্য ও সুবিধার জন্য এবং এমসিএ ও সেবি-এর প্রযোজ্য সার্কুলার মেনে জারি করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
লা ওপালা আর.জি. লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
জিৎ রায় চৌধুরী
কোম্পানি সেক্রেটারি

তারিখ: ১৭ জুলাই, ২০২৫
স্থান: কলকাতা

দ্য গ্রোব টি কোং লিঃ
নিবন্ধিত কার্যালয়: "হাউটি স্ট্রিট", ৯ম ফ্লোর, ৮৬এ, তোপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ০৪৬; **ফোন নং.** +৯১-৩৩-৪০০৩-১৩২৫/২৬
ই-মেইল: grobtea@rawalwasia.co.in, **ওয়েবসাইট:** www.grobtea.com
CIN: L74110WB1895PLC000963

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, দ্য গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড ('কোম্পানি')-এর সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') **মঙ্গলবার, ১২ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখে দুপুর ২.০০টায় (ভারতীয় মান সময়)** শুধুমাত্র ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') সুবিধা / অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মিনস ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, এজিএম-এর নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসা সম্পন্ন করার জন্য। ৫ই মে, ২০২০ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ২০/২০২০ এর সাথে ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ সার্কুলার') দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11, তারিখ ১৫ই জানুয়ারী, ২০২১, সার্কুলার নং SEBI/HO/DDHS/P/CIR/2022/0063 তারিখ ১৩ই মে, ২০২২ এবং সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩রা অক্টোবর, ২০২৪ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া ('সেবি সার্কুলার') দ্বারা জারি করা অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সার্কুলার অনুসারে, বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ, ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সহ, শুধুমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ১৭ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে সকল শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। এই শেয়ারহোল্ডারদের নাম ৪ঠা জুলাই, ২০২৫ তারিখে ব্যবসার সময় শেষে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) / সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) থেকে প্রাপ্ত সদস্য রেজিস্টার / সুবিধাভোগী মালিকদের তালিকায় রয়েছে এবং যারা কোম্পানি / ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টদের কাছে তাদের ইমেইল আইডি নিবন্ধন করেছেন। সদস্যরা লক্ষ্য করতে পারেন যে নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ কোম্পানির ওয়েবসাইট www.grobtea.com এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড (এনএসই) এবং সিএসই লিমিটেড এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে www.nseindia.com এবং www.cse-india.com -এও উপলব্ধ থাকবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ উপস্থিত থাকতে এবং অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এজিএম-এ যোগদানের নির্দেশনা নোটিশে দেওয়া আছে। কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধান এবং কোম্পানিস (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস, ২০১৪ মেনে, কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) এর মাধ্যমে ব্যবসা সম্পন্ন করার জন্য ইলেকট্রনিক ভোটিং সুবিধা (রিমোট ই-ভোটিং) প্রদান করেছে, যাতে সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারেন। এছাড়াও, এজিএম-এর সময় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধাও উপলব্ধ থাকবে এবং যে সকল সদস্য সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং যারা ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি, তারা এজিএম-এ তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএম-এ ই-ভোটিং এর বিস্তারিত পদ্ধতি নোটিশে দেওয়া আছে।

ভোটিং এর জন্য কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৫ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখে ডিপোজিটরিগুলি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সদস্য রেজিস্টার / সুবিধাভোগী মালিকদের রেজিস্টারে যাদের নাম রয়েছে, তারা রিমোট ই-ভোটিং / এজিএম-এ ই-ভোটিং সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর কিন্তু ভোটিংয়ের জন্য কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ৫ই আগস্ট, ২০২৫ এর আগে সদস্য হন, তারা তাদের ফোলিও নং / ডিপি আইডি এবং ক্লায়েন্ট আইডি নং উল্লেখ করে **goenkamohan@gmail.com** বা **nichetechpl@nichetechpl.com** -এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি সদস্য ইতিমধ্যে রিমোট ই-ভোটিং এর জন্য এনএসডিএল-এর কাছে নিবন্ধিত থাকেন তবে তিনি তাদের বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে তাদের ভোট দিতে পারবেন।

রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শনিবার, ৯ই আগস্ট, ২০২৫ (সকাল ৯.০০টা) থেকে শুরু হবে এবং সোমবার, ১১ই আগস্ট, ২০২৫ (সন্ধ্যা ০৫.০০টা) এ শেষ হবে। উক্ত তারিখ ও সময়ের পর রিমোট ই-ভোটিং এর অনুমতি দেওয়া হবে না। এরপর, মেসার্স এমআর অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস ফার্ম অফ প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিজ, কলকাতা-এর অংশীদার শ্রী মোহন রাম গোয়েঙ্কাকে এজিএমে ই-ভোটিং এর জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। যে সকল সদস্য এজিএমের আগে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিয়েছেন, তারা এজিএমে উপস্থিত থাকতে পারবেন তবে পুনরায় ভোট দিতে পারবেন না।

যে সকল সদস্য ভৌত আকারে শেয়ার ধারণ করছেন এবং কোম্পানি/ডিপোজিটরিগুলির কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি, তারা নিম্নলিখিত নথির স্ক্যান করা কপি কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, যেমন নিস টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড-এর ইমেইল **nichetechpl@nichetechpl.com** -এ পাঠিয়ে নোটিশ, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫ এবং/অথবা ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে এজিএম-এ যোগদানের জন্য লগইন বিবরণী সহ ই-ভোটিং পেতে পারেন
ক. আপনার নাম, ফোলিও নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা উল্লেখ করে একটি স্বাক্ষরিত অনুরোধ পত্র;
খ. প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি; এবং
গ. ঠিকানার প্রমাণপত্রের (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইত্যাদি) স্ব-প্রত্যয়িত কপি।

যে সকল সদস্য ডিম্যাট ফর্মে শেয়ার ধারণ করছেন, তাদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে তাদের ইমেইল ঠিকানা/ইলেকট্রনিক ব্যাংক ম্যান্ডেট আপডেট করুন।

যে সকল সদস্য ফিজিক্যাল আকারে শেয়ার ধারণ করছেন এবং ইলেকট্রনিক ক্লিয়ারিং সার্ভিসেস বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে লভ্যাংশ গ্রহণের জন্য তাদের ম্যান্ডেট আপডেট করেননি, তারা উপরে উল্লিখিত বিবরণ ছাড়াও একটি বাতিল করা চেকের স্ব-প্রত্যয়িত স্ক্যান করা কপি পাঠিয়ে আপডেট করতে পারেন, যেখানে সদস্যের নাম বা প্রথম ধারকের নাম থাকবে, যৌথভাবে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে **nichetechpl@nichetechpl.com** -এ।

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুযায়ী, কোম্পানির শেয়ার ট্রান্সফার বই এবং সদস্য রেজিস্টার বুধবার, ৬ই আগস্ট, ২০২৫ থেকে মঙ্গলবার, ১২ই আগস্ট, ২০২৫ (উভয় দিন সহ) পর্যন্ত উপরে উল্লিখিত উদ্দেশ্য এবং লভ্যাংশের জন্য বন্ধ থাকবে, যদি এজিএম-এ সদস্যরা ঘোষণা করেন। সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ ('সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস') এর রেগুলেশন ৪২ অনুযায়ী, কোম্পানি মঙ্গলবার, ৫ই আগস্ট, ২০২৫ তারিখকে রেকর্ড তারিখ হিসাবে নির্ধারণ করেছে, ৩১শে মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য লভ্যাংশ পাওয়ার যোগ্য সদস্যদের নির্ধারণের জন্য, যদি আসন্ন এজিএম-এ তা অনুমোদিত হয়।

রিমোট ই-ভোটিং সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, আপনি **www.evoting.nsdl.com** -এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী ("FAQs") এবং ই-ভোটিং ইউজার ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা **grobtea@rawalwasia.co.in** -এ অথবা ০৩৩-৪০০৩১৩২৫/২৬ নম্বরে ফোন করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এজিএম-এর নোটিশ কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.grobtea.com**, এনএসডিএল-এর ই-ভোটিং ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.nseindia.com** এবং **www.cse-india.com** -এ উপলব্ধ আছে।

দ্য গ্রোব টি কোম্পানি লিমিটেড এর পক্ষে
(নেহা সিং)
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৭.০৭.২০২৫

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ
KVB Karur Vysya Bank — Smart way to bank
ডিভিশনাল অফিস, কলকাতা
১৫ বন্দেল রোড, দ্বিতীয় তল, বালিগঞ্জ,কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৯
যোগাযোগ নং: ০৩৩-২২৯০০৭৫২ , ইমেইল: kolkatado@kvbmail.com

অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৬(২) -এর বন্দোবস্তের অধীন অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ ও জামিনদারগণকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা জামিনযুক্ত ঋণদাতা কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ -এর কাছে হাইপোথিকেটেড/বন্ধক দেওয়া/চার্জড, যার বাস্তবিক দখল নিয়েছেন কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ-এর অনুমোদিত অফিসার, তা "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা কিছু আছে" এবং "সেখানে যা কিছুই থাক" এবং ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে ২৫.০৮.২০২৫ তারিখে দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লিঃ, সুরক্ষিত পাওনাদার এর বকেয়া পাওনা ৭,২৯,১১৪.৭৫ টাকা (সাত লক্ষ ঊনত্রিশ হাজার একশত চৌদ্দ টাকা পঁচাত্তর পয়সা মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য **শ্রী সৈকত বসু**র কাছ থেকে।

রিজার্ভ মূল্য হবে ৫,৫০,০০০/- টাকা (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) এবং বায়না টাকা জমা হবে ৫৫,০০০/- টাকা।

অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
গাড়ির প্রস্তুতকারক এবং মডেল: [মারুতি ভিটারা ব্রেজা জেডএক্সআই+]
গাড়ির রেজিস্ট্রেশন নম্বর: [WB 08L 6116]
বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ **www.kvb.co.in/Property Under Auction** -এ প্রদত্ত লিঙ্কে এবং পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজার-এর ওয়েব পোর্টাল **https://bankauctions.in** -এ দেখুন।

সারফেইসি এক্ট, ২০০২ -এর ৬(২) বিধি অনুযায়ী ৩০ দিনের সংবিধিবদ্ধ নোটিশ**

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদার/গণকে জানানো হচ্ছে যে, ই-অকশনের তারিখের আগে উপরে উল্লিখিত বকেয়া, হালনাগাদ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ পরিশোধ করতে হবে, অন্যথায় তফসিলভুক্ত সম্পত্তি নিলাম/বিক্রয় করা হবে এবং কোনো বকেয়া থাকলে, তা সুদ ও খরচ সহ আদায় করা হবে।

তারিখ: ১৪.০৭.২০২৫
স্থান: গড়িয়া
স্বা/-
অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

ফর্ম নং-১৪
[রেগুলেশন ৩৩(২) দেখুন]
রেজিস্টার্ড এ/ডি দ্বারা, সরাসরি দিতে ব্যর্থ হলে প্রকাশনার মাধ্যমে।
রিকভারি অফিসারের অফিস-১/২
রিকভারি অফিসারের কার্যালয়- ১/২
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি
২য় ফ্লোর, পিসিএম টাওয়ার, সেভক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪ ০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি বিজ্ঞপ্তি

দ্য রিকভারি অফ ডেটস্ এন্ড ব্যাঙ্করাপসি এক্ট, ১৯৯৩ এর ২৫ থেকে ২৮ সেকশন এর অধীন এবং ইনকাম ট্যাক্স এক্ট, ১৯৬১ এর দ্বিতীয় তফসিলের রুল ২ -এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
আরসি/১৭১/২০২৪ ১৫/০৭/২০২৫
এখানে দেওয়া তথ্যের বাংলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো-

বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক
বনাম
শ্রীমতী মিঠু সাহা এবং অন্যান্যরা

প্রতি
১. **শ্রীমতী মিঠু সাহা,** ৪ নং বিবাদী সমিতির সভানেত্রী, স্বামী সুদীপ চৌধুরী, গ্রাম- সুকান্তপল্লী, পো. চালতিয়া, থানা বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ।
২. **সাবেরা খাতুন,** ৪ নং বিবাদী সমিতির সম্পাদিকা, স্বামী বুধু দাস, গ্রাম- নিমতলা, পো. হালিনগর, থানা বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ।
৩. **শ্রীমতী যমুনা সরদার,** ৪ নং বিবাদী সমিতির কোষাধ্যক্ষ, স্বামী শ্যাম চন্দ্র সরদার, গ্রাম- খরসাডাঙ্গা, পো. গোধরপাড়া, থানা- বহরমপুর, প্রসাদপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ।
৪. **বহরমপুর সংগীতা মহিলা সমিতি,** বহরমপুর মেরি ইম্যাকুলেট ডিসপেনসারি, বহরমপুর, থানা বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪১১০১, পশ্চিমবঙ্গ।
৫. **শ্রীমতী উষা দাস,** ১ নং বিবাদী সমিতির সদস্য, স্বামী সুব্রত দাস, গ্রাম- লাহাপাড়া, পো. বলাডাঙ্গা, থানা বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ।
৬. **শ্রীমতী ক্ষান্তা মন্ডল,** ৪ নং বিবাদী সমিতির সদস্য, স্বামী চাদ বদন মন্ডল, গ্রাম- রাধিকানগর, পো. মানিন্দ্রনগর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ।
৭. **শ্রীমতী রেখা মুসাহান,** ৪ নং বিবাদী সমিতির সদস্য, স্বামী বুধন মুসাহান, গ্রাম পাকুরিয়া, পোঃ- চিলফিয়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ।
৮. **শ্রীমতী রাধারানী সরকার,** ৪ নং বিবাদী সমিতির সদস্য, স্বামী অতুল চন্দ্র সরকার, গ্রাম সুকান্তপল্লী, পো. চিলতিয়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ।
৯. **কৃষ্ণনগর সোসাইটি ফর সোশ্যাল রিকনস্ট্রাকশন** (কে.এস.এস.আর.), যার সম্পাদক শ্রী রবিন মন্ডল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে, যার কার্যালয় ৫৬/২ এন. সেন রোড, রাধানগরে অবস্থিত। পোঃ- ঘূর্ণি, কৃষ্ণনগর, জেলা- নদিয়া পিন- ৭৪১১১৩, পশ্চিমবঙ্গ।
১০. **কৃষ নগর ক্যাথিড্রাল চ্যারিটেবল সোশ্যাল সোসাইটি** (কে.সি.সি.এস.এস.), যার সম্পাদক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে, যার কার্যালয় নবদ্বীপ রোড, কৃষ্ণনগর, জেলা- নদিয়া, পিন- ৭৪১১১১, পশ্চিমবঙ্গ।

এটি অবহিত করা হচ্ছে যে, প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি **ওএ/১৩৮/২০২১ দ্বারা পাস করা আদেশ অনুসারে জারি করা পুনরুদ্ধার শংসাপত্র অনুযায়ী, ৪৫,৪৭,৪১৮.২৫ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার চারশত আঠারো টাকা পঁচিশ পয়সা মাত্র)** এবং সেইসঙ্গে পেন্ডেন্টেলাইট এবং ভবিষ্যৎ সুদ বার্ষিক ১১.৫০% হারে বার্ষিক সরল সুদ ১০/১১/২০২১ তারিখ থেকে কার্যকর পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত এবং ৪৮,০০০.০০ টাকা (আটচল্লিশ হাজার টাকা মাত্র) মূল্য আপনার বিরুদ্ধে বকেয়া হয়ে গেছে (যৌথভাবে এবং পৃথকভাবে / সম্পূর্ণ/ সীমিত ভাবে)।
২. আপনাকে এতদ্বারা নোটিস প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে উপরোক্ত অর্থ পরিশোধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ব্যর্থ হলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং এর বিধিগুলির অধীনে বকেয়া ঋণের পুনরুদ্ধার অনুসারে পুনরুদ্ধার করা হবে।
৩. আপনাকে এতদ্বারা পরবর্তী শুনানির তারিখে বা তার আগে আপনার সম্পদের বিবরণ হলফনামায় ঘোষণা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
৪. আপনাকে এতদ্বারা **১৯/০৮/২০২৫ তারিখ সকাল ১০.৩০ টায়** নিম্নস্বাক্ষরকারীর সামনে উপস্থিত হতে আদেশ করা হয়েছে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য।
৫. উপরোক্ত রাশি ছাড়াও আপনি আরও পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ-
(ক) শংসাপত্র/সম্পাদনের প্রক্রিয়ার নোটিসের অব্যবহিত পরে শুরু সময়কালের জন্য প্রদেয় অনুরূপ সুদ।
(খ) এই বিজ্ঞপ্তি এবং ওয়ারেন্ট এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া এবং প্রাপ্য পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য গৃহীত অন্যান্য সমস্ত প্রক্রিয়ার পরিষেবার ক্ষেত্রে মূল্য, চার্জ এবং ব্যয়।

রিকভারি অফিসার
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল, শিলিগুড়ি
ভারত সরকার
অর্থ মন্ত্রক, শিলিগুড়ি-১

বাঙালি ইস্যুতে বেফাঁস মন্তব্য বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক তৃণমূলের জেলা সভাপতির

অনুব্রত হওয়ার চেষ্টা কোরো না, পালটা বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: বাঙালি ইস্যুতে বিজেপি নেতাদের হুঁশিয়ারি বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতির। 'ভারতবর্ষের কোনও রাজ্যে বিষ্ণুপুরের কোন বাঙালির ওপর অত্যাচার হলে, বিষ্ণুপুরের বিজেপি নেতাদের বাড়ি থেকে বেরোতে না দেওয়ার হুঁশিয়ারি পাশাপাশি বিজেপি নেতাদের জনজীবন বিপর্যস্ত করে দেওয়ার হুংকার বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুব্রত দত্তর। জয়পুরে ২১ জুলাই এর প্রস্তুতি সভা থেকে বিজেপি সাংসদ ও নেতাদের উদ্দেশ্যে এমন কড়া হুংকার দিলেন তৃণমূল সভাপতি সুব্রত দত্ত। তৃণমূল সভাপতির এই বক্তব্যকে পালটা কটাক্ষ করেছে বিজেপি।

একের পর এক বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালির ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। এই অভিযোগ তুলে আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছে তৃণমূল। বুধবার বাঙালি ইস্যুতে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার রাজপথের পাশাপাশি জেলায় জেলায় বাঙালির ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এবার বাঙালি ইস্যুতে একধাপ এগিয়ে বিজেপি সাংসদ ও নেতাদের কড়া হুঁশিয়ারি তৃণমূল বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুব্রত দত্তের। বৃহস্পতিবার জয়পুরের ভাস্করানন্দ মঞ্চে ২১ জুলাই-এর প্রস্তুতি সভায় সুব্রত দত্ত বলেন, 'আমার জেলা বিষ্ণুপুর, এই বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার পরিযায়ী শ্রমিকরা ভারতবর্ষের যেকোনও জেলায় কাজ করতে গেলে তাঁদের ওপর যদি অত্যাচার, অন্যায় অবিচার করা হয়, তাহলে বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপি নেতাদের বাড়ি থেকে বেরোতে দেব না, বিজেপি নেতাদের জনজীবন বিপর্যস্ত করে দেব সাংগঠনিকভাবে, গনতান্ত্রিকভাবে।' এই হুংকারের পরেও নিজের বক্তব্যকে সমর্থন করেন তৃণমূল সভাপতি সুব্রত দত্ত। যদিও তৃণমূল সভাপতির এই বক্তব্যকে কটাক্ষ করে বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ বলেন, 'অনুব্রত হওয়ার চেষ্টা করো না, সামনের ১০ বছর ঝুলে যাবে। এসব হুমকি দিয়ে লাভ নেই।'

কাঁসাইয়ের গর্ভে বিলীয়মান মেদিনীপুরের গ্রাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: বিগত কয়েক বছর ধরে নদী ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে গ্রাম। তারই মধ্যে টানা বর্ষণের জেরে কাঁসাই নদের জল বেড়ে যাওয়ায় পার ভাঙনের প্রবণতা কয়েকগুণ বেড়েছে। যার ফলে প্রবল সমস্যায় পড়েছেন মেদিনীপুর সদর ব্লকের চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা। আংশিক হলেও ভাঙনের প্রভাব পড়ছে মেদিনীপুর শহরেও। দ্রুত পদক্ষেপ না হলে সদর ব্লকের বেশ কিছু গ্রামের বড় অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

কাঁসাই নদের ভাঙন সদর ব্লকের কনকাবতী, মণিদহ, চাঁদড়া ও ধেড়ুয়া একের পর এক গ্রামে ক্রমশ থাবা বসাচ্ছে। গ্রামবাসীরা জানান, মণিদহ পঞ্চায়েতের ধনেশ্বরপুরের মতো বেশ কয়েকটি গ্রাম নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এখন ফের ফুলে উঠেছে নদটি। দশদিন ধরে একেবারে পার উপচে পড়ার অবস্থায় রয়েছে। জলস্তর বেড়ে যাওয়ায় বিঘার পর বিঘা কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে যাচ্ছে। ফলে আতঙ্কে রয়েছেন নদী তীরবর্তী গ্রামগুলির বাসিন্দারা। অনেকেই নানান ফল-ফুলের বাগানগুলি সরিয়ে নিয়েছেন। ঘরের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য গাছগুলিও কেটে ফেলা হচ্ছে। এই মুহূর্তে মণিদহ, ফরিদচক-সহ একাধিক এলাকায় নদীর পার ধসে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে। এলাকার প্রায় ২০ বিঘা কৃষিজমি নদীগর্ভে চলে গিয়েছে। এখনই ব্যবস্থা না নিলে আগামীদিনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে। মণিদহ পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দারা বলেন, 'ধনেশ্বরপুর গ্রামে ২৫টি বাড়ি ছিল। পুরো গ্রামটিই এখন নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। গ্রামের আর কোনও চিহ্নই নেই। ধীরে ধীরে একই অবস্থা হতে চলেছে দুর্গাচটি, তেঁতুলিয়া, মণিদহ, রেড়াপাল, গুড়গুড়িপাল, বালিয়া সহ বেশ কিছু গ্রামে।' গ্রামবাসীদের দাবি, অবিলম্বে বৃহৎ উদ্যোগ নিয়ে নদীপার বাঁধানো না-হলে আগামী দিনে ঘোর সংকটের মধ্যে পড়বেন বলে তাদের আশঙ্কা। বৃহস্পতিবার এই ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখতে আসেন সেচ দপ্তরের মন্ত্রী মানস ভূঁইয়া, বিধায়ক সুজয় হাজরা-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। মানস ভূঁইয়া বলেন, 'ভাঙন রোধে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নিতে প্রশাসনকে সব রকম নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

খানাকুলের বন্যা-দুর্গতদের পাশে বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: প্রায় প্রতি বছরই খানাকুল বন্যার জলে প্লাবিত হয়। এই বছরও খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বিস্তৃণ এলাকা প্লাবিত। আর এর জেরে বহু পাকা বাড়ি থেকে শুরু করে কাঁচা বাড়ি ধসে গেছে। খানাকুল দুই নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপি পরিচালিত। বহু রাজনৈতিক লড়াই করে তাদের পঞ্চায়েত সমিতি চালাতে হচ্ছে বলে দাবি বিজেপির। এই রকম পরিস্থিতিতে খানাকুল দুই নম্বর ব্লকের বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা মণ্ডল। বন্যায় হেলে গেছে বাড়ির একাংশ। ভয়ঙ্কর অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির মালিকের। কারও রান্না ঘর, কারও বাথরুম আবার কারও বাড়ির একাংশে ফাটল ধরে মূল দেওয়াল থেকে ছেড়ে গেছে। তাই আতঙ্কিত বাড়ির লোকজন। এমনই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকা জুড়ে। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গ্রামে আসছেন শুনে ক্ষতিগ্রস্ত এক গ্রামবাসী কান্নায় হতাশায় সোজা রাস্তায় চলে আসেন। সভাপতিকে এক প্রকার জোর করেই বাড়িতে নিয়ে যান। দেখলেন ভয়ঙ্কর দৃশ্য। বাড়ি ঝুলছে। ফেটে গিয়ে ধসে গেছে। এই দৃশ্য খানাকুল ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সুন্দরপুর এলাকার। খানাকুল ২ নং পঞ্চায়েত সমিতি বিজেপির দখলে। আর বিজেপির এই নেত্রী তথা খানাকুল ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুম্পা মণ্ডল এলাকার প্রায় পাঁচটি বাড়ির পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন। আশ্বাস দিলেন যতটা করার করবেন। ক্ষতিগ্রস্তদের তাঁর অফিসে গিয়ে সমস্ত তথ্য জমাও দিতে বলেন। সবমিলিয়ে বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে দেখা গেল বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে।

SBI | **এসবিআই করিমপুর এ ডি বি ব্রাঞ্চ (০৩৭৩৫)** পোঃঅঃ + থানা- করিমপুর, জেলা- নদীয়া পিন- ৭৪১১৫২। ই-মেল আইডি: sbi.03735@sbi.co.in | **সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি**

শ্রী দিলীপ কুমার দাস, যিনি **এসবিআই করিমপুর এ ডি বি শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তিনি সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/ বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) **(১৮.০৮.২০২৫) বিকেল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, নিলামের দিন, অর্থাৎ **(১৯.০৮.২০২৫)** বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : শ্রী দিলীপ কুমার দাস

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা	বাজার মূল্য
১.	১৯.০৮.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	গ্রস ওজন ১০.৯০০ নিট ওজন ৮.৭২০	১টি চেন	৮১,৭০৬/- টাকা
২.	১৯.০৮.২০২৫	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	গ্রস ওজন ১১.৬৫০ নিট ওজন ৯.৯০০	১টি বাক্স চেন	৯২,৭৬৩/- টাকা

তারিখ: ১৮.০৭.২০২৫
স্থান: করিমপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ALLAHABAD | পরিশিষ্ট ৪ [রুল ৮(১) দেখুন] **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

বেলডাঙ্গা শাখা
ছাপাখানা মোড়, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১৩৩

যেহেতু,
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার **২১.০৪.২০২৫ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ** জারি করে **আশরাফ সেখ, স্বত্বাধিকারী: মা ব্রিকস ফিল্ড (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা),** পিতা- নূর মোহাম্মদ সেখ, গ্রাম- বড়ুয়া বেলডাঙ্গা, নতুন হাট, পো. বড়ুয়া, থানা - বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ এবং **সারজিকা বিবি (জামিনদার/বন্ধকদাতা),** স্বামী- আশরাফ সেখ, গ্রাম- বড়ুয়া বেলডাঙ্গা, নতুন হাট, পোঃ - বড়ুয়া, থানা - বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৮৯ এবং **শাহরুখ সেখ / শারুল সেখ (জামিনদার / বন্ধকদাতা),** পিতা- আশরাফ সেখ, গ্রাম- বড়ুয়া বেলডাঙ্গা, নতুন হাট, পোঃ - বড়ুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১৮৯। আমাদের **বেলডাঙ্গা শাখার** সঙ্গে-কে **৬৯,৪৬,৫৯৮.০০ টাকা** (উনসত্তর লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত আটানব্বই টাকা মাত্র) **২১.০৪.২০২৫** অনুযায়ী উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।

ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতাও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নেবর্ণিত সম্পত্তিগুলি **১৭ই জুলাই, ২০২৫ তারিখে দখল নিয়েছেন।**

বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করার জন্য এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৬৯,৪৬,৫৯৮.০০ টাকা** (উনসত্তর লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত আটানব্বই টাকা মাত্র) ২১.০৪.২০২৫ অনুযায়ী এবং তদুপরি **সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** বেলডাঙ্গা শাখার চার্জ সাপেক্ষ হবে।

"আমরা ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে সারফেইসি অ্যাক্টের সেকশন (১৩)-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

(১) মৌজা-বড়ুয়া, খতিয়ান নং এল.আর. ১২৬, প্লট নং ১৯৭২/৩০১৫-তে অবস্থিত ০.০৩৭৫ একর পরিমাপের জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা **আশরাফ সেখ এবং সারজিকা বেগম**-এর নামে রয়েছে। বিক্রয় দলিল নং ৩৪২৭ এবং ৫৬৮৫।
(২) মৌজা - বড়ুয়া, পোঃ - বড়ুয়া, খতিয়ান নং এল.আর. ৪৫৭৬, প্লট নং ৩৫৫৮-তে অবস্থিত ০.০১৮৫ একর পরিমাপের জমি ও ভবনের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক, যা শাহরুখ সেখ-এর নামে রয়েছে। বিক্রয় দলিল নং ৭১৭৪।
চৌহদ্দি: উত্তর পরিমল ঘোষের পুকুর দ্বারা, দক্ষিণ- কংক্রিট রোড দ্বারা, পূর্ব- মুস্তাকিম সেখ-এর সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিম- প্রয়াত নাজিমুদ্দিন সেখ-এর সম্পত্তি দ্বারা

তারিখ: ১৭.০৪.২০২৫,
স্থান: বেলডাঙ্গা
অনুমোদিত অফিসার,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India | **আঞ্চলিক অফিস : বাঁকুড়া** মাচানতলা, ফ্যান্সি বাজারের কাছে বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১ ই-মেল : recvbankro@centralbank.co.in | **স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গণ ও জামিনদার/গণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে। এই সম্পত্তিগুলির বাস্তবিক দখল বা প্রতীকী দখল (বিশেষভাবে সম্পত্তির বিপরীতে চিহ্নিত) **সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছ থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য এই সম্পত্তিগুলি **"যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়", "যা আছে সেই অবস্থায়"** এবং **"যা কিছু আছে সেই অবস্থায়"** নিচে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনরকম দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে তোলা সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নিতে হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না (ইএমডি.) নিচে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত আছে।

ক্র. নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম	সম্পত্তির বিবরণ (ফ্ল্যাট / দোকান / জমি / ভবন ইত্যাদি) (সম্পত্তির আইডি)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রী সন্দীপ চৌধুরী,** পিতা- প্রয়াত কালী চৌধুরী **শ্রীমতী মিঠু চৌধুরী,** স্বামী- শ্রী সন্দীপ চৌধুরী **শাখা অফিস - হলদিয়া**	**শ্রী সন্দীপ চৌধুরী,** পিতা- প্রয়াত কালী চৌধুরী এবং **শ্রীমতী মিঠু চৌধুরী,** স্বামী- শ্রী সন্দীপ চৌধুরী **-এর মালিকানায় আবাসিক ফ্ল্যাট** নং ১এ, যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ১১৫০ বর্গফুট, এটি লর্ড কৃষ্ণ প্যালেস নামে পরিচিত ভবনের প্রথম ফ্লোরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মৌজা - খঞ্জনচক, জে.এল. নং ১৩৪, খতিয়ান নং ২২৮, সাবেক প্লট নং ৪৯০ ও ৪৯৩, হাল প্লট নং ৭৮৪ ও ৭৮৫, দুর্গাচক, পোঃ ও থানা - দুর্গাচক, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন - ৭২১ ৬০২। **বিক্রয় দলিল নং আই-৮০৩১ তারিখ- ১০.১০.২০১৭** **সম্পত্তি আইডি: CBINBANK1500SANDIP**	ক) ১৮.০৪.২০২৩ খ) ২৬.৩২ লক্ষ টাকা গ) ২১.০৮.২০২৩ (প্রতীকী দখলে আছে)	আরপি : ৩০,৪৮,০০০.০০ টাকা ইএমডি : ৩,০৪,৮০০.০০ টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ : ২০,০০০.০০ টাকা
২.	**মেসার্স সোনিয়া মোটর্স** **স্বত্বাধিকারী: মোহাম্মদ মাসুদ,** পিতা- শেখ ফরিদ মোহাম্মদ **জামিনদারগণ: শেখ সেলিম আলী এবং শ্রী লক্ষ্মী কান্ত মান্না** **শাখা অফিস - হলদিয়া**	আবাসিক-বাণিজ্যিক ভবন, **সম্পত্তিটি মোহাম্মদ মাসুদ,** পিতা- শেখ ফরিদ মোহাম্মদ **-এর মালিকানায়,** দলিল নং আই-৭২৯, তারিখ ২৬.০২.২০০৪। থানা - ভবানীপুর, মৌজা - ভবানীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, জে.এল. নং ১৫০, এল.আর. খতিয়ান নং ১৫০৮, প্লট নং ৬৯২ ও ৬৯৩। পরিমাপ- ৮ ডেসিমাল, ওয়ার্ড নং ১৯, পিন - ৭২১ ৬০২। **সম্পত্তি আইডি: CBINBANK1500SONIA**	ক) ১৭.০৮.২০১৮ খ) ৩৫.৪৯ লক্ষ টাকা গ) ০৭.০১.২০১৯ (প্রতীকী দখলে আছে)	আরপি : ৯৫,৮১,০০০.০০ টাকা ইএমডি : ৯,৫৮,১০০.০০ টাকা বিড বৃদ্ধির পরিমাণ : ২০,০০০.০০ টাকা

ই-অকশন	পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	অকশনের ইএমডি জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ও সময়	অকশনের ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
সকল সম্পত্তির জন্য	২৮.০৮.২০২৫	৩০ জুলাই, ২০২৫, সকাল ১০.০০টা	৩০ আগস্ট, ২০২৫, বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত	৩০ আগস্ট, ২০২৫, সকাল ১০.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ৮(৬) বিধি অনুযায়ী ৩০ দিনের সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অকশনটি ব্যাংকের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ই-অকশন এজেন্সির ওয়েবসাইট **https://baanknet.com/** ই-অকশন এজেন্সির যোগাযোগের বিবরণ হল- **পিএসবি অ্যালায়েন্স ইবিক্রয়, হেল্পডেস্ক নং +৯১ ৮২৯১২ ২ ০২২০, ই-মেইল support.baanknet@psballiance.com**।
বিডার নিবন্ধন এবং ইএমডি পেমেন্ট/ফেরত সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের জন্য- ই-মেইল **support.baanknet@psballiance.com**। কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন হেল্পডেস্ক অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করুন।
বিডারদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি আগে থেকেই সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ধাপ ১: বিডার / ক্রেতা নিবন্ধন: বিডারকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল-আইডি ব্যবহার করে ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম **https://baanknet.com/** -এ নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২: কেওয়াইসি যাচাইকরণ: ই-কেওয়াইসি এর অংশ হিসাবে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই করা হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধাপ ১ এবং ২ বিডারকে অনেক আগে থেকে সম্পন্ন করতে হবে।
ধাপ ৩: ইএমডি পরিমাণ: আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের নিলামের সময়/আগে তাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোডের (অর্থাৎ এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাংকিং) মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যদি গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ উপলব্ধ না থাকে, তবে সিস্টেম বিড করার অনুমতি দেবে না। নিবন্ধন, কেওয়াইসি নথির যাচাইকরণ এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর নিলামের সময়ের অনেক আগে সম্পন্ন করতে হবে। বিডাররা এক বা একাধিক সম্পত্তির জন্য অফার দিতে পারেন। শুধুমাত্র তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকলেই আগ্রহী বিডার ই-নিলামের তারিখে বিড করতে পারবেন। বিড করার সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>= ইএমডি পরিমাণ) থাকতে হবে। একাধিক সম্পত্তির জন্য অফারের ক্ষেত্রে বিডারদের প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ইএমডি জমা দিতে হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই বিডারদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডি পরিমাণ অনেক আগে থেকে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ইএমডি পরিশোধ/অকশন প্রক্রিয়াকালে বিডিংয়ের জন্য https://baanknet.com/ -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
ধাপ ৪: বিডিং প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল আগ্রহী নিবন্ধিত বিডাররা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে বিড করতে পারবেন।
যদি কোনো সম্পত্তির জন্য একক বিডার থাকে, তবে সেই একক বিডারকে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে উপরের সারণীতে উল্লিখিত বিড বৃদ্ধির পরিমাণের সমান বা তার বেশি অফার বাড়াতে হবে, অন্যথায় তাকে সফল বিডার হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার থাকবে না।
অকশন চলাকালীন ইএমডি পরিশোধ/বিডিংয়ের জন্য **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাংকগুলির ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.co.in** -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৫
স্থান: বাঁকুড়া
অনুমোদিত কর্মকর্তা
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI | **স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা** শাখার ঠিকানা: ১২তম তল তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১ শাখার ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in | **ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: মুকেশ কুমার সিনহা, ই-মেইল আইডি: sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং - ৯৬৭৪৭১৩৫৫৯/৯৮৩০৯৮২৯৯১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]

সিকিউরিটিজেশন এবং ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে ব্যাঙ্কের কাছে চার্জ করা স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসাবে সারফেইসি আইনের ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) দখল করেছেন। সাধারণভাবে জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য নিম্নোল্লিখিত ক্ষেত্রে চার্জ করা সম্পত্তি/গুলির ই-অকশন (সারফেইসি আইন, ২০০২ এর অধীনে) "যেখানে যেমন আছে", "সেখানে যা আছে", "সেখানে যা কিছু আছে" ভিত্তিতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২১.০৮.২০২৫
সময়: ৩০০ মিনিট, সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।
পরিদর্শনের তারিখ: ২৯.০৭.২০২৫

সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ) কে এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নীচে বর্ণিত সুরক্ষিত উত্তমর্ণের কাছে হাইপোথেকেটেড/ বন্ধকীকৃত/চার্জড স্থাবর সম্পত্তির **প্রতীকী/বাস্তবিক দখলদারী** গৃহীত হয়েছে সুরক্ষিত উত্তমর্ণ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা, যা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"**-র ভিত্তিতে যা বিক্রি করা হবে **২১.০৮.২০২৫** তারিখে বকেয়া **৫,৪৭,২৭,৬১৬.৩৭ টাকা ১৬.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** এছাড়াও উল্লিখিত অর্থের উপর চুক্তিভিত্তিক হারে ভবিষ্যৎ সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি সহ পুনরুদ্ধারের জন্য যা সুরক্ষিত ক্রেডিটরের কাছে **মেসার্স শাহী কনস্ট্রাকশনস প্রা. লি.** প্রশাসনিক কার্যালয়ের ঠিকানা- আইবি-১/৪, সেক্টর ৩, গোল্ড ক্যাসেল কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি., সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৭০০১০৬। ডিরেক্টর ও জামিনদার(গণ)- **(১) ইরফান আলম এবং (২) মুমতাজ খাতুন,** উভয়েরই ঠিকানা- আইবি-১/৪, সেক্টর ৩, গোল্ড ক্যাসেল কো-অপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লি., সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৭০০১০৬-এর বকেয়া আছে।

(জ্ঞাত দায় সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

১)নং ৩এফ, ৩য় ফ্লোর, ব্লক-৪ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা অবনী অক্সফোর্ড ২ অ্যাপার্টমেন্ট নামে আবাসিক ভবনের একটি অংশ এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি আচ্ছাদিত পার্কিং স্থান (এলাকা ১১৩০ বর্গফুট + ১৩৫ বর্গফুট = ১৩৬৫ বর্গফুট) সহ আনুপাতিক অবিভক্ত এবং অবিভাজ্য অংশের ভূমি বা স্বার্থ, যা ব্লক/বিল্ডিং এর অংশ গঠন করে এবং উক্ত আবাসিক এলাকা/কমপ্লেক্স/ব্লক/বিল্ডিং এর অন্তর্গত সমস্ত সাধারণ অংশ, অংশবিশেষ, এলাকা এবং সুবিধার আনুপাতিক অংশ সহ **শাহী কনস্ট্রাকশনস প্রা. লি.** এর নামে অবস্থিত। এটি প্রেমিসেস নং ১৩৬, হোল্ডিং নং ৪৯, যশোর রোড, ওয়ার্ড নং ২৯, মৌজা পাটিপুকুর ও কৃষ্ণনগর, জে.এল. নং ২৪ ও ১৭, সি.এস দাগ নং- ২৪৩, ২৪৬, ৪৫৪, ২৪৫ (পি), ২৪০, ২৫০, ২৪৮, ২৪৯, ২৪৭, ১২৮৫, ১২৮৬, ১২৯২, ১২৮৩, ১২৮৭, ১২৮৮, ১২৯০, ২৩৯, ২৪২ এবং ২৩৯/২৫০, এল.আর. নং- ২৪৩, খতিয়ান নং-২২১, ২৩৩, ১১০৪, ১০০৫, ৮৪৩, ৯১, ৭৫১, ৬১ ও এল.আর. নং- ২২১, আর.এস. নং ৩ এবং ১৮০, সাব রেজিস্ট্রি বিধাননগর, পো.- বাঙ্গুর এভিনিউ, থানা- লেক টাউন, ওয়ার্ড নং ৩০ (বর্তমানে ২৯) দক্ষিণ দমদম পৌরসভা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা কলকাতা - ৭০০ ০৫৫, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **সম্পত্তিটি শাহী কনস্ট্রাকশনস প্রা. লি. (ঋণগ্রহীতা)-এর নামে রয়েছে, দলিল নং- আই - ৬২৪৪, ১৯.০১.২০২১। ভবনের সীমানা:-** উত্তর- ৫০ ফুট চওড়া যশোর রোড, দক্ষিণ- অন্য একটি জি+১৪ ভবন, পূর্ব- করিডোর ও অন্যান্য ফ্ল্যাট, পশ্চিম - শ্যাম লেক গার্ডেন।
সম্পত্তি আইডি: SBIN78178592517, বাস্তবিক দখলে আছে

সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
৭৫,০০,০০০.০০ টাকা	৭,৫০,০০০.০০ টাকা	১০,০০০.০০ টাকা

২) ৪০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ বাণিজ্যিক এলাকা এবং ১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ আধা-বাণিজ্যিক এলাকার এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যা ইস্টার্ন হরিমতি অ্যাপার্টমেন্টস নামে একটি ভবনের প্রথম ফ্লোরে অবস্থিত এবং যার প্রথম ফ্লোরে **মিসেস মুমতাজ খাতুন এবং মোঃ ইরফান আলম-এর নামে** শোরুম রয়েছে। এটি প্রেমিসেস হোল্ডিং নং- ৪৬৩, এন.এস.সি বসু রোড, ওয়ার্ড নং- ২৪, তৌজি ১০৯, মৌজা - উখিলা পাইকপাড়া, জে.এল নং-৫৬, এল.আর এবং আর.এস দাগ নং-২, আর.এস. খতিয়ান নং- ৯৬২/৭৭৪, এল.আর. খতিয়ান - ১৫৬২, ১৫৬৩, আর.এস নং- ১৪, পো.- নরেন্দ্রপুর, থানা- সোনারপুর, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অন্তর্গত, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৩ (ক্ষেত্রফল ৪০০ + ১০০০ = ১৪০০ বর্গফুট) -এ অবস্থিত। **দলিল নং- আই - ১২১৫২ তারিখ ২৯.১২.২০১৪। সম্পত্তিটি মিসেস মুমতাজ খাতুন, স্বামী ইরফান আলম, পিতা প্রয়াত আজিজুল হক-এর নামে রয়েছে। দলিল নং- আই-১২১৫২ তারিখ ২৯.১২.২০১৪। সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তর- তিরুপতি অ্যাপার্টমেন্ট, দক্ষিণ- আদ্যাশক্তি কমপ্লেক্স দ্বারা,পূর্ব- নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু রোড দ্বারা, পশ্চিম- আদ্যাশক্তি কমপ্লেক্স দ্বারা
সম্পত্তি আইডি: SBIN78223228220, প্রতীকী দখলে আছে

সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
৭০,০০,০০০.০০ টাকা	৭,০০,০০০.০০ টাকা	১০,০০০.০০ টাকা

৩) দক্ষিণ দিকের রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট নং - ৪ডি, ৪র্থ ফ্লোর এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি আচ্ছাদিত গাড়ি পার্কিং স্থান (পরিমাপ ১৪০২ বর্গফুট + ১৩৫ বর্গফুট = ১৫৩৭ বর্গফুট) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সহ আনুপাতিক জমি এবং ইজমেন্ট, কোয়াসি ইজমেন্ট, সাধারণ পরিষেবা এবং এর সাথে সংযুক্ত বিশেষাধিকার সহ সাধারণ লিফট সুবিধা। এটি প্রেমিসেস নং ২৭, আহিরিপুকুর ফার্স্ট লেন, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে, ওয়ার্ড নং- ৬৯, পো.- বালিগঞ্জ, থানা- কসবা, কলকাতা - ৭০০ ০১৯ -এ **মিসেস মুমতাজ খাতুন-এর নামে অবস্থিত। দলিল নং- আই-১০২৩ তারিখ ১২.০৩.২০২০। সম্পত্তিটি মিসেস মুমতাজ খাতুন, স্বামী ইরফান আলম-এর নামে রয়েছে। দলিল নং-আই-১০২৩ তারিখ ১২.০৩.২০২০। সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তর- আহিরিপুকুর ১ম লেন, দক্ষিণ- প্রেমিসেস নং ২, নজর আলি লেন, পূর্ব- প্রেমিজেস নং ২২, আহিরিপুকুর ১ম লেন, পশ্চিম- প্রেমিসেস নং ১/১এ, নজর আলি লেন দ্বারা।
সম্পত্তি আইডি: SBIN78178590451, প্রতীকী দখলে আছে

সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১,৩৯,০০,০০০.০০ টাকা	১৩,৯০,০০০.০০ টাকা	১০,০০০.০০ টাকা

৪) ইকুইনক্স অ্যাপার্টমেন্টস নামে পরিচিত যার তৃতীয় ফ্লোরে রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাট নং ২-৩ই, ব্লক-২ এ (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ১০৬২ বর্গফুট) এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি স্বাধীন গাড়ি পার্কিং স্থান সহ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, উক্ত ভবনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সাধারণ অংশ, স্থান, এলাকা, সুবিধা এবং স্বচ্ছন্দ-এর অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং অবিভক্ত আনুপাতিক অবিভাজ্য জমির শেয়ার ইরফান আলম, পিতা-প্রয়াত আজিজুল হক-এর নামে। এটি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ৫৮, প্রেমিসেস নং ২বি, মাইজান লেন, পো. + থানা- ট্যাংরা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০ ০৪৬, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। দলিল নং-আই-৫৮৮০ তারিখ ১৩.০৮.২০২১। সম্পত্তিটি ইরফান আলম, পিতা প্রয়াত আজিজুল হক-এর নামে রয়েছে, দলিল নং-আই-৫৮৮০ তারিখ ১৩.০৮.২০২১। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:-** উত্তর- ১৪এ, পায়মেন্টাল গার্ডেন লেন, দক্ষিণ- মিউনিসিপ্যালিটি রোড এবং ২বি, মিয়াজলেনের অংশ ও সাধারণ প্যাসেজ, পূর্ব- মিউনিসিপ্যাল রোড এবং আংশিকভাবে সাধারণ প্যাসেজ এবং আংশিকভাবে ৩, মিয়াজান লেন, পশ্চিম- ৯এ নিউ ট্যাংরা রোড এবং ১২, নিউ ট্যাংরা রোড
সম্পত্তি আইডি: SBIN78296957007, প্রতীকী দখলে আছে

সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
৭৫,০০,০০০.০০ টাকা	৭,৫০,০০০.০০ টাকা	১০,০০০.০০ টাকা

দ্রষ্টব্য: উপরের সম্পত্তিগুলি স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা-এর অনুমোদিত অফিসারের গঠনমূলক/প্রতীকী দখলে রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে পাওয়ার পর সফল দরদাতার কাছে সম্পত্তির বাস্তবিক দখল হস্তান্তর করা হবে।

ক) বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রদত্ত লিঙ্ক, সুরক্ষিত ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য তৈরি নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি / আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে তার ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যে কোনও প্রশ্নের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন Support.baanknet@psballiance.com অথবা যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০

তারিখ: ১৮.০৭.২০২৫
স্থান: কলকাতা
কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India | **আঞ্চলিক অফিস : বাঁকুড়া** মাচানতলা, ফ্যান্সি বাজারের কাছে বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭২২ ১০১ ই-মেল : recvbankro@centralbank.co.in | **স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি**

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮(৬) -এর অনুবিধি দেখুন]
সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/গণ ও জামিনদার/গণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে। এই সম্পত্তিগুলির বাস্তবিক দখল বা প্রতীকী দখল (বিশেষভাবে সম্পত্তির বিপরীতে চিহ্নিত) **সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া** (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক নেওয়া হয়েছে। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছ থেকে সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য এই সম্পত্তিগুলি **"যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায়", "যা আছে সেই অবস্থায়"** এবং **"যা কিছু আছে সেই অবস্থায়"** নিচে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুযায়ী বিক্রি করা হবে। অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী, সম্পত্তির উপর কোনরকম দায়বদ্ধতা নেই। তবে, আগ্রহী দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার আগে দায়বদ্ধতা, নিলামে তোলা সম্পত্তির স্বত্ব এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি/অধিকার/বকেয়া সম্পর্কে নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করে নিতে হবে।
সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না (ইএমডি.) নিচে সম্পত্তির বিপরীতে উল্লিখিত আছে।

ক্র. নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারের নাম	সম্পত্তির বিবরণ (ফ্ল্যাট / দোকান / জমি / ভবন ইত্যাদি) (সম্পত্তির আইডি)	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থ গ) দখলের তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য ইএমডি বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**উত্তম কুমার ব্যানার্জি,** পিতা- শ্রী শিশির কুমার ব্যানার্জি **শ্রী শুভদীপ ব্যানার্জি,** পিতা- শ্রী উত্তম কুমার ব্যানার্জি **শাখা - রঘুনাথপুর**	**শ্রী উত্তম কুমার ব্যানার্জি,** পিতা- শ্রী শিশির কুমার ব্যানার্জি**-এর নামে অবস্থিত আবাসিক বাড়ি** যার আর.এস. প্লট নং ৫৭৮০ ও ৫৭৭৮, খতিয়ান নং ৫৬২, এল.আর. খতিয়ান নং ২৪৯০, মৌজা - শঙ্কা, জে.এল. নং ১১৬, গ্রাম ও পো. - শঙ্কা, থানা - রঘুনাথপুর, শঙ্কা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, জেলা - পুরুলিয়া, পিন- ৭২৩১২১-এ অবস্থিত। দলিল নং- বিক্রয় দলিল নং আই-১০৯ তারিখ- ০৭.০১.১৯৯২ **সম্পত্তির আইডি: CBINBANK3427UTTAM**	ক) ১৬.০৩.২০২০ খ) ১৬.২১ লক্ষ টাকা গ) ১৩.০৮.২০২০ (প্রতীকী দখলে আছে)	আরপি : ১৯,৩৮,০০০.০০ টাকা ইএমডি: ১,৯৩,৮০০.০০ টাকা বিড বৃদ্ধি: ২০,০০০.০০ টাকা

ই-অকশন	পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	অকশনের ইএমডি জমা দেওয়ার শুরুর তারিখ ও সময়	অকশনের ইএমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়	ই-অকশনের তারিখ ও সময়
সকল সম্পত্তির জন্য	২৮.০৮.২০২৫	৩০ জুলাই, ২০২৫, সকাল ১০.০০টা	৩০ আগস্ট, ২০২৫, বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত	৩০ আগস্ট, ২০২৫, সকাল ১০.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এর ৮(৬) বিধি অনুযায়ী ৩০ দিনের সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অকশনটি ব্যাংকের অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে পরিচালিত হবে ই-অকশন এজেন্সির ওয়েবসাইট **https://baanknet.com/** ই-অকশন এজেন্সির যোগাযোগের বিবরণ হল- **পিএসবি অ্যালায়েন্স ইবিক্রয়, হেল্পডেস্ক নং +৯১ ৮২৯১২ ২ ০২২০, ই-মেইল support.baanknet@psballiance.com**।
বিডার নিবন্ধন এবং ইএমডি পেমেন্ট/ফেরত সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের জন্য- ই-মেইল **support.baanknet@psballiance.com**। কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন হেল্পডেস্ক অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করুন।
বিডারদের নিম্নলিখিত আনুষ্ঠানিকতাগুলি আগে থেকেই সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ধাপ ১: বিডার / ক্রেতা নিবন্ধন: বিডারকে তার মোবাইল নম্বর এবং ইমেইল-আইডি ব্যবহার করে ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম **https://baanknet.com/** -এ নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২: কেওয়াইসি যাচাইকরণ: ই-কেওয়াইসি এর অংশ হিসাবে নথিগুলি সিস্টেম দ্বারা যাচাই করা হবে। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধাপ ১ এবং ২ বিডারকে অনেক আগে থেকে সম্পন্ন করতে হবে।
ধাপ ৩: ইএমডি পরিমাণ: আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের নিলামের সময়/আগে তাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে অনলাইন মোডের (অর্থাৎ এনইএফটি/ট্রান্সফার/ইউপিআই/নেট ব্যাংকিং) মাধ্যমে ইএমডি পরিমাণ স্থানান্তর করতে হবে। যদি গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি পরিমাণ উপলব্ধ না থাকে, তবে সিস্টেম বিড করার অনুমতি দেবে না। নিবন্ধন, কেওয়াইসি নথির যাচাইকরণ এবং ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর নিলামের সময়ের অনেক আগে সম্পন্ন করতে হবে। বিডাররা এক বা একাধিক সম্পত্তির জন্য অফার দিতে পারেন। শুধুমাত্র তার ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ইএমডি থাকলেই আগ্রহী বিডার ই-নিলামের তারিখে বিড করতে পারবেন। বিড করার সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে পর্যাপ্ত ব্যালেন্স (>= ইএমডি পরিমাণ) থাকতে হবে। একাধিক সম্পত্তির জন্য অফারের ক্ষেত্রে বিডারদের প্রতিটি সম্পত্তির জন্য ইএমডি জমা দিতে হবে। ব্যাংকিং প্রক্রিয়া অনুযায়ী এতে কিছু সময় লাগতে পারে এবং তাই বিডারদের, তাদের নিজস্ব স্বার্থে, শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়াতে প্রি-বিড ইএমডি পরিমাণ অনেক আগে থেকে জমা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
ইএমডি পরিশোধ/অকশন প্রক্রিয়াকালে বিডিংয়ের জন্য https://baanknet.com/ -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
ধাপ ৪: বিডিং প্রক্রিয়া এবং নিলামের ফলাফল আগ্রহী নিবন্ধিত বিডাররা ধাপ ১, ২ এবং ৩ সম্পন্ন করার পর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে অনলাইনে বিড করতে পারবেন।
যদি কোনো সম্পত্তির জন্য একক বিডার থাকে, তবে সেই একক বিডারকে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিপরীতে উপরের সারণীতে উল্লিখিত বিড বৃদ্ধির পরিমাণের সমান বা তার বেশি অফার বাড়াতে হবে, অন্যথায় তাকে সফল বিডার হিসাবে ঘোষণা করার অধিকার থাকবে না।
অকশন চলাকালীন ইএমডি পরিশোধ/বিডিংয়ের জন্য **https://baanknet.com/** -এ উপলব্ধ নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করুন।
বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাংকগুলির ওয়েবসাইট **www.centralbankofindia.co.in** -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ: ১৭.০৭.২০২৫
স্থান: বাঁকুড়া
অনুমোদিত কর্মকর্তা
সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক, কমিশনকে তোপ তেজস্বীর

পাটনা, ১৭ জুলাই: ফের একবার নির্বাচন কমিশনের তীব্র সমালোচনা করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করে বৃহস্পতিবার তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক।' বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) অনুশীলন সম্পর্কে আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই, তবে যেভাবে এই অনুশীলন পরিচালিত হচ্ছে তা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক।'

তেজস্বী যাদব আরও বলেছেন, 'আমরা প্রতিটি প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করব। আমরা দেশের সমস্ত বড় নেতাদের চিঠি লিখছি এবং ১৯ তারিখে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গের বাসভবনে অনুষ্ঠিত ইন্ডি জোটের বৈঠকে যোগ দেব।'

শুক্রে বিহার সফরে প্রধানমন্ত্রী, একাধিক উদ্বোধন ও শিলান্যাস

পাটনা, ১৭ জুলাই: শুক্রবার বিহার সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনিই দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যিনি এই সফর নিয়ে ৫৩ বার বিহার সফর করবেন। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিহারের পূর্ব চম্পারণের মতিহারিতে ৭,২১৭ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এই বিষয়ে জানিয়েছেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী দারভাঙা-নারকটিয়াগঞ্জের মধ্যে রেললাইন প্রসারিত করার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন। এর পাশাপাশি, তিনি জাতীয় সড়ক-৩১৯ এর পারাইয়া (বোধগয়া) থেকে মোহনিয়া

(কৈমুর)-এ ৪ লেনের উদ্বোধন করবেন। এছাড়াও একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেন যে, বিহারকে উন্নয়নের শিখরে নিয়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। প্রধানমন্ত্রী মোদীর সফর বিহারের মতো একটি পিছিয়ে পড়া রাজ্যের উন্নয়নকে শক্তিশালী করে তুলছে।

মোদীজির সবচেয়ে বড় কাজ দেশকে সুরক্ষিত করা: শাহ

জয়পুর, ১৭ জুলাই: মোদীজির সবচেয়ে বড় কাজ হল দেশকে সুরক্ষিত করা। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, 'মোদীজির নেতৃত্বে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও, ২৭ কোটি মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছেন। মোদীজির সবচেয়ে বড় কাজ হল দেশকে সুরক্ষিত করা। কংগ্রেসের আমলে ঘন ঘন সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে। মোদীজি উরি হামলার পর সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, পুলওয়ামা হামলার পর এয়ার স্ট্রাইক এবং পহেলগাঁও হামলার পর অপারেশন সিঁদুর পরিচালনা করেছেন। আমরা বিশ্বকে একটি শক্তিশালী বার্তা পাঠিয়েছি যে, ভারতে আক্রমণ করা হলে পরিণতি ভোগ করতে হবে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার জয়পুরের দাদিয়া গ্রামে এক জনসভায় ভাষণ দেন। এই জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, 'রাজস্থান গ্লোবাল ইনভেস্টরস সামিটের সময় ৩৫ লক্ষ কোটি টাকার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছিল। গত ১১ বছরে, মোদী সরকার সারা দেশে ৬০ কোটি দরিদ্র ব্যক্তিকে ঘর,

শৌচাগার, গ্যাস, বিদ্যুৎ এবং বিনামূল্যে রেশন প্রদান করেছেন। ভজনলালজি সরকারের অধীনে রাজস্থানে এই সমস্ত প্রকল্পগুলি ভালোভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।' অমিত শাহ জোর দিয়ে বলেছেন, 'এখন যখন আমি এখানে এসেছি, তখন দেখতে পাচ্ছি রাজস্থান সরকার এত অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কিছু অর্জন করেছে। পুরো রাজ্য পেপার ফাঁসের কারণে অস্থির ছিল। একটি সিট গঠন করে, রাজস্থান সরকার পেপার ফাঁস মাফিয়াদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী বার্তা দিয়েছে।'

ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কো

কিয়েভ, ১৭ জুলাই: ইউক্রেনের নয়া প্রধানমন্ত্রী হলেন ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কো। তিনি ইউক্রেনের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। ইউক্রেনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেশটির অর্থমন্ত্রী ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কোর নাম সুপারিশ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ভলাদিমির জেলেনস্কি।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি আগেই বলেছিলেন, 'আমি ইউক্রেন সরকারকে নেতৃত্ব দিতে এবং এর কার্যক্রম নতুন করে শুরু করতে ইউলিয়া সিভিরিদেঙ্কোর নাম প্রস্তাব করেছি। শিগগিরই নতুন সরকারের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনের অপেক্ষায় আছি আমি। জেলেনস্কি তাঁর এ সুপারিশকে ইউক্রেন সরকারের 'কার্যনির্বাহী শাখার রূপান্তর' প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন।' জেলেনস্কি আরও বলেন, তিনি ও সিভিরিদেঙ্কো ইউক্রেনের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়ানো, নাগরিকদের জন্য সহায়তা কর্মসূচি সম্প্রসারণ এবং দেশীয় অস্ত্র উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইরাকের শপিং মলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, মৃত কমপক্ষে ৬০

বাগদাদ, ১৭ জুলাই: ইরাকের একটি শপিং মলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। যার ফলে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছেন কমপক্ষে ৬০ জন। পূর্ব ইরাকের আল-কুত শহরের একটি হাইপার,মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১১ জন নিখোঁজ। বৃহস্পতিবার শহরের একজন স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, 'আমরা ৫৯ জন নিহতের একটি তালিকা তৈরি করেছি, যাদের পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে, কিন্তু একজনের দেহ এতটাই খারাপ ভাবে পুড়ে গিয়েছে যে

শনাক্ত করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।' অগ্নিকাণ্ডের কারণ তাৎক্ষণিক ভাবে জানা যায়নি, তবে প্রদেশের গভর্নর বলেছেন, তদন্তের প্রাথমিক ফলাফল ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঘোষণা করা হবে। বুধবার গভীর রাতে হাইপার মলে আগুন লাগে।

ময়দান

ক্রিকেটের আলোয় হারিয়ে যাওয়া নেট বোলাররাই গড়েন একাধিক ব্যাটার!

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আমি যখন প্রথমবার বিরাট ভাইয়ার সামনে বল করলাম, গা শিরশির করছিল। কিন্তু সেটা জীবন বদলে দিল।' বলছিলেন কৌশিক মিত্র, যিনি ২০২১ সালে আরসিবির নেট বোলার হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিলেন। আজ তিনি কর্ণাটকের রঞ্জি দলে নিয়মিত মুখ।

ভারতের ক্রিকেট মানেই এখন তারকাখচিত গ্ল্যামার, স্টারডম, স্পনসর আর ট্রফি। কিন্তু এই সাফল্যের পিছনে যাঁরা দিনরাত মাঠে বল ছুঁড়ে যাচ্ছেন, তাঁদের কথা খুব কম মানুষই জানেন। তাঁরা নেট বোলার, নিঃশব্দে তৈরি হওয়া ক্রিকেটের পর্দার পেছনের সৈনিক। নেট বোলারদের মূল কাজ জাতীয় বা আইপিএল দলের ব্যাটসম্যানদের অনুশীলনে বল করা। শুনতে সাধারণ লাগলেও, এর পেছনে রয়েছে কৌশল ও মানসিক দৃঢ়তা।

একজন নেট বোলারকে প্রতিদিন ৪০, ৫০ ওভার পর্যন্ত বল করতে হয়। কেউ কেউ দিনশেষে হাত ফুলে যাওয়ার কথা বলেন, আবার কেউ বলেন, 'এটাই আমার শরীর তৈরি করার সুযোগ।' তাই শুধু শক্তি নয়, সাহস, স্থিরতা আর ধৈর্যও লাগে। ভারতের বহু বর্তমান তারকা একসময় ছিলেন নেট বোলার। যেমন নভদীপ সাইনি, মোহাম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিং, তুষার দেশপান্ডে, পৃথ্বীশ। তাঁরা সকলেই নিজেদের পরিচয় তৈরি করেছিলেন নেট বলিংয়ের মাধ্যমে। আইপিএল দলের স্কাউটরা প্রায়শই নেট বোলারদের পারফরম্যান্স পর্যবেক্ষণ করেন। অনেক সময় ইনজুরির কারণে শেষ মুহূর্তে সুযোগ আসে। যেমনটা হয়েছিল কার্তিক ত্যাগীর ক্ষেত্রে।

অনুকূল সেন, ২৪ বছর বয়সী একজন বাঁহাতি পেসার। গত তিন বছর ধরে দিল্লি ক্যাপিটালস ও ভারতীয় দলের নেট বোলার হিসেবে কাজ করছেন। 'যখন আমি প্রথম বার শ্রেয়াস আইয়ারকে বল করি, উনি বললেন, 'ভালো কাটার ছিল, ছেলে।' সেটাই আমার জন্য পুরস্কার ছিল। কিন্তু পরদিনই অন্য কেউ এসে জায়গা নিল। এটাই আমাদের জীবন, প্রমাণ করে যাও, প্রতিদিন।' বিকাশ দিনে ৬, ৭ ঘণ্টা নেট প্র্যাকটিসে থাকেন। দুপুরে অনেক সময় খাবারও জোটে না। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন, 'এই রাস্তাই একদিন আমাকে জাতীয় দলের দিকে নিয়ে যাবে।'

নেট বোলারদের কোনও স্থায়ী চুক্তি থাকে না। দিনে বা সিরিজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, যা এক একজনের ক্ষেত্রে ভিন্ন (প্রায় ২০০০, ১০,০০০ পর্যন্ত)। তবু তাঁরাও দেশের হয়ে খেলার স্বপ্নে এগিয়ে চলে। তাঁদের কোনও নির্দিষ্ট ফিজিও বা ট্রেনারও থাকে না। কখনো চোট পেলে নিজের খরচে চিকিৎসা করতে হয়। তার ওপর অনিশ্চয়তা সর্বক্ষণ তাড়া করে, 'কাল ডাকবে তো'? এই প্রশ্নটাই ঘুরে ফিরে আসে। দলের কোচরা, বিশেষ করে রাহুল দ্রাবিড় বা গৌতম গম্ভীর, অনেক সময় নেট বোলারদের নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেন। তাঁরা মনে করেন, দলের প্রস্তুতি নিখুঁত করতে গেলে ম্যাচ-সিমুলেশন দরকার, যেটা শুধুমাত্র অভিজ্ঞ নেট বোলারদের দিয়েই সম্ভব। এমনকি বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টেও ৪, ৬ জন 'রিজার্ভ নেট বোলার' রাখা হয়।

২০২৩ বিশ্বকাপে যেমন উমরান মালিক ও মুকেশ কুমারকে নেট বোলার হিসেবে পাঠানো হয়েছিল। ভারতীয় ক্রিকেট আজ যে উচ্চতায় পৌঁছেছে, তার পিছনে এক বিশাল দল কাজ করে। ক্যামেরার সামনের ১১ জনের বাইরে যে শত শত মানুষ পরিশ্রম করেন, তাঁদের একজন নেট বোলার। তাঁরা হয়তো ম্যাচ খেলেন না, ফ্যানের পোস্টারে থাকেন না, মিডিয়ার হেডলাইনও হন না। তবু তাঁদের একেকটা ইয়র্কার, এক একটা বাউন্সার, কিংবা ডেলিভারির মধ্যে লুকিয়ে থাকে আগামী দিনের এক একটা আন্তর্জাতিক তারকার প্রস্তুতির গল্প। নেট বোলারদের পাশে দাঁড়ানো শুধু মানবিকতার কাজ নয়, সেটা ভবিষ্যতের ক্রিকেটকে সম্মান জানানোর মাধ্যমও।

পাঁচ ম্যাচ পর বড় হার মায়ামির, গোলহীন মেসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফ্লোরিডা, ১৭ জুলাই: বৃহস্পতিবার গোল এলো না মেসির পা থেকে। আর্জেন্টাইন মহাতারকার বিবর্ণ পারফরম্যান্সের দেখা গেল সিনসিনাটির বিপক্ষে। এর ফলে ইন্টার মায়ামিও দেখলো বড় হার। বৃহস্পতিবার টিকিউএল স্টেডিয়ামে সিনসিনাটির বিপক্ষে ৩-০ গোলে হেরে গেছে ইন্টার মায়ামি। এদিন পুরো ৯০ মিনিট মাঠে থাকলেও দলের হয়ে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি মেসি।

মহামেডানের হার, জয়ে ফিরল ভবানীপুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা লিগে আবারও হার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। কল্যাণী স্টেডিয়ামে মহামেডান স্পোর্টিংকে ৩-২ গোলের ব্যবধানে হারাল খিদিরপুর। নিজেদের তৃতীয় ম্যাচেও পয়েন্টের খাতা খুলতে ব্যর্থ মেহরাজুদ্দিন ওয়াডুর দল। নওবা মেইতেইয়ের হ্যাটট্রিকে জয় পেল খিদিরপুর। মহামেডান অধিনায়ক দীনেশ মেইতেই কার্ড সমস্যার কারণে খেলতে পারেননি এই ম্যাচে।* প্রথমার্ধে ম্যাচের ফলাফল ছিল ১-১। মহামেডানের হয়ে পেনাল্টি থেকে গোল করেন সজল বাগ। বক্সের ভিতর খিদিরপুরের ডিফেন্ডার সুমন রায়ের হ্যান্ডবলে পেনাল্টি পায়

মহামেডান।দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে আবারও গোল করে খিদিরপুরকে এগিয়ে দেয় নওবা। ৮২ মিনিটে এডিসনের গোলে সমতায় ফেরে মহামেডান। ৮৬ মিনিটে খিদিরপুরের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন নওবা। ম্যাচ শেষে মহামেডান সমর্থকরা ক্ষোভ উগরে দেন কোচ ও ফুটবলারদের উপর।

অন্য ম্যাচে ৩-০ গোলে উয়াড়িকে হারাল ভবানীপুর। ৫৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন বিদ্যাসাগর। ৬১ মিনিটে আবারও গোল করে বিদ্যাসাগর। অপর গোলটি করেন জোজো। নৈহাটি স্টেডিয়ামে ক্যালকাটা পুলিশকে ৩-০ গোলে হারিয়ে জয়ী আসোস রেনবো।

ডুরান্ডের টিকিটে সমস্যা নয়, আশ্বাস ক্রীড়ামন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২৩ জুলাই থেকে শুরু হবে ডুরান্ড কাপ। টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করবেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের। এবার টুর্নামেন্টে মোট ২৪টি দল অংশগ্রহণ করবে। কলকাতার তিন প্রধান ছাড়াও প্রথমবার ডুরান্ড খেলবে ডায়মন্ডহারবার এফসি। আইএসএল ও আইলিগের ছয়টি করে ক্লাব, এবং সেনার তিনটি দল খেলবে। মালয়েশিয়া এবং নেপাল থেকে একটি করে বিদেশি দল খেলবে।

টুর্নামেন্টের পুরস্কারমূল্য ১.২ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকা করা হয়েছে।প্রত্যেক বছর ডুরান্ড কাপে টিকিট নিয়ে অসন্তুষ্ট থাকে সমর্থকরা। বিশেষ করে ডার্বিতে টিকিট বন্টন নিয়ে ক্ষোভ থেকে যাগ ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগান ক্লাবকর্তাদেরও। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আশ্বাস দিলেন, পর্যাপ্ত পরিমাণ টিকিট পাবে কলকাতার দলগুলি। ডার্বি ছাড়াও অন্যান্য ম্যাচে সাধারণ টিকিট পাঁচ হাজার দেওয়া হবে। এছাড়াও ২০০টি ভিআইপি টিকিট থাকবে। ভিভিআইপি, বক্সের জন্যও টিকিট থাকবে। আইএফএ পাবে ১২০০ সাধারণ টিকিট। ডার্বি ম্যাচে ভিআইপি টিকিটের থাকবে ১৫০টি। প্রত্যেক ডার্বি ম্যাচে যে দলগুলি খেলছে না, তারা ৫০০ টি করে টিকিট পাবে। ২৩ জুলাই সাউথ ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ইস্টবেঙ্গল। ৩১ জুলাই

কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হবে মোহনবাগান ও মহমেডান।

SARATCHANDRA GRAM PANCHAYAT
Bagnan-II Development Block
Mellock, Bagnan, Howrah
Notice Inviting e-Tender (1st Call)
NIT No. WB/HZP/SARATCHANDRA GP/NIET-11/2025-26, Sl. 1, Date-15.07.2025. Bid Submission Start Date : **16.07.2025 from 12:00 Noon.** Bid Submission End Date : **23.07.2025 up to 11:00 AM.** Technical Bid Opening Date : **25.07.2025 at 11:00 AM.** For details information visit website: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- **Pradhan**
Saratchandra Gram Panchayat

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.-Panihati, P.S.-Khardah,
Dist.-North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel. No.-033 2553-2909, Fax-033 25634457
Notice Inviting e-Tender
E-Tender is hereby invited for supply of printed forms from reliable, eligible, resourceful and bona fide Company/Firm/Contractor/agency Agencies with sound technical capabilities having experience in printing various forms for the work **BID No.: PM/PWD/2025-26/35 (2nd call), dated 17.07.25** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in. Tender ID No.: 2025_MAD_879987_1 to 2025_MAD_879987_2.** Contact concern authority P.W. Department. Panihati Municipality at the above address. Bid submission Last date (online) **24.07.2025 at 5:30 PM,** Bid submission start date **18.07.2025 at 10:00 AM.**
Sd/- **Executive Officer**
Panihati Municipality

OFFICE OF THE BOARD OF COUNCILLORS OF RANAGHAT MUNICIPALITY
RANAGHAT, NADIA
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo. No. 969/RM
Date – 17.07.2025
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-5e/2025-26/SL1
Tender ID : 2025_MAD_879650_1
Name of the work: Electrification of 4 Storied Commercial Building At P.K. Ghatak Road In Ward No.04 Under Ranaghat Municipality. **Last Date Submission of Bid:02.08.2025**
Memo. No. 970/RM
Date – 17.07.2025
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-4e/2025-26/2nd Call/SL1
Tender ID : 2025_MAD_879667_1
Name of the work: Installation, Commissioning, Testing of Dilapilated Existing Chimney over Existing R.C.C. Foundation at Baitarini Ranaghat Electric Crematorium at ward no.10 within Ranaghat Municipality. **Last Date Submission of Bid:02.08.2025**
Memo. No. 972/RM
Date – 17.07.2025
Tender Ref No : WBMAD/ULB/RM/NIT-6e/2025-26/SL1
Tender ID : 2025_MAD_879710_1
Name of the work: Supply, fitting and fixing of FRP chariot in ward no.14 and steam Engine in ward no. 05 within Ranaghat Municipality. **Last Date Submission of Bid:02.08.2025**
Intending bidders may download tender documents and all other Terms and Conditions from the website **https://www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Chairman
Ranaghat Municipality

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

TENDER
Expression of Interest is invited from NKDA empanelled Architects & Engineers within 14 days of this advertisement for sanction of G+4 MIG buildng plan at plot no 1217 of AA IIIC, New Town at e-mail : "abchousingcooperativesociety @gmail.com"
ABC Cooperative Housing Society
Kolkata-700 055

TENDER NOTICE
WBCADC is inviting e-Tender for **Construction of 2 (Two) Unit Crops Threshing Floor at WBCADC Nalhati-I Project under RKVY Fund Programme** for **F.Y. 2025-26, [NIT No.: 12/2025-26(2nd Call), Tender Amount Rs. 8,77,878.00]**. The intending tenderers will have to collect the tender documents within **25.07.2025** up to **16:30 hours** by downloading through the website stated below:
For details visit the website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Administrative Secretary
WBCADC

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ডিসিই-কন-II-কেজিপি-৩-২০২৫, তারিখ ১৬.০৭.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন-II)/খড়্গপুর, দঃপূঃ রেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডার ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্ধারিত তারিখে দুপুর ১২টায় টেন্ডার বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন-II/খড়্গপুর, দঃ পূঃ রেলওয়ের খড়্গপুর ডিভিশনের অধিক্ষেত্রাধীনে বিদ্যমান কন্সট্রাকশন অফিসের অধিকতর আবশ্যক মেরামতি সহ কন্সট্রাকশন অফিসের চত্বরে অবস্থিত, খড়্গপুরে ৮ মি x ১২ মি ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন, মন্দাকিনী গেস্ট হাউস ২য় তল (ওআরএইচ) সহ কন্সট্রাকশন ইউনিটের (সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল এবং সিগন্যাল ও টেলিকম) জন্য নতুন অফিস বিল্ডিং সম্পাদন; সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স ব্রিগেড, দঃ পূঃ রেলওয়ে প্রোমোটি অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন - খড়্গপুর, কেভিবিডিও এবং দঃ পূঃ রেলওয়ে সিভিল ডিফেন্স - খড়্গপুরের অফিসগুলি ভেঙে ফেলা ও প্রতিস্থাপন করা। **ব্যয় ঃ** ১৯,১৬,৬৯,৬৫৭.০২ টাকা। **ইএমডি ঃ** ১১,০৮,৪০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১৮ (আঠেরো) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ১৯.০৮.২০২৫। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps. gov.in** দেখতে ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** অন্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডার নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-405)**

E-TENDER
E- Tenders invited by the Prodhan, **Pipulbaria Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Pipulbaria, Nadia. **NIET No. 08/15TH CFC/PGP/2025-26.** Last date of submission **26.07.2025 up to 4p.m** For details contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Pipulbaria Gram Panchayat.

E-TENDER
E- tenders are invited by the Prodhan, **Murutia Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Baliadanga, Nadia. **NIET NO- 06/15th FC/2025-26,** Last date of submission **25.07.2025 up to 5p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan,
Murutia Gram Panchayat.

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/206/25-26 Dated 16.07.2025	Construction of Soling road at Sitala Mandir to H/O Gopal Karmokar via H/O Sadhan Roy(Lenin Nagar), in Ward No-32, under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 5,80,769.00

Bid Submission end date: **26.07.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

BIRNAGAR MUNICIPALITY
e-Quotation Notice
Name of Work:- Interconnection of HDPE pipe line with different dia. Existing CI, DI and HDPE pipe line from Ward No. 01 to 14 under Birnagar Municipality, **Tender ID-2025_MAD_879623_1**

Sl. No.	NIeQ No.	Date of Publishing	Bid submission closing date online
01.	WBMAD/BM/5q/2025-26, Memo No. 338/PWD, Date-17-07-2025	17.07.2025 at 11.00am	25.07.2025 at 03.55 pm

For details please visit **www.wbtenders.gov.in & www.birnagarmunicipality.org**
Partha Kumar Chatterjee
Chairman
Birnagar Municipality

Pratapnagar Gram Panchayat
Vill + P.O.- Kustia, P.S.- Sonarpur, South 24 Pgs.
Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **e-Tender No.: WB/S24PGS/PGP/75/2025-26, WB/S24PGS/PGP/76/2025-26 & WB/S24PGS/PGP/77/2025-26, Date: 17.07.2025. Total Scheme- 15 Nos., Fund-15th F.C.** Bid Submission Start Date : **17.07.2025 at 04:00 PM.** Last Date of Submission : **25.07.20245 up to 03.00 PM.** Date of Opening of Tender : **28.07.2025 at 01:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Pratapnagar Gram Panchayat

BASULDANGA GRAM PANCHAYAT
DIAMOND HARBOUR-I BLOCK
DIAMOND HARBOUR, SOUTH 24 PARGANAS
On behalf of Basuldanga Grampanchayat of Diamond Harbour I block under south 24 parganas dist invites bids through open e-tender process for the vide NIT No 2356 /BGP TIED 10 Nos Scheme under 15th CFC of Basuldanga Gram panchayat Dated **18/07/2025**
Details are available in the website **wb tenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Basuldanga Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/205/25-26 Dated 16.07.2025	Interlocking Designer Concrete Paver Block Road from Masterpara Jame Masjid to Baikunthapur Co-Operative in Ward No. 14 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 21,70,143.00
WBMAD/ULB/RSM/207/25-26 Dated 16.07.2025	Construction of Concrete Road From Nabarunpur Culvert To Mudi shop, In Ward No-35 Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 10,51,196.00
WBMAD/ULB/RSM/208/25-26 Dated 16.07.2025	Construction of Concrete Road From Shiv Shakti Vandar To Ashram, In Ward No-35 Under Rajpur Sonarpur Municipality	Rs. 14,77,817.00
WBMAD/ULB/RSM/77/25-26/2nd Call Dated 16.07.25	Extension Of Mahamayatala Upsc-ii Buiding At Ward No.- 27 Under Rajpur-sonarpur Municipality	Rs. 12,76,012.00
WBMAD/ULB/RSM/209/25-26 Dated 17.07.2025	Roof Protection work with Tin Shed & Store Room at Rajpur Local Office In Ward No-17 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.14,33,003.00

Bid Submission end date: **04.08.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ জুলাই ২০২৫, ১ শ্রাবণ ১৪৩২ শুক্রবার

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন

হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি কবে জারি করবে রাজ্য, এ ব্যাপারে জানতে চেয়ে রাজ্যকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে কার্যত 'ডেডলাইন' ধরিয়ে দিয়ে হলফনামা চাইল।

বহুকাল বালাই নেই নির্বাচনের। ইউনিয়ন রুম যেন অলিখিত ক্ষমতাবলেই 'দখল' নিয়েছে শাসক শিবিরের ছাত্র নেতারা। এই পরিস্থিতিতে বারংবার উঠেছে অভিযোগ। আর এর প্রতিফলন হিসেবে সাম্প্রতিককালে নির্বাচনের দাবিতে, শিক্ষামন্ত্রীকে ঘেরাও করতে দেখা গিয়েছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়েও। আবার নির্বাচন না হওয়ার কারণেই ক্ষমতার 'একচেটিয়া' ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল কসবা-কাণ্ডে ধৃত মূল অভিযুক্তের বিরুদ্ধেও। এই একাধিক প্রসঙ্গগুলিকে ঘিরে রয়েছে একটি ইস্যু, তা হল ছাত্র পরিষদ নির্বাচন। এবার সেই সূত্র ধরে আদালতেও উঠল 'নির্বাচন প্রসঙ্গ'।

প্রায় বছর দশেক ধরে ছাত্র সংসদের নির্বাচন কেন করা হচ্ছে না, এই প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছিলেন আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মামলার শুনানিতেই বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দেয় আদালত। বিচারপতি সৌমেন সেন এদিন রাজ্যকে বলেন, সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গর্ভনিং বডিকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও গর্ভনিং বডিগুলিতে শিক্ষাবিদদের রাখা প্রয়োজন। যাদের থেকে পড়ুয়ারাও কিছু শিখতে পারবে। পাশাপাশি, বিচারপতি সৌমেন সেনের নির্দেশ, যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে উপাচার্য রয়েছে, সেখানে যত দ্রুত সম্ভব ছাত্র সংসদের নির্বাচন করাতে হবে। জবাবে রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর নেই। বহু

বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যকে দিয়ে কাজ চলছে। এটা রাজনৈতিক নিয়োগ। আমরা এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করছি।' তবে রাজ্য পক্ষের এই দাবি কার্যত মানতে নারাজ বিচারপতি সৌমেন সেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে কল্যাণ বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, এই অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যরা কোনও নীতিগত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না।' সব শেষে রাজ্য নির্বাচন নিয়ে সময় মতো বিজ্ঞপ্তি জারি করুক, এই নির্দেশই বহাল রাখে আদালত।

উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে কসবার আইন কলেজের ঘটনা সামনে আসার পর কলকাতা হাইকোর্ট গোটা রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ইউনিয়ন রুম বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়। ছাত্র ইউনিয়ন রুম বেআইনি কাজকর্মের আখড়া হয়ে উঠেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এরপরই বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ গত ৩ জুলাই নির্দেশ দেয়, সব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টস ইউনিয়ন রুম বন্ধ করে দিতে উচ্চশিক্ষা দপ্তরকে নোটিস জারি করতে হবে। কর্তৃপক্ষ ওই রুম তালা বন্ধ করে রাখবে। ইউনিয়ন রুম খোলার প্রয়োজন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের কাছে যথাযথ কারণ জানিয়ে চিঠি দিয়ে আবেদন করতে হবে বলে জানায় আদালত।

ইউনিয়ন রুম বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি উচ্চশিক্ষা দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে গণধর্ষণের ঘটনার পর সতর্ক পদক্ষেপ রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে ইউনিয়ন রুম বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি উচ্চশিক্ষা দপ্তরের। ওই বিজ্ঞপ্তিতে এও বলা হয়েছে, বর্তমানে বেশ কিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ইউনিয়ন রুমে অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছে। বহুদিন যাবৎ কলেজগুলিতে কোনও স্টুডেন্ট কাউন্সিল নেই। এমনকী হয়নি কোনও ছাত্র সংসদ নির্বাচন। এই পরিস্থিতিতে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিয়ন রুম বন্ধ থাকবে। একইসঙ্গে ওই বিজ্ঞপ্তিতে এও জানানো হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার বা নিবন্ধকের কাছে ও কলেজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজে কর্তৃপক্ষের কাছে রুমের চাবি থাকবে। ইউনিয়ন রুমে ঢোকার কোনও প্রয়োজন থাকলে তা লিখিত আবেদন করতে হবে। প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী একমাত্র কর্তৃপক্ষের অনুমতির পরেই রুম খোলা হবে। তবে একইসঙ্গে এও বলে দেওয়া হয়েছে, এই নির্দেশ পড়ুয়াদের কমন রুমের জন্য প্রযোজ্য বা বলবৎ হবে না। এদিকে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পর রাজ্যের বেশ কিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন রুম বন্ধ রেখেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৩ মাস আগে থেকেই ইউনিয়ন রুম বন্ধ রেখেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অ্যাডভাইজারি জারি করার প্রক্রিয়াও শুরু হচ্ছিল। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ায় মামলাও হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি কবে জারি করবে রাজ্য, এ ব্যাপারে জানতে চেয়ে রাজ্যকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ দু'সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে কার্যত 'ডেডলাইন' ধরিয়ে দিয়ে হলফনামা চেয়েছে। তবে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন একটি এসওপি জারি করা হবে। যদিও সেই এসওপি কবে থেকে জারি করা হবে রাজ্যের কলেজগুলির জন্য সেই বিষয়ে অবশ্য বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। তবে নির্দেশিকা জারি করার আগেই বেশ কিছু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়ন রুম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বলেই জানিয়েছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাংশ। প্রসঙ্গত, গত ২৫ জুন সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজের ইউনিয়ন রুম ও গার্ড রুমে প্রথমবর্ষের এক ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। এরপরই প্রশ্ন ওঠে, ছাত্র সংসদ না থাকায় ইউনিয়ন রুমগুলি খোলা থাকা নিয়ে। এই ঘটনার জল গড়ায় আদালতেও। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ আসে বন্ধ রাখা হোক ইউনিয়ন রুম। এবার সেই ব্যাপারেই নির্দেশিকা কার্যকর করল উচ্চশিক্ষা দপ্তর।

বিনোদন পার্কের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন শোকস্তব্ধ বাবা

গাফিলতির তদন্ত চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বন্ধুদের সঙ্গে নিক্কো পার্কে ঘুরতে গিয়ে বুধবার মৃত্যু হয় রাহুল দাস নামে এক যুবকের। ওই ঘটনায় এবার ছেলের অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত চেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হল পরিবার। নিকো পার্ক কর্তৃপক্ষের দাবি, ওয়াটার পার্কে স্নান করার সময় আচমকা অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই যুবকের। তবে বৃহস্পতিবার রাহুলের পরিবারের তরফে নিক্কো পার্ক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেখানে সংশ্লিষ্ট পার্কের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগই তোলা হয়েছে বলে সূত্রে খবর।

সূত্রে এ খবরও মিলেছে, পরিবারের অভিযোগ, নিক্কো পার্কে প্রাথমিক চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই। রাহুল যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন, সেই সময় সেখানে তাঁকে বসিয়ে রাখা হয়। পরে সেখান থেকে বের করা হয়। পাশাপাশি তাঁরা এ দাবিও করেন, ঠিক সময় চিকিৎসা করলে হয়তো প্রাণ যেত না রাহুলের। সেই কারণে মৃতের পরিবারের প্রশ্ন, কেন রাহুলকে দীর্ঘক্ষণ ধরে ফেলে রাখা হয়েছিল। প্রশ্ন উঠেছে, এত বড় বিনোদন পার্কের কেন প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কোনও চিকিৎসক নেই। একইসঙ্গে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, কেন রাহুলকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে আনা হল সে ব্যাপারেও। প্রশ্ন উঠেছে, কোনও স্ট্রেচারের ব্যবস্থা নেই কেন। এই প্রসঙ্গে মৃতের পরিবারের সদস্যেদের তরফ থেকে এটাও বলা হচ্ছে, এই ধরনের বিনোদন পার্কে নির্দিষ্ট প্রতিদিনের মতো চিকিৎসক থাকার কথা। কিন্তু বুধবার সেই চিকিৎসক ছিল না। যদিও পার্ক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অস্বীকার করছে। এছাড়াও ঘটনা ঘটার পরে অ্যাম্বুল্যান্স আসতে দেরি করেছিল। কিন্তু পার্ক কর্তৃপক্ষ সেই অভিযোগও অস্বীকার করেছে। উল্টে নিক্কো পার্ক কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সিসিটিভি ফুটেজ দিয়ে তারা জানিয়েছে, ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্সে করে রাহুলকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বেসরকারি হাসপাতালে, কোনও সরকারি হাসপাতালে নয়। পরিবারের আরও অভিযোগ, ঘটনা ঘটার পরে যখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্ত রাহুলের বন্ধুবান্ধবরা বুকে চাপ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল, সেখানেও কর্তৃপক্ষ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে পার্ক কর্তৃপক্ষের দাবি, নির্দিষ্টভাবে কীভাবে বুকে চাপ দিতে হয়, সেটা সবাই জানে না। ফলে আরও খারাপ ঘটনা ঘটতে পারত। সেই কারণে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিল পার্ক কর্তৃপক্ষ।

বিধাননগর দক্ষিণ থানার তরফে ঘটনা সংক্রান্ত একটি মামলা রুজু করা হয়েছে। অভিযোগ দায়ের হওয়ার বিষয় নিয়ে বিধাননগর কমিশনারেটের কোনও পদস্থ আধিকারিক মুখ খুলতে চাননি। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিকের কথায়, 'পরিবারের তরফ থেকে আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি । সমস্ত দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' যুবকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিশ। বন্ধুদের বয়ানও নেওয়া হয়েছে। সঙ্গে পার্ক কর্তৃপক্ষের বয়ানও নেওয়া হয়েছে।

কুমোরটুলিতে ছবিটি লেন্সবন্দি করেছেন অদিতি সাহা।

এক নজরে

১১ বছর পর মুক্তি

■ জয়ন্তী দেব হত্যা মামলায় শিয়ালদহ অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ, ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টের দেওয়া ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত তিনজনকেই বেকসুর খালাস করে দিল বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। দীর্ঘ ১১ বছর পর কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শব্বর রশিদীর ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে বেকসুর খালাস পেলেন সুরজিৎ দেব, তাঁর বান্ধবী লিপিকা পোদ্দার এবং সঞ্জয় বিশ্বাস। প্রসঙ্গত, শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনের পার্কিং লটে ২০১৪ সালের ২০ মে সন্ধ্যায় এক চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা কাঁপিয়ে দিয়েছিল গোটা শহরকে। সেদিন দড়ি দিয়ে বাঁধা একটি লেপ, একটি বড় ট্রলি ব্যাগ ও একটি স্কুল ব্যাগ বেওয়ারিশ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। কর্তব্যরত জিআরপিএফ কর্মীর তৎপরতায় পুলিশ এসে দেখে, ওই ব্যাগ ও লেপের ভিতরে রয়েছে টুকরো টুকরো করে কাটা এক মহিলার দেহ। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, মৃত মহিলার নাম জয়ন্তী দেব। তার স্বামী সুরজিৎ দেবের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই সম্পর্কের টানাপোড়েন চলছিল। তাঁরা আলাদা থাকতেন। পুলিশ তদন্ত করে সুরজিৎ দেব, তাঁর বান্ধবী লিপিকা পোদ্দার এবং সঞ্জয় বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করে। দ্রুত বিচার প্রক্রিয়ায় শিয়ালদহ অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজের ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট ওই তিনজনকেই মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেয়। ২০১৯ সালের ২২ জুলাই হাইকোর্টে আপিল করেন অভিযুক্তরা। তারপর বৃহস্পতিবার তিন অভিযুক্ত মুক্তি পেলেন।

অভিনেত্রীকে হেনস্তা, ধৃত ২

■ যাদবপুরে শর্টফিল্ম অভিনেত্রীকে কটূক্তি, হেনস্তার অভিযোগ। গাড়িতে থাকা দুই যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন অভিনেত্রী। অভিযোগ, সিরিয়ালের শ্যুটিং সেরে বাড়ি ফিরছিলেন ওই অভিনেত্রী। বাড়ি ফেরার পথে বাপুজি নগর এলাকায় একটি ক্যাফেতে ঢোকেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন তাঁর দুই বন্ধু। অভিযোগ, ক্যাফের সামনে হঠাৎ গাড়ি এসে থামে। গাড়িতে বসেই অভিনেত্রীকে লক্ষ্য করে কুকথা বলেন অভিযুক্ত যুবকরা। তাঁরা মদ্যপ ছিলেন বলে দাবি। অশ্লীল কথা শুনে প্রতিবাদ করেন অভিনেত্রীর বন্ধুরা। এরপরই অভিযুক্তরা গাড়ি থেকে নেমে গালিগালাজ করেন। অভিযোগ, অভিনেত্রীকে কুকথা, হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। তাঁর হাত ধরে টানাটানি এবং মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেছেন অভিনেত্রী। ঘটনা জানতে পেরে ভোররাত ৩টে নাগাদ যাদবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। তদন্ত শুরু করে পুলিশ অভিযুক্ত ২ যুবককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

অবৈধ কল সেন্টার, ধৃত ১০

■ অবৈধ কল সেন্টার চালানোর অভিযোগে ধৃত ১০ জনকে গ্রেপ্তার করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। লালবাজার সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ভোরে কড়েয়া থানার ৩বি, চামরু খানসামা লেনের একটি আবাসনের চার তলার একটি ফ্ল্যাটে স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা অভিযান চালান। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় এই দশ জনকে। ধৃতদের নাম, আরবাজ আলি খান (২৭)। তার বাড়ি কড়েয়া থানার অন্তর্গত ৩বি, চামরু খানসামা লেনে। মহম্মদ আয়ান (২৫) ও মহম্মদ জাফর খান (৩২)। তাদের বাড়ি কড়েয়া থানার অন্তর্গর্ত ব্রাইট স্ট্রিটে। রহমত হোসেনের (২৪) বাড়ি তপসিয়া থানার তিলজলা মসজিদ বাড়ি লেনে। মহম্মদ সরফরাজ (৩০)। তার বাড়ি এন্টালি থানার অন্তর্গত কনভেন্ট লেনে। মহম্মদ শাহনওয়াজ (২৮)-এর বাড়ি কড়েয়া থানার অন্তর্গত ২০ চামরু খানসামা লেনে। এ ছাড়াও ধৃতদের মধ্যে রয়েছে আসিফ আলি (২৯) ও মহম্মদ জুবায়ের (২৯)।

তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর শ্লীলতাহানি, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

■ সল্টলেকের এফডি ব্লকে তথ্য প্রযুক্তি কর্মীর শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার রাজা মণ্ডল নামে এক ব্যক্তি। বুধবার ভোরে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সল্টলেকে তথ্যপ্রযুক্তি নগরীর মহিলা কর্মী কাজ সেরে সল্টলেকের এফডি ব্লকে ভাড়া বাড়িতে ফেরার সময় একটি যুবক বাইক নিয়ে পিছু নেয়। পুরসভার পাশের গলির মধ্যে নির্জন এলাকায় জাপটে ধরে শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করে, চিৎকার করলে ওই যুবক পালিয়ে যায় বাইক নিয়ে। ঘটনার অভিযোগ দায়ের করে দক্ষিণ বিধাননগর থানার পুলিশ তদন্তে নামে। তদন্তকারী আধিকারিকরা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে বাইকের নম্বর সুস্পষ্টভাবে দেখা না গেলেও বাইকে রাখা বড় বড় দুটি ব্যাগ দেখতে পায়। প্রাথমিকভাবে পুলিশের ধারণা ওই ব্যক্তি কোনও পণ্য সামগ্রী সাপ্লাই করতে আসেন। বৃহস্পতিবার সকালে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। পেশায় ফুলের ব্যবসায়ী, লেকটাউনের বাসিন্দা রাজা মণ্ডলকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে ধৃতকে বিধাননগর আদালতে পেশ করা হয়।

ক্ষমা চাইলেন বিনীত, মামলা খারিজ কলকাতা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আরজি কর মামলায় স্বস্তি কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের। মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার নাম প্রকাশ্যে বলার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের কাছে ক্ষমা চান কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। আদালত সূত্রে খবর, আইপিএস বিনীত গোয়েল তাঁর আইনজীবীর মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের কাছে একটি চিঠি লেখেন। ওই চিঠিতে অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা ও দুঃখ প্রকাশ করে বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চে চিঠিটি পাঠানো হয়। চিঠি পাওয়ার পরপরই ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ক্ষমা চেয়েছেন বিনীত। তাই খারিজ করা হচ্ছে মামলাকারীর আবেদন। অর্থাৎ স্বস্তি পেলেন বিনীত গোয়েল।

ডিভিশন বেঞ্চে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখে বিনীত গোয়েল জানান, কোনওভাবেই ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করতে চাননি তিনি। তাই ক্ষমা চাইছেন। যদিও আদালত এও জানিয়েছে, কলকাতা পুলিশের মতো একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ আনা কাম্য নয়। তাই, আদালত রাজ্য পুলিশের ডিজিকে তাঁর বাহিনীর কর্তাদের আরও সতর্ক থাকার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। এদিকে মামলাকারীর আইনজীবী জয় আনন্ত দেহাদ্রাই এদিন বলেন, 'বিভিন্ন রায়ে উল্লেখ আছে যে নিগৃহীতার নাম প্রকাশ্যে এলে শাস্তি হবে। আমরা এই চিঠি গ্রহণ করছি না।' অন্যদিকে, বিনীত গোয়েলের আইনজীবী সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়, মেনকা গুরুস্বামী মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের দাবি, মামলাকারী নিজেও নিগৃহীতার নাম উল্লেখ করেছেন। তলবে এভাবে হঠাৎ নাম নেওয়ার ঘটনা দুঃখজনক এবং দুর্ভাগ্যজনক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাউকে অপমান করা লক্ষ্য ছিল না বলে জানিয়েছেন বিনীত। আইনজীবীরা এও উল্লেখ করেন যে, আইনে পুলিশ অফিসারকে 'গুড ফেথ' দিয়ে বিশেষ প্রোটেকশন দেওয়ার কথা উল্লেখ আছে। দু'পক্ষের বক্তব্য শোনার পরে আদালত মনে করে যে আরজি করের নির্যাতিতার নাম উল্লেখ করার ক্ষেত্রে তৎকালীন কলকাতার সিপি-র কোনও খারাপ উদ্দেশ্য ছিল না, বরং এটি তাঁর উত্তেজনার কারণেই ঘটেছিল। তবে, এটি প্রশংসাযোগ্য নয়। তাই, মামলা নিষ্পত্তির পর, বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তের ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্য পুলিশের ডিজি-কে বাহিনীর কর্তাদের আরও সতর্ক থাকার জন্য আরও প্রশিক্ষণ বা কর্মশালা করার পরামর্শ দিয়েছে। উল্লেখ্য, বুধবারই আরজি কর খুন ও ধর্ষণ মামলায় শিয়ালদহ আদালতে বিনীত গোয়েলকে কার্যত ক্লিনচিট দেয় সিবিআই। কেন্দ্রীয় সংস্থা জানিয়েছে বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এদিকে, তিলোত্তমার পরিবারের অভিযোগ, সিবিআই-এর তদন্তকারী আধিকারিক বিনীত গোয়েলের ব্যাচমেট হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে কোনও তদন্ত করা হচ্ছে না।

হকারদের পরিচয় নিশ্চিত করতে ছবিযুক্ত আই-কার্ড দেবে কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরের হকারদের পরিচয় নিশ্চিত করতে তাদের ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র দেবে কলকাতা পুরসভা। আসন্ন দুর্গাপূজার আগেই এই কাজ শুরু হতে চলেছে। প্রথম পর্যায়ে প্রায় ৯ হাজার বৈধ হকারকে পরিচয়পত্র দেওয়া হবে। অগস্ট মাস থেকে শুরু হবে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন, যা টাউন ভেন্ডিং কমিটি এবং হকার পুনর্বাসন বিভাগ যৌথভাবে পরিচালনা করবে।

সরকারি সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১৬ সালে শহরে হকারের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৪ হাজার। যদিও বিভিন্ন হকার সংগঠনের দাবি, সংখ্যাটি ষাট হাজারেরও বেশি। পূর্ববর্তী ডিজিটাল সমীক্ষায় প্রায় ১৫ হাজার হকারের তথ্য ছবি ও আধার কার্ড-সহ সংরক্ষিত হয়েছে। সেই তালিকা থেকেই প্রথম দফায় ৯ হাজার জনকে এই পরিচয়পত্র দেওয়া হবে।

দ্বিতীয় দফায় বছরের শেষ কিংবা আগামী বছরের শুরুতে আরও ৬ হাজার হকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন পুরসভার মেয়র

পারিষদ দেবাশিস কুমার। তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, নিয়ম মেনে বসা হকারদের কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না। তবে অবৈধভাবে ফুটপাথে দখলদারি চললে ফের হবে কড়া ব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত বছর হকারদের অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে কঠোর মনোভাব নিয়েছিলেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই পুরসভা ও পুলিশের যৌথ উদ্যোগে বড়সড় উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়। নতুন এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে হকার সংগঠনগুলি। পাশাপাশি তারা দাবি তুলেছে, যাঁরা এখনও সমীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি, তাঁদের দ্রুত তালিকাভুক্ত করে পরিচয়পত্র দেওয়ার প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করা হোক। পরিচয়পত্র চালু হলে আইন মেনে ব্যবসা করা হকারদের স্বীকৃতি যেমন মিলবে, তেমনই অবৈধ দখলের বিরুদ্ধে প্রশাসনের হাতে আরও কার্যকর হাতিয়ার থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতে বসল 'স্পিড লেজার গান'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শিল্পাঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে। এই ব্যস্ততম সড়ক সম্প্রসারণের ফলে যান চলাচলে গতি বেড়েছে। সেইসঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে দুর্ঘটনা। গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং দুর্ঘটনা কমাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট। এই কমিশনারেটের পক্ষ থেকে পাঁচটি ট্রাফিক গার্ডকে দেওয়া হয়েছে 'স্পিড লেজার গান'। মূলত, যানবাহনের গতি মাপার জন্য এই গান ব্যবহার করা হয়। এটি এমন একটি ছোট যন্ত্র যা লেজার রশ্মি ব্যবহার করে চলন্ত গাড়ির গতি নির্ণয় করে থাকে।

বৃহস্পতিবার বেলায় আতপুর সাব ট্রাফিক গার্ডের তরফে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের পানপুর মোড়ে বসানো হল 'স্পিড লেজার গান'। ট্রাফিক আধিকারিকদের দাবি, বেপরোয়া গাড়ির গতি রোধ করতে এবং সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে তাদের এই উদ্যোগ। তবে ট্রাফিক নিয়ম ভাঙলে গাড়ি চালকদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।